সতী-লক্ষ্মী

পঞ্চাঙ্ক গার্হস্থ্য নাটক

শ্রীশশিভূষণ পাল প্রণীত

(মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত।)

প্রথম অভিনয় রজনী—রবিবার, ৯ই পৌষ, সন ১৩২৩ সাল

প্রকাশক গ্রন্থকার

মূল্য ১৲ এক টাকা।

উৎসর্গপত্র।

অশেষ গুণসম্পন্ন—

অধ্যাপক—শ্রীযুক্ত মন্মথ মোহন বসু

এম্, এ, মহাশয় শ্রদ্ধাস্পদেষু

আমি "সতী-লক্ষ্মী" রচনা করিতে আপনার নিকট শিক্ষা এবং উপদেশ পাইয়া যেরূপ উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইবার আমার কিছুই নাই। "সতী-লক্ষ্মী" আপনার কর-কমলে অর্পণ করিতেছি—আমার "সতী-লক্ষ্মী" অযোগ্য হইলেও আশা করি সাদরে গ্রহণ করিবেন।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী—

শ্রীশশিভূষণ পাল।

ভূমিকা।

সচরাচর সংসারে যেরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে এবং যাহাদ্বারা সাধারণের শিক্ষালাভ হইতে পারে, সেইরূপ অভিপ্রায় লইয়া "সতী-লক্ষ্মী" নাটক লিখিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে "সতী-লক্ষ্মী" মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত হওয়ায়, শ্রোতৃবর্গের মনোমুগ্ধ করিতেছে বলিয়া যৎপরনাস্তি সুখী হইয়াছি। ইহা দ্বারা সমাজের বিন্দুমাত্র উপকার হইলেও শ্রম সার্থক মনে করিব।

অত্যন্ত দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে যে, "সতী-লক্ষ্মী" মুদ্রিত করিতে নানারূপ বিভ্রাট ঘটায় এবং নিজের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন, অনিবার্য্য কারণে অনেকগুলি ভুল থাকিয়া গেল। আশা করি পাঠক পাঠিকাগণ এবার ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

বিভাগদী, যশোহর।
শনিবার ৭ই মাঘ ১৩২৩ সাল } শ্রীশশিভূষণ পাল।

পরিচয়

পুরুষ।

রঘুনাথ রায়	জনৈক গৃহস্থ।
বিনয় কৃষ্ণ	রঘুনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র।
বিনোদলাল	রঘুনাথের পুত্র।
নবকুমার	বিনোদের শ্যালক।
হরিশ্চন্দ্র	জনৈক ধনী যুবক।
হরলাল	পুলিস সব্‌ইনস্পেক্টর।
রাজকিশোর রায়	জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক।
বাঞ্ছারাম	রঘুনাথের বাটীর ভৃত্য।
রূপলাল	জনৈক তস্কর।
কিশোরীমোহন	রেলওয়ে টিকিটকলেক্টর।
শরচ্চন্দ্র	বিনয়ের বন্ধু।
নন্দলাল	রঘুনাথের প্রতিবাসী।

মোহরার, পুলিস-সব-ইনেস্‌পেক্টর, কাষ্ঠখরিদদার, যুবকত্রয়, কুলী-সর্দ্দার পাহারাওয়ালাগণ, বরকন্দাজগণ, উড়েব্যাহারাগণ, পিওন, রেল ও ষ্টীমারযাত্রীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

বিমলা	রঘুনাথের স্ত্রী।
সুশীলা	বিনয়ের স্ত্রী।
সুধা	বিনোদের স্ত্রী।
বিলাসী	রঘুনাথের বাটীর ঝি।
মানদা	জনৈক বেশ্যা।
ব্রহ্মময়ী	নন্দলালের মাতা।
করমণি	কুলীর আড়কাঠী।
ত্রিপুরা	মানদার মাতা।

বেশ্যাগণ, কুলীরমণীগণ ইত্যাদি।

সতী-লক্ষ্মী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—শ্যামনগর রঘুনাথ রায়ের বটীর দরদালান।

কাল—প্রাহ্ন।

(রঘুনাথ ও বিনয়কৃষ্ণ)

রঘু। দেখ বিনয়! এখন হ'তে সংসারধর্ম্মে মন দেও। দেখতে পাচ্ছত, আমরা কি ছিলুম্ আর কি হ'য়েছি! আগে দোল-দুর্গোৎসব করেছি, দশজনকে খেতে দিয়েছি, এখন আমরা খেতে পাইনা। আর টাকা পয়সা অপব্যয় করনা, এতদিন যা করেছ—করেছ। এখন ওসব ছেঁড়ে দেও।

বিনয়। না কাকা! আর আমাকে ব'লতে হ'বেনা। এখন হ'তে আমি সাবধান হ'য়ে চ'লব, আমাদের অবস্থা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি আমি যতটাকা উড়িয়েছি, সে টাকাগুলি থাকলে, জীবনে কখনও আমাদের কষ্টপেতে হ'তনা। আমার দোষেই সব গেছে।

রঘু। শোন বাপু! আমি এখন বুড়ো হ'য়েছি—তোমরা এখন উপযুক্ত, সংসারের ভার এখন তোমাদের উপর, তাই বিবেচনা করে কায করো। তোমার পিতা সংসারের উন্নতি করে গেছেন, আমরা সব ছারক্ষারে দিলুম্। স্বধু তুমিযে উড়িয়েছ, তা নয়, আমরা কেউ উপায় করিনা স্বধু বসে খাই, বসে খেলে মজুদটাকা আর কয়দিন থাকে? এখন হ'তে যাতে সংসারের উন্নতি হয় তাইকর।

বিনয়। আমি এখন সংসারের অবস্থা বুঝেই ত কারবার ক'রতে যাচ্ছি। এতদিন অভাব বোধ ছিলনা তাই যা খুসি তাই করেছি। আমি ব্যবসা ক'রবার জন্ত শরচ্চন্দ্রকে চিঠি লিখেছিলুম, সে আমাকে হাজার টাকা নিয়ে যেতে লিখেছে। যদি নবকুমারের কাছথেকে টাকাটা না আনা হ'য়ে থাকে, তবে আনিয়ে রা'খবেন, আমি আজ রাত্রেই জলপাইগুড়ী যাব।

রঘু। যত বিষয় সম্পত্তি ছিল সব Mortgage (মটগেজ) দিয়ে, সংসার চালিয়েছি, বাকিছিল বাড়ীখানি, তাও বান্দাদিয়ে হাজারটাকা আনা-হয়েছে—যদি কোন রকমে এই টাকাটা নষ্ট হয়, তবে ভিটে ছেড়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে খেতে হ'বে তাইবুঝে কাযকরো, আমি আর বেশীকি ব'লব। টাকা আনা হ'য়েছে, যাবার বেলা নিয়ে যেও।

বিনয়। কোন চিন্তা ক'রবেন না।

রঘু। যত দিন তোমার সুবিধা'র সংবাদ নাপা'ব, ততদিন আমার ভাবনা যাবেনা। গিয়েই চিঠিপত্র লিখো, আর টাকা নিয়ে পথে সাবধান হ'য়ে যেও।

বিনয়। যে আজ্ঞা, আমি এখন আসি।

(প্রস্থান)

রঘু। এতদিনে আমার কার্য্যোদ্ধারের উপায় হ'ল, বসত বাড়ীখানিও হাতে এল ব'ল্‌তে হ'বে।

(বিনোদ লালের প্রবেশ)

বিনোদ। এ আপনার কিরূপ বিবেচনা! বসত বাড়ীখানি বান্ধা দিয়ে হাজারটাকা দাদাকে দিচ্ছেন, দাদাত সব উড়িয়ে দিবেন, শেষটা বাড়ীখানি যাবে। আপনি কি আমাদের দিকে একটুও চান না? দাদা টাকা চাইলেই বিষয় বন্দক রেখে এনেদেন, আর তিনি সব উড়িয়ে দেন।

রঘু। দেখ্‌ বিনোদ! তোর চেয়ে বিনয় আমার অধিক প্রিয় পাত্র নয়—তুই আমার ছেলে, আর সে আমার ভ্রাতুস্পুত্র—আমি যা করি তা তোর ভালর জন্যই করি।

বিনোদ। বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি সব বান্ধা দিলেন, তবে আর ভাল করলেন কিসে?

রঘু। তুই তা বু'ঝবি কি করে? এখন চুপ কর।

বিনোদ। যখনই আপনাকে ব'লতে আসি, তখনই বলেন চুপ কর, চুপ করে থেকেইত সব গেল।

রঘু। সব যাবে কিসে? সব তোরই হ'বে।

বিনোদ। আপনার যা খুসি তাই করুন্‌, আমি আর কিছুই ব'লব না।

রঘু। ব'লবি আর কি, তুই যা ব'লবি তাই কি আমার ক'রতে হ'বে? যাতে তোর ভাল হ'বে, আমি তাই ক'রছি—পরে বু'ঝতে পা'রবি।

বিনোদ। বু'ঝব আর কি? আপনিত বিনয় ব'লতেই অজ্ঞান,

আপনাকে আর কিছু ব'লতে চাই না, দে'খবেন শেষটা যেন পথের ভিখারী না হ'তে হয়।

রঘু। সে ভাবনা আমার চেয়ে তোর বেশী নয়। আমি যে বিনয়কে অত ভালবাসা দেখাই, তার কারণ আছে—পরে সব তোর হ'বে। তোকে অন্য সময় বুঝিয়ে ব'লব—এখন যা।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রঘুনাথ রায়ের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(সুশীলা)

সুশীলা। সংসারে যত দুঃখ পাই, সে দুঃখকে দু'ঃখবলে মনে করিনা। স্বামীর দেখা না পাই, নাই পেলুম্—যদি তাঁর সংসারের দিকে দৃষ্টিথাকে, সংসারের উন্নতির চেষ্টা করেন, তাহ'লেও ভাবনা থাকেনা। দিন-রা'ত বেশ্যালয়ে থেকে, মদ খেয়ে খেয়ে, সোনার সংসারটী ছারক্ষারে দিলেন। নগদটাকা গেছে, বিষয় সম্পত্তি সবগেছে, তবুও স্বভাব শোধরালনা এখনও খুড়শ্বশুর আছেন, খুড়শ্বাশুড়ী আছেন, খাই না খাই, দুঃখ কষ্ট পাই, মান ইজ্জৎ বাঁচিয়ে ঘরে আছি, বসতবাড়ীখানিও শুনলুম বান্ধা দিয়েছেন, যদি বাড়ীখানি যায় তাহা'লে কোথায় দাঁড়াব, কিছুই ভেবে স্থির ক'রতে পারিনা।

(সুধার প্রবেশ)

সুধা। দিদি! দিন দিন তোমার শরীর অমন খারাপ হ'য়ে যাচ্ছে কেন, তুমি বসে বসে কি ভাব?

সুশীলা। অশেষ ভাবনা ভাবি, আমাদের সংসারের ভাবনা একবার ভেবে দেখনা কেন? আগে কি অবস্থা ছিল, আর এখন কি অবস্থা হ'য়েছে, আর পরে কি হ'বে। তুমি কি এসব কিছুই ভাবনা?

সুধা। না দিদি! আমি অত ভাবিনা। আমাদের ভাবনায় কি হ'বে, যা হবার তাই হ'বে।

সুশীলা। আমি দিন রা'ত ভাবি। আমার ভাবনার বিরাম নাই।

সুধা। না দিদি! তুমি অত ভেবনা। তোমার শরীর বড় খারাপ হ'য়েছে, বেশী ভাবলে আরও খারাপ হ'বে।

সুশীলা। সুধা! তোমার অবস্থায়, আর আমার অবস্থায়, অনেকটা প্রভেদ আছে। তাই তোমার ভাবনার কারণ থা'কলেও তুমি ভাবনা, কিন্তু আমি মনকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারিনা। শরীরের ভাল মন্দের ভাবনা একবারও ভাবিনা।

সুধা। শরীরের ভাল মন্দ দেখার বেশী দরকার। তোমার শরীর খারাপ হওয়ার আরও কারণ এই যে, ঝি চাকরের যবাব হ'য়েছে, তোমায় বেশী কায ক'রতে হ'চ্ছে।

সুশীলা। না ভাই! তাতে আমার পক্ষে খুব ভালই হ'য়েছে। আমি যদি নিষ্কর্ম্মা বসে থা'কতুম্, তা হ'লে এতদিন পাগল হ'য়ে যেতুম্, যতক্ষণ কাযে থাকি, ততক্ষণ খুব ভাল থাকি, মন অনেকটা ভাল থাকে, সেই জন্য তোমাকে কি আর কাউকে কোন কায ক'রতে দিই না।

সুধা। তুমি যতই বল দিদি! আমি তোমার মত অত খাটতে পারি না। কায করা একেবারেই অভ্যাস ছিল না, চাকর চাকরাণী নাই, তুমি একা সব কর, তাই দেখে একটু আধটু যা করি।

সুশীলা। আমার দুঃখ ছাড়া সুখ নাই। তবে মনে যা একটু শান্তি পাই, তা কায করেই পাই। নতুবা বসে থা'কলে কেবল দুর্ভাবনা এসে যোটে। তোমার কোন কায ক'রতে হ'বে না, আমি একাই সব ক'রব।

সুধা। করো, কিন্তু তুমি আর অত ভেবনা। ভেবে শরীর নষ্ট করা বই আর কোন লাভ নাই। ভেবেত কিছুই ক'রতে পা'রবেনা, তবে অনর্থক কেন ভাব?

সুশীলা। কি করি ভাই! মনকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারি না।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। দেখ বড় বউমা! তোমার এ কিরকম বিবেচনা? সংসারের কায কর্ম্ম সব পড়ে রয়েছে, আর তুমি এখানে বসে বসে গল্প কর'ছ? আগের মত এখন ঝি চাকর নাই যে বসে বসে খাবে। আর ঝি চাকরের দরকারই বা কি, কোন বাড়ীর ঝি বউ তোমার মত বসে বসে শরীর পোষায়? ছোট খাট নও, বয়েস হ'য়েছে—তোমার কি একটু লজ্জাও করেনা?

সুশীলা। আমিত সব কায কর্ম্মই সেরে এসেছি। আর যা বাকি থাকে তা ক'রব এখন—আমিত কোন কাযেই আলিস্যি করিনা।

বিমলা। কেন, বাকি থা'কবে কেন? আলিস্যি নাই বা, বলি কি করে? ধান ভা'নতে হয়না, কাঠ চেলা ক'রতে হয়না, অনেক

গেরস্থ ঘরের বউকে এসবও ক'রতে হ'য়ে থাকে। ভাগ্যি আমার মত খুড় শাশুড়ীর হাতে পড়েছিলে, তাই সুখে কাটিয়ে গেলে। দেখ ছোট বউমা! তুমিও ত আমার কথা শোননা। আমি বলেছি তোমার শরীর ভাল নয়, দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে থেকো। তোমার সময় খাওয়া নাই, সময় স্নান করানাই, কেবল এখানে বসে বসে গল্প কর, তোমাকে এত করে বলেছি, তুমি কোন কায ক'রতে যেওনা, গেলে তোমার গা হাত পা বেদনা হয়, তবুও তুমি দুপুরবেলা ভাত দিতে গেলে। তুমি যে আমার কথা একেবারেই শোননা? যাও এখন একটু ঘুমোও গে।

সুধা। যাই মা! দিদির সঙ্গে দুটো কথা কচ্ছিলুম্।

বিমলা। এমন কি কথা যে এখন না কইলেই নয়?

সুধা। এই চল্লুম্ মা! (প্রস্থান)

বিমলা। তুমি ঠাক্‌রুণ্ যে এখনও নড়না দে'খছি, দুটো গা'ল না খেলে বুঝি চলে না?

সুশীলা। গা'ল দেবেন কেন মা! আমিত সব কায সেরে এসেছি, আরকি ক'রতে হ'বে বলুন্।

বিমলা। গা'ল না দিলেই বা চলে কই? তোমার মত বউকে আবার কাযের কথা বলে দিতে হ'বে? এখন হ'তে, ধান ভা'নতে হ'বে, যেরূপ সংসারের অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে আর চাল কেনা ঘু'ঠবেনা, ধান কি'নলে অনেক সুবিধা হ'বে। ঝি চাকর নাই, সব কায তোমায় করতে হ'বে, আমরা কেউ ও সব পারিনা, আর গায়ে বলও নাই।

সুশীলা। তা ক'রব, তাতে আর দুঃখ কি মা!

বিমলা। বলি তুমি যে কেবল কথা কাটাকাটি করতে লা'গলে? তুমি কেমন ভাল মানুষের মেয়ে? আমাকে না কাটিয়ে এক দিনও

ছাড়না। তুমি যদি সৎবংশের সৎলোকের মেয়ে হ'তে, তা হলে এমন হ'তেনা। তোমার পরিনাম বড় খারাপ। আমার রাগেতে আর এখানে দাঁড়াতে ইচ্ছে ক'রছে না, এই আমি চল্লুম্, তোমার যা খুঁসি তাই কর।

(প্রস্থান)

সুশীলা। হা ভগবান! আমার অদৃষ্টে এত দুঃখ লিখে ছিলে? সংসারে এতকরে খেটেও কারো মন পেলুম্না। আমি এমন হতভাগিনী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলুম্ যে, অকারণেও আমার জন্য আমার পিতামাতা রোজ গা'ল খান।

(বিলাসীর প্রবেশ)

বিলাসী। একি বড়মা! কাঁদছেন কেন?

সুশীলা। কিছু নয়।

বিলাসী। কিছু নয় ব'ললে কি আমি শুনি? কোন কারণ না থাকলে আপনার চকে জল আসেনি।

সুশীলা। সবইত জানিস্ বিলাসি! কেন আর জিজ্ঞাসা করিস্?

বিলাসী। কি ক'রবেন মা! অদৃষ্টে দুঃখ থা'কলে কে নিবারণ করতে পারে? আর কেঁদে কি হ'বে? আপনার কান্না দে'খলে আমারও কান্না আসে।

সুশীলা। যাই বিলাসী! এখানে থা'কলে মা আরও ব'কবেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—মানদার কক্ষ। কাল—রাত্রি।

(মানদা ও হরিশ্চন্দ্র)

হরিশ। মানদা! বিনয় বাবু আর আসে কি?

মানদা। আমি তাকে আর বাড়ীতে ঢুকতে দিই না। তার উপর আমার অন্তর বড় চটে গেছে।

হরিশ। বিনয় বাবু শুনেছি আজ কাল বড় অভাবে পড়েছে।

মানদা। টাকা পয়সায় কি এসে যায় হরিশ বাবু! ভালবাসাই হচ্ছে মূল—ভালবাসাই চিরদিন থেকে যায়। এখন সে প্রাণের টানে আমার কাছে আসে না, আমি তাকে প্রাণ খুলে ভাল বাসতুম্ সেই খাতিরে এক আধবার আসে। বুঝলে হরিশ বাবু! ভাল বাসা চাই—ভাল বাসা চাই।

হরিশ। ঠিক্ বলেছ মানদা! প্রাণের টান না থা'কলে কি প্রণয় হয়—সুধু চোকের দেখায় কি হয়—প্রাণে প্রাণে মাথামাখি হওয়া দরকার। প্রাণের মিল হলেই ভালবাসা হল। প্রাণের টান চাই—প্রাণের টানচাই ভালবাসা কি মুখের কথায় হয়?

মানদা। তুমি বেস্ প্রাণ খুলে ভাল বাসতে জান। নতুবা আমি না বলতেই সে'দন দুগাছা অনন্ত গড়িয়ে দিলে, কা'ল একগাছা নেকলেস্ সিল্কের বডী, স্যামিজ ও সাড়ীখানা দিলে—প্রাণের টান না থা'কলে দিবে কেন? এতেই ভাল বাসার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্যাভারে জানা

যায়। ভালবাসাকি লোকে খেয়ে দেখে? তোমার ভাই বেস অন্তঃকরণ আছে হরিশবাবু।

হরিশ। নিজে বুঝে কাজ ক'রতে হয়, তোমার কেন বলতে হবে মানদা! তুমি যদি মুখ ফুটে ব'লবে তবে আর আমার ভালবাসার পরিচয় কিসে পাওয়া যাবে? বুঝে কায ক'রতে হয়—বুঝে কায ক'রতে হয়—তোমার অভাব বুঝেছি—দিয়েছি, আমার কর্ত্তব্য কায আমি করেছি।

মানদা। না হরিশ বাবু! আমারত ওসব গুলির দরকার ছিল না, আমার একগাছি Star pattern র (ষ্টার প্যাটরনের) হারের অভাব ছিল, হাতের চুড়ির অভাব ছিল। হাতের যা চুড়ি আছে, তা পুরোন গড়—নূতন Pattern র (প্যাটরনের) অভাব ছিল। তা থাকৃগে, তুমি যা দিয়েছ, যথেষ্ট দিয়েছ। অতটাকা খরচ করবার কোন দরকার ছিল না।

হরিশ। যাবে কেন মানদা? দু চা'র দিনের মধ্যেই এসবগুলি তোমাকে দিব।

মানদা! সেকি ভাই! আমি অভাবের কথা বল্লুম্ বলে নাকি, আমি কি তোমাকে দিতে ব'লছি?

হরিশ। নাই বল্লে, বল্তে হবে কেন? তুমি টাকা পয়সার জন্য আমাকে ভাল বাসনা, তা আমি জানি—তবে আমারত বিবেচনা চাই!

মানদা। তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো, আমিত চাচ্ছি না। আজ ভাই টাকার বড় অভাব হয়ে পড়ে ছিল, চা'রটী টাকা ধার করে বাজার করেছি।

হরিশ। সেকি মানদা! টাকা ধার করেছ? এই নোট নেও ভাঙ্গিয়ে ধার শোধ দিও।

মানদা। ধার করেছি তাতে কি হয়েছে, তুমি কেন দিচ্ছ ভাই ?

হরিশ। আমি দিলুম্ তুমি রেখে দেও। আমি এখন আসি।

(প্রস্থান)

মানদা। বিনয়কৃষ্ণত সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে—আজকাল হরিশচন্দ্রকে হাত রাখা দরকার। হরিশ্চন্দ্রেরও আমার উপর ঝোক পড়ে গেছে এই সময় যা নিয়ে নেওয়া যায়।

(ব্যাগ হস্তে বিনয় কৃষ্ণের প্রবেশ)

বিনয়। মানদা! আমি জলপাইগুড়ী যাচ্ছি, যাবার বেলায় একবার তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে এলুম্।

মানদা। তুমি জলপাইগুড়ী যাও, বা যেখানে যাও, আমাকে কেন ব'লতে এসেছ ? জলপাইগুড়ী কি জন্য যাচ্ছ ?

বিনয়। কাঠের কারবার ক'রতে।

মানদা। কাঠের কারবারে অনেক টাকার দরকার, তুমি টাকা কোথায় পেলে ?

বিনয়। বাড়ী Mortgage (মর্টগেজ) রেখে, হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছি।

মানদা। যদি এসেছ, তবে একটু বসে যাও।

বিনয়। কেন মানদা, আসা মাত্রেইত তাড়িয়ে দিচ্ছিলে, আবার ব'সতে ব'লছ কেন ?

মানদা। অনেক দিনের জন্য যাচ্ছ, শীঘ্র তোমাকে আর দে'খতে পাবনা। তুমি আমাকে ভালবাসনা, কিন্তু আমার অন্তঃকরণত জাননা, আমি তোমাকে প্রানখুলে ভালবাসি—অনেক দাগা পেয়েছি, তাই সময়

সময় তোমার উপর বড় রাগ হয়, কিন্তু আমার অন্তঃকরণে যা বলে, তা আমিই জানি।

বিনয়। আমিও জানি মানদা! আমি উন্মাদ হয়েছি, আমার মোহ কাটেনি, তাই ফিরে ফিরে আসি—এখনও এসেছি।

মানদা। ভালবাসি কিনা, যদি দেখাবার উপায় থা'কত, তা হলে দেখাতুম্। আজ তোমাকে আমি যেতে দিবনা।

বিনয়। আমি এখই যাব। বাড়ী থেকে যাত্রা করে বেরুয়েছি।

মানদা। আজকার রাত থেকে গেলে ক্ষতি কি?

বিনয়। বিশেষ কিছু নয়, তবে আমি থা'কবনা।

মানদা। আমি যেতে দিবনা। আমার মাথা খাও যদি যাও। অনেক দিন তোমায় তাড়িয়ে দিয়েছি, তুমি ফিয়ে যাও, মনে ভাব তাতে আমি কোন কষ্ট পাই না—তা নয়, তুমি ফিরে গেলে আমার বড় ক'ষ্ট হত।

বিনয়। তবে কেন তাড়িয়ে দিতে?

মানদা। সে কথা আর তুলনা। আমাকে ক্ষমা কর—আজ থেকেযাও।

বিনয়। মানদা! আমার অবস্থা আমি বু'ঝতে পেরেছি, তাই প্রতিজ্ঞা করেছি, আজছাড়া আর এখানে আ'সব না। আজ তোমার কথা রা'খব, কিন্তু এই শেষ।

মানদা। বোধ হয় আমার উপর রাগ করে এসব ব'লছ।

বিনয়। রাগ কিছু নয়, এখন হ'তে আমার স্বভাব শোধরাতে হবে।

মানদা। তবে আজ কথা রাখ।

বিনয়। (ব্যাগ রাখিয়া উপবেশন) মানদা! কেবল তোমার অনুরোধে আজ থেকে গেলুম

মানদা। (গীত)

আমার এ পরাণে কত যে বেদনা, আমি তা জানি তুমিত জাননা।
তুমি চলেগেলে ব্যথা পাই, তোমাবিনে কেহ নাই, আর বন্ধু যাই যাই বলনা বলনা।
অদর্শনে আমি পাই যত দুঃখ,
নিজ মনে বন্ধু নিজে বুঝে দেখ,
যদি তুমি আমায় ভালবেসে থাক, মনে মনে হবে দুঃখেরি তুলনা।
হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়ে নিরখি,
মনে প্রাণে মোদের কত মাখামাখি,
মানস নয়নে সতত নিরখি, নিমেষ ফেলিতে পাই বিষম বেদনা।

আজ ভাই! একটু মদ খেতে হ'বে, অনেক দিন মদ খাওয়া হয়নি। তুমি চলে যাচ্ছ, আর আ'সবে না ব'লছ—আমি মদ আনাই।

(মানদার প্রস্থান ও মদের বোতল লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

বিনয়। না মানদা! আর আমি মদ খাবনা।

মানদা। আজ আমার কথা রা'খতে হবে; আর না খাও, নাই খেও।

বিনয়। তোমার অনুরোধে আজ থেকে যাচ্ছি, মদ না খাই, তাতে কি হবে মানদা?

মানদা। আর কতদিনে যে তোমার দেখা পা'ব, তার কিছুই স্থির নাই, আজ একটু মদ খেতে হ'বে, আমার মাথা খাও যদি না খাও।

বিনয়। আচ্ছা, তোমার যা ইচ্ছা তাই কর, কিন্তু আজ বই আর না।

(ত্রিপুরার প্রবেশ)

ত্রিপুরা। কিলো মানি! আবার বিনয়কে যায়গা দিয়েছিস্ যে? আমার কথা যে একেবারেই গ্রাহ্যি করিস্‌নি?

মানদা। বিনয়কে কিছু বলিস্‌নি মা! আজ ছাড়া বিনয় আর এখানে আসবে না, বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছে।

ত্রিপুরা। বাড়ী থেকে চলে যেতে হয় যা'ক্, থা'কতে হয় থা'ক্ এখানে থা'কতে পা'রবে না।

মানদা। চুপ্ কর মা।

বিনয়। দে'খ মানদা! এতদিন যা ক'রবার করেছি, এখন এসব কথায় আমার বড়ই গ্লানি বোধ হয়। এই আমি চল্লুম। (গমনোদ্যত)

মানদা। (হস্ত ধরিয়া) আমার মাথা খাও রাগ করনা ভাই! মার কথা কানে তুলনা, জানইত ওর কথা ঐ রকম। আমি ওকে রস্ত ক'রছি। দেখ্ মা! একবার এই ঘরের দিকে আয়।

(মানদা ও ত্রিপুরার প্রস্থ কিয়ৎক্ষণ পরে মানদার পুনঃ প্রবেশ)

বিনয়। দেখ্ মানদা! তুই সত্য সত্যই মদ আ'নলি? আমি দাম দিচ্ছি নে।

মানদা। দেখ ভাই! তুমি যখন চলে যাচ্ছ, তখন আমি তোমার কাছে দাম নিবনা। আমার এত ছোট অন্তঃকরণ নয়। (বোতলের মুখ খুলিয়া গ্লাসে মদ ঢালিয়া) নেও ভাই এক গ্লাস খাও।

বিনয়। তুমি যাও।

মানদা। তা'কি হয়?

বিনয়। (গ্লাস হস্তে লইয়া সুরাপান করিয়া) বড় Strong (ষ্ট্রং) বেশী করে সোডা দেও।

মানদা। হা ভাই! দে'খছ না নাম্বার ওয়ান।

বিনয়। তুমি এক গ্লাস খাও।

মানদা। আচ্ছা, আমিও খাচ্ছি। (মদ্যপান)

বিনয়। তুমি খুব কম খাচ্ছ ভাই।

মানদা। জানত ভাই! আমি বেশী খেতে পারি না। আর এক গ্লাস খাও। (গ্লাস প্রদান)

বিনয়। বড্ড বেশী ঢা'লছ ভাই। (সুরাপান)

মানদা। (গীত।)

পীরিতের নয়কো রীতি মন দিয়ে মন করা বদল।
চাইনা তোমার ভালবাসা আমার মনটী দিব কেবল।
যেথায় থাক থাক গিয়ে,
থা'কব তোমার স্মৃতিনিয়ে,
হৃদে ছবি গড়াইয়ে তোমার ধ্যানটী ক'রব কেবল।

(গ্লাস হস্তে লইয়া মদ ঢালিয়া) খাও ভাই! এবার আমিও খাব।

বিনয়। (সুরা পান করিয়া) এবার তুমি একগ্লাস খাও।

মানদা। আমিও খাচ্ছি। (সুরাপান করিয়া) আমি খেলুম, তুমি একগ্লাস খাও।

বিনয়। না ভাই! আমাকে বড্ড ধরেছে।

মানদা। এবার অল্প করে ঢেলেছি। আমি হাতে করে দিচ্ছি, তুই খাবিনি?

বিনয়। নিশ্চয় খাব—তুমি হাতে করে দিচ্ছ আমি খাবনা! নিশ্চয় খাব—যতদিবে সব খাব।

মানদা। তবে খাও।

বিনয়। দেও ভাই! (সুরা পানকরিয়া অজ্ঞান অবস্থায় পতিত)

মানদা। এইবার অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে, বিনয়! বিনয়! না আর জ্ঞান নাই, খুব মদ খাইয়েছি। আরকি জ্ঞান থাকতে পারে? মা! মা! একবার এদিকে আয়না।

(ত্রিপুরার প্রবেশ)

এইবার অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছে।

ত্রিপুরা। তবে আর দেখি কি? এখন দেখ্ ওর ব্যাগে হাজার-টাকা আছে কিনা।

মানদা। তাইত মা! উঠে একটা গণ্ডগোল ক'রবে।

ত্রিপুরা। গণ্ডগোল করে, আমি জেনির ঘরের মিন্‌ষেকে ডেকে ওর ঘাড় ধরে বের ক'রে দিব। তুই টাকাটা বার করে নে।

মানদা। আচ্ছা। (বিনয় কৃষ্ণের পকেট হইতে চাবি লইয়া ব্যাগ খুলিয়া) এইত মা! টাকাতে নোটেতে হাজার টাকা আছে বলে বোধ হ'চ্ছে, তুমি নিয়ে যাও, টাকাটা সাবধান করে রাখ গিয়ে, আমি এখানে থাকি।

ত্রিপুরা। আচ্ছা, তুমি থাক্। (টাকা ও নোট লইয়া প্রস্থান)

মানদা। (ব্যাগ বন্দকরিয়া পকেটে চাবি রাখিয়া) বাগে পেয়ে কে ছেড়েদেয়? এখন সামলান নিয়ে হ'চ্ছে কথা, কি আর ক'রবে ছাই? মোকদ্দমা করে করুক্ গিয়ে। তবে একটা মারপিট ক'রতে পারে, তা যদি করে, তবে লোক ডেকে ঘাড় ধরে বার করে দিব (শয়ন)

বিনয়। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) মানদা! অনেক মদ খেয়েছিলুম।

মানদা। আমিও তোমার চেয়ে বেশী খেয়েছি, উ'ঠবার শক্তি-নেই।

বিনয়। আমি এখন আসি মানদা! (ব্যাগ হস্তে লইয়া) ব্যাগটী যেন হাল্‌কা বলে বোধ হ'চ্ছে। (পকেট হইতে চাবি লইয়া ব্যাগখুলিয়া) একি মানদা! আমার টাকা কি হ'ল! ব্যাগে আমার হাজার টাকার বেশীছিল!

মানদা। কই, আমিত তা কিছুই জানিনা।

বিনয়। না মানদা! তুমি সাবধান করে রেখে আমার মন বু'ঝছ, আমার টাকা এনে দেও।

মানদা। মাইরী ব'লছি, আমি তোমার টাকার কথা কিছুই জানিনা, তুমি মনে করে দেখ, আর কোথায় রেখে এসে থা'কবে।

বিনয়। না, আমি আর কোথাও রেখে আসিনি। আমার মাথার দিব্যি মানদা টাকা এনে দেও।

মানদা। সেকি বিনয় বাবু! আমি তোমাকে তামাসা ক'রছিনি, আমি তোমার টাকার কথা কিছুই জানিনি। তুমি তবে টাকা আর কোথাও ফেলে এসেছ—কতদিন কত টাকা নিয়ে আমার এখানে এসেছ, কোন দিন তোমার একটী পয়সাও ছুঁইনি, আজ কেন এমন কথা ব'লছ? তুমি মনে করেদেখ টাকা হয়ত বাড়ীতে রেখে এসেছ। শেষটা অমার একটা মিথ্যা দুর্ণাম ক'রনা।

বিনয়। আমি টাকা নিয়েই এখনে এসেছি, দু'এক টাকা নয়, হাজার টাকা। এত ভুল হ'তে পারে না। আমার টাকা দেও, আমাকে আর দুঃখ দিও না।

মানদা। সে কি বিনয় বাবু! তুমি যে আমাকেই দু'ষছ। আমি দিব্যি করে বল্লুম্ তবুও বিশ্বাস কর না কেন?

বিনয়। তুই নিয়েছিস্ মানদা! আমি সব বুঝতে পেরেছি, তোর কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে, আমার সর্ব্বস্ব তোকে দিয়েছি, তোর জন্যই সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি। এখন কিছু দিতে পারি না বলে, আমাকে বাড়ীতে ঢু'কতে দিস্ না, কিন্তু আজ যে আমাকে এত আদর করেছিস্, সে কেবল আমার টাকা নিবার জন্য, আমি মুগ্ধ, তাই তোর কুহকে ভুলে গিয়েছিলুম্।

তোকে সর্ব্বস্ব দিয়েছি, আমার এই টাকাটা ফিরিয়ে দে। মানদা! আমি পথের ভিখারী হয়েছি।

(ত্রিপুরার প্রবেশ)

ত্রিপুরা। মদের ঝোঁকে ওসব কি ব'লছ বিনয়! যা মুখে আসে তাই বল না। তুমি আর এখানে মাতলাম ক'রতে পা'রবে না, এখনই এখান থেকে চলে যাও।

বিনয়। চলে যাব বই কি? আমার টাকা দেও, আমি এখনই চলে যাচ্ছি।

মানদা। কে তোমার টাকা নিয়েছে? আমি কি তোমার টাকা নিয়েছি যে, আমার কাছে চাচ্ছ?

বিনয়। মানি! মানি! আমার বড় দুঃখের টাকা। আমার সর্ব্ব নাশ করিস্‌নি, আমার বসত বাড়ী বান্ধা রেখে টাকা এনেছি। আর আমার দাঁড়াবার স্থান নাই—আমাকে অকূলে ভাসিয়ে দিস্‌নি। আমাকে পথের ফকির ক'রে দিস্‌নি।

ত্রিপুরা। হাটকুটীর বেটা! মাতলাম ক'রবার আর যায়গা পেলিনি? এখনও ব'লছি যদি ভাল চা'স, তবে এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে বেরুয়ে যা।

বিনয়। সাবধান—গা'ল দিস্‌নি। যদি আমার টাকা না দিস্, তবে এখনই তোদের খুন ক'রব। যখন আমার সর্ব্বস্ব গেল, তখন আমি ফাঁসী যেতেও স্বীকার।

(তিনজন যুবকের প্রবেশ)

যুবকত্রয়। দেখ বাবু! এখানে মাতলাম করনা। এখনই তোমার ঘাড় ধরে বের করে দিচ্ছি।

বিনয়। আপনারা আমার একটী কথা শুনুন—

যুবকত্রয়। কোন কথাই শুনব না। (বিনয়কৃষ্ণের ঘাড় ধরিয়া লইয়া প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রঘুনাথ রায়ের বহির্ব্বাটীর সম্মুখ।

(বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বাঞ্ছা। এবাড়ীর অন্ন বস্তর ত উঠে গেল—সুবিধা ছিল যে গতর খাটিয়ে বড় একটা খেতে হতনা, কিন্তু আমাদের সে সুবিধার আবশ্যকই বা কি, খেটে খাব, আমাদের শরীর পুষিয়ে দরকার? তবে এদের উপর কেমন একটা মায়া বসে গেছে, এদের আর কারো উপর নয়, বড়বাবু আর বড় মাঠাকুরাণীর উপর, যা হোক এখন আর একটা চাকরী দে'খতে হ'ল—শেষটা বড় ছবুকটে ফে'ল্‌ল দে'খছি।

(বিলাসীর প্রবেশ)

কিগো বিলাসী দিদি! তোমার খবর কি?

বিলাসী। খবর আর কি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি মতলব আ'টছ বাঞ্ছারাম?

বাঞ্ছা। মতলব আর কি আ'টব, তোমার জন্যই অপেক্ষা ক'রছি—

একসঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাব, ভা'বছি বিলাসী দিদি কখন চাল চিড়ের পুট্লী বেঁধে নিয়ে আসে।

বিলাসী। গঙ্গাস্নানে যাবার যোগটাই হ'য়েছে বটে। ট্যাকে কিছু বাঁধতে পেরেছ, না সুধু হাতে গঙ্গানাইতে যাচ্ছ ?

বাঙ্গা। আমি আর কি বাঁধব—বাঁধবার সুযোগটা তোমারই বেশী ছিল।

বিলাসী। মর্ মিন্সে, তুই কি আমাকে চোর ঠাউরেছিস্ নাকি ?

বাঙ্গা। তবে দিদি এত শীগ্গির যে বনেদী ঘরটী ফেল মা'রল, তার কারণটী কি বল দেখি ? আমার মনে হয়, এর ভিতর কিছু কথা আছে।

বিলাসী। তোর কাছে ব'লতে ভয় হয়, কারো কাছে গিয়ে বলে দিবি, আর শেষটা আমায় নিয়ে টানা হেঁচড়া ক'রবে।

বাঙ্গা। কেন, তোর কি যবাব হয়নি নাকি ?

বিলাসী। যবাব অনেক দিন হ'য়েছে, তবে বড়মার মায়ার খাতিরে শুধু পেটে খেয়ে চাক্রী ক'রছি। নিজে না খেয়েও আমাকে খাওয়ান, তার দুঃখে আমার বড় দুঃখ হয়।

বাঙ্গা। সত্য বলছি বিলাসী! আমিও সুধু বড়বাবু ও বড়মার মায়ার খাতিরে এতদিন আছি। আমার মনে অনেক দিন থেকে সন্দেহ হয়েছে, কিন্তু কিছুই বু'ঝতে পারিনা—বড় বাবুর পিতা এত টাকা রোজকার করে রেখে গেছেন, তাকি এত শীগ্গির ফুরিয়ে গেল, এত বিষয় আসয় সব গেল ?

বিলাসী। বাঙ্গারাম! যদি ব'ল্লে, তবে আমিও বলি—বড়বাবু প্রায়ই বাড়ীতে থাকেন না, যখন খেতে আসেন, এলে শু'নতে পান,

আজ চা'ল নেই রান্না হয়নি, আমনি না খেয়ে চলে যান, গিয়ে বিষয় বন্ধক রেখে বুড়ো কর্ত্তাকে টাকা এনে দেন, আর নিজেও নিয়ে খরচ করেন। বড়বাবু যে বিষয় গুলি বাঁধা দেন, বুড়ো কর্ত্তা কৌশল করে সব বিনোদ বাবুর শালার কাছে বন্ধক দেওয়ান।

বাঞ্ছা। ব'লতে কি বিলাসী! আমি শুনেছি বড় বাবুর পিতা যত টাকা উপায় করে রেখে গিয়েছিলেন, সব বুড়ো কর্ত্তার হাতে পড়েছে। বুড়ো সব গোপন করে ফেলেছেন, বড়বাবু তা গ্রাহ্য করেন না, তাঁর সরল অন্তঃকরণ—বুড়োকে অবিশ্বাস করেন না।

বিলাসী। বড়মার দুঃখের কথা ব'লতে গেলে আমার কান্না আসে বাঞ্ছারাম! বড়বাবু তার দিকে ফিরেও চান না—তিনি অনেক দিন উপোস করে থাকেন—প্রায় রোজ রাত্রেই বুড়ো ঠাকরুণ বলেন আজ চা'ল নাই রান্না হ'বেনা—বড়মা না খেয়ে ঘুমোন। তিনি ঘুমোলে, তারা ঘরের দরজা বন্দ করে, লুচি মোহনভোগ করে খায়। আমি অনেক দিন দেখেছি। সংসারের যত কাযকর্ম্ম সব বড়মা করেন, তারা কিছুই করেনা।

বাঞ্ছা। বড়বাবু আমাকে এত ভালবাসেন যে, আমার এবাড়ী ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করেনা, কিন্তু যবাব দিলে আর থাকি কি করে? বড়মাও আমাকে পেটের ছেলের মত দেখেন। আমরা গরিব—চাকর—খেটে খাই, কিন্তু বড়মার মত কেউ আমাদের মুখের দিকে চায়না।

বিলাসী। আমি বুড়ো কর্ত্তা ও বুড়ো ঠাকুরাণীর উপর রাগ সহ্য ক'রতে না পেরে, একদিন বড়মাকে বলেছিলুম্ যে, বুড়ো কর্ত্তার অপনাদের ফাকি দিবার মতলব, কিন্তু তিনি আমার কথা বিশ্বাস করেন না।

বাঞ্ছা। যাই বিলাসি! আমরা আর ওসব জেনে শুনে কি ক'রব,

আমরা চাকর, আমাদের কি হাত আছে ?

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—মানদার বাটী।

(হরলাল, বিনয় কৃষ্ণ, পাহারাওয়ালাগণ, মানদা ও ত্রিপুরা)

হর। কই বিনয় বাবু! Inquiry (ইনকয়ারী) করে কোন ফলইত হ'লনা—কিছুইত পাওয়া গেল না ?

মানদা। দেখুন দারোগা বাবু! বিনয় বাবুর নিকট আমার অনেক টাকা পাওনা। এখন ওর যেরূপ অবস্থা তা আপনারা জানেন, দু'তিন বচ্ছর আমাকে কিছুই দিতে পারে না, তবুও আমি ওর হয়ে আছি—ওকে প্রাণের অধিক ভালবাসি, কিন্তু বিনয় বাবু যে আমার প্রতি এরূপ ব্যাভার ক'রবেন তা আমি স্বপ্নেও জা'নতুম্ না। আমি এত ভালবাসি, তার প্রতিফল এই দেখুন্, আমার নামে একটী মিথ্যা এজাহার করে, আমার বাড়ীতে থানাতল্লাসী ক'রালেন।

বিনয়। মানদা! তুই ভালবেসেছিলি বলে আমার এই দুর্দ্দশা। আমাকে যেমন ভালবেসেছিলি, এমন ভাল আর কাউকে বাসিস্নি।

মানদা। তা ব'ল্‌বেইত। তোমার দিকে চেয়ে এত দিন আমি

কিছুই উপায় করিনি, এখন আমাকেঁ ছেড়ে যাচ্ছ, শেষটা একটা দোষ দিয়ে ত যাওয়া চাই—তাই এই এজাহার দিয়ে আমার অপমানের এক-শেষ করে গেলে।

হর। দেখুন বিনয় বাবু! কিছুই ত পাওয়া গেল না, এখন কি ক'রতে চান?

বিনয়। আর কি ক'রব বলুন্?

ত্রিপুরা। আপনিই বিচার করুন্, বিনয় বাবু কি এটী ভদ্রতার কার্য্য ক'রলেন?

বিনয়। তোমাদের সঙ্গে আবার ভদ্রতা কিসের? তুমিই নয় আমায় গা'ল দিয়েছিলে? তুমিই নয় লোক যোগাড় করে আমাকে বাড়ী থেকে বা'র করে দিয়েছিলে? এখন এত ভাল মানুষ হয়ে পড়লে?

ত্রিপুরা। কখন গা? ও সব কি কথা ব'লছ? ও সব কথা কইলে মনে বড় কষ্ট লাগে। তুমি এত কাল এখানে আ'স্‌ছ—এত দৌরাত্ম্য ক'রছ—কত দিন মদ খেয়ে কত মাতলাম ক'রেছ, কোন দিন কোন কথা বলিনি। তোমাকে সন্তানের মত স্নেহ করি—ও সব কথা বলে মনে আর কষ্ট দিও না।

বিনয়! তোমাদের মায়া মমতা আছে? কি আশ্চর্য্য! তোমাদের স্নেহ ভালবাসা আমি হাড়ে হাড়ে বু'ঝতে পেরেছি।

হর। বিনয় বাবু! আর ও সব বলে কিছু লাভ নাই। আমার সাধ্য মত আমি Inquiry (ইনকয়ারী) ক'রে দেখলুম্, কিন্তু কোন ফল হ'ল না। এখন চলুন্ এখান হ'তে যাওয়া যা'ক।

বিনয়। আর কি ব'লব বলুন্? এরা বাড়ী থেকে সব সরিয়ে ফেলেছে।

ত্রিপুরা। দারগা বাবু! বিনয় বাবু চির জীবনের মত আমাদের নামে একটা দুর্ণাম করে রা'খলেন, এর প্রতি বিধান না ক'রলে আমরা চিরকাল দোষী থা'কব। বাধ্য হ'য়ে আমাদের ওর নামে মোকদ্দমা ক'রতে হ'বে।

মানদা। যাকৃগে মা! ওর স্বভাবের পরিচয় ও দিল, আমাদের ও সব কিছু করে দরকার নাই। আমরা মোকদ্দমা ক'রব কি দিয়ে।

ত্রিপুরা। না, দোষী হয়ে থাকা কি ভাল কথা?

হর। সাবধান হ'য়ে কথা বলিস্, ওর নামে তোরা খেলাপ ক'রলে তাতে ওর কি হ'বে? আর সময় নষ্ট করা যায় না। যা গিয়েছে তার জন্য আর দুঃখ করে কি হবে—এখন চলুন।

বিনয়। আর কোথায় যাব হরলাল বাবু! আমার আর যাবার স্থান নাই, এখন পথের ফকির। চলুন যাই।

[মানদা ও ত্রিপুরা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ত্রিপুরা। ভাগ্যি রাত্রেই নোট আর টাকা সরিয়ে ফেলেছিলুম, নতুবা বিষম বিপদে পড়তে হ'ত। এখন ওর যেরূপ অবস্থা তাতে হাজার টাকা কি সহজে ছেড়ে দিতে পারে?

মানদা। বড় বুদ্ধির কাজ করেছিলি মা।

(উভয়ের প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—সুশীলার শয়ন কক্ষ। কাল—রাত্রি।

(সুশীলা)

সুশীলা। (শয্যোপরি উপবিষ্ট হইয়া) বাড়ী থেকে গেলেন, তাও আমাকে মুখের কথাটী পর্য্যন্ত বলে গেলেন না। কি মোহেই তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে! শু'নলুম্ বাড়ীখানি বান্ধা দিয়ে, হাজার টাকা নিয়ে কারবার ক'রতে জলপাইগুড়ী গেছেন। নিশ্চয়ই টাকাগুলি উড়িয়ে দেবেন—শেষে বসতবাড়ীখানি যাবে—দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খেতে হ'বে। আর যে কোথাও আমার আশ্রয় নাই—পরে কার কাছে দাঁড়াব? কেমন করে জা'ত-মান বাঁচাব?

(বিনয়কৃষ্ণ দ্বারদেশে আসিয়া বাহির হইতে দ্বারে আঘাত পূর্ব্বক) সুশীলা! সুশীলা! দোর খোল।

সুশীলা। (স্বগতঃ) এত আদরের ডাকত কখনও শুনিনি। আজ এ কি শু'নছি!

(বাহির হইতে পুনরায়) দোর খোল সুশীলা!

(সুশীলা কর্ত্তৃক দ্বারোৎঘাটন, বিনয়কৃষ্ণ গৃহপ্রবেশ করিয়া) সুশীলা! আমি তোমার কাছে গুরুতর অপরাধ করেছি—তোমাকে অনেক দুঃখ দি'য়েছি—এ সব গেল অতীত কালের কথা, বর্ত্তমানে তোমাকে পথের কাঙ্গালিনী ক'রেছি।

সুশীলা। কেন, কি হ'য়েছে?

বিনয়। আর কি হ'বে? আমার ন্যায় পাষণ্ড স্বামীর হাতে প'ড়লে সাধ্বী স্ত্রীর যে দুর্গতি হ'য়ে থাকে, তাই হ'য়েছে।

সুশীলা। অত কথা কেন ব'লছ? যা হ'য়ে থাকে তাই বল।

বিনয়। আর কি ব'লব, তুমি আমার উপযুক্ত স্ত্রী, এক দিনও আমি তোমার দিকে ফিরেও চাইনি। তোমাকে ত্যাগ করে, বেশ্যার কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে, আমি সর্ব্বস্ব হারিয়েছি—বসত বাড়ীখানি ছিল, শেষ তাও ঘুচিয়েছি—এখন নিরাশ্রয়। আজ আমার অনুতাপ হ'য়েছে—মোহনিদ্রা ভেঙ্গেছে—তাই এতকাল পরে তোমাকে শেষ দেখা দে'খতে এসেছি। আমি তোমাকে পথের ভিখারিণী করেছি, তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি না, আমার অপরাধের ক্ষমা নাই।

সুশীলা। আজ এত কথা কেন ব'লছ? আমিত কোন দিন তোমাকে কোন কথা বলিনি। সব গেছে—যাক্, তুমি ত আছ, তুমি উপায় কর, আবার সব হ'বে।

বিনয়। আমার কিছুই থা'কবে না সুশীলা! আমি মহাপাপী। বাড়ী Mortgage (মর্টগেজ) দিয়ে হাজার টাকা নিয়ে কাঠের কারবার ক'রতে জলপাইগুড়ী যাচ্ছিলুম্, সেই টাকা নিয়ে মানীর বাড়ীতে গিয়েছিলুম্, সে আমাকে মদ খাইয়ে, আমার হাজার টাকা নিয়েছে। আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে, এখন ভিক্ষা করে খাওয়া বই আর উপায় নাই।

সুশীলা। যখন গ্রহ মন্দ হয়, তখন এইরূপই হ'য়ে থাকে।

বিনয়। সে কথা কিছুই নয় সুশীলা! আমি নিজেই আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি। আজ সত্য ব'লছি, আমি আর কাউকে মুখ দেখাব না, আজ রাত্রেই দেশ ছেড়ে চলে যাব। আমার হাতে পড়েই তোমার এত দুর্দ্দশা হ'ল। সুশীলা! তুমি মনে করো যে, তুমি বিধবা হ'য়েছ।

সুশীলা। ওসব কি কথা ব'লছ! আমার সামনে ওসব কথা বলনা।

বিনয়। তুমি যাই বল সুশীলা! তোমার পক্ষে তাই।

সুশীলা। তুমি কাঠের কারবার ক'রতে যাচ্ছিলে, তাতে কি লাভের আশা আছে? হাজার টাকায় কি কারবার চলে?

বিনয়। শরচ্চন্দ্র নামে আমার একটী বন্ধু আছে, সে কাঠের কারবার করে খুব বড়লোক হ'য়েছে. সে আমার নামে একটী জঙ্গল খরিদ করেছে। আর টাকা সে দেবে, আমাকে হাজার টাকা নিয়ে যেতে লিখেছে। খরিদ ক'রবার পরে তাতে পাঁচ হাজার অন্য খরিদদারে লাভ দিতে চেয়েছে, রাখলে, যথেষ্ট লাভ হ'বে। সেখানে গেলে আরও খরিদ করা যাবে।

সুশীলা। সত্য বলছ ত?

বিনয়। সত্য ব'লছি সুশীলা! আর আমার প্রবঞ্চনার আবশ্যক নাই। আজ হ'তেই আমার চরিত্র দোষ সংশোধিত হয়েছে। আমার সর্ব্বস্ব গিয়েছে, তবে কেন মিথ্যা ব'লব? আর এখন স্বভাব ভাল হ'লেই কি, আর না হ'লেই কি—আজ বাদে কাল কি খাব—কোথায় দাঁড়াব—তার কিছুই সংস্থান থা'কল না—তোমাকে অকূলে ভাসিয়ে দিলুম্। এক দিনের জন্যও তোমাকে সুখী করিনি—আমার পিতা নাই, মাতা নাই, সন্তান সন্ততি কিছুই নাই—তুমি আমার একমাত্র স্ত্রী—তোমাকে খেতে প'রতে দেওয়া দূরে থা'ক্, শেষে পথের কাঙ্গালিণী করে দি'লুম্।

সুশীলা! তুমি কোন চিন্তা ক'রনা! টাকা গিয়েছে—যা'ক্। হাজার টাকা গিয়ে যদি তোমার স্বভাব ভাল হয়ে থাকে, তবে খুব মঙ্গল হ'য়েছে। আমি তোমাকে টাকা দিব।

বিনয়। তুমি টাকা কোথায় পাবে সুশীলা?

সুশীলা। তুমি টাকার জন্য ভেব না, আমি নিশ্চয় তোমাকে টাকা দিব।

বিনয়। সত্য ব'লছ স্থশীলা! আমি এই রাত্রেই চাই।

স্থশীলা। আমি এখনই দিব। (গৃহ পার্শ্বস্থিত বাক্স খুলিয়া কতকগুলি গহনা বাহির করিয়া) এই নেও। আমার পিতা আমাকে যে গহনাগুলি দিয়াছিলেন—আর পথ খরচের জন্য এই টাকাগুলি। (বিনয়কৃষ্ণের হস্তে প্রদান) গায়ে যে গহনাগুলি আছে তাও খুলে দিচ্ছি। (অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া প্রদান) নেও—আমার যা কিছু সম্বল ছিল, সব তোমাকে দিলুম্।

বিনয়। একি স্থশীলা! তুমি সত্যই গহনাগুলি আমাকে দিলে!

স্থশীলা। যদি উপায় ক'রতে পার, যদি সংসারের উন্নতি ক'রতে পার, তাই কর। যখন সব গিয়েছে, তখন আর কি দিয়ে কারবার ক'রবে? আমার স্থখ দুঃখের ভাবনা ভেবনা, তুমি উপায়ের চেষ্টা কর। গহনাগুলি হয় বান্দা দিও, না হয় বিক্রী করো, কিন্তু আমার মাথার দিব্য, আর অপব্যয় করনা। যাতে ভাল হয়—যাতে সংসারের উন্নতি হয়—তাই করো। সময় বুঝে, অবস্থা বুঝে, কাজ করো—আর তোমাকে আমি কি ব'লব।

বিনয়। স্থশীলা! আমি গহনাগুলি নিলুম্। সংসারে তোমার চেয়ে আমার স্নেহের পাত্র কেউ নাই। যদি উপায় ক'রতে পারি, তবে আগে তোমার গহনাগুলি দিয়ে, পরে আর যা হয় ক'রব। আর একটী কথা স্থশীলা! আমার চরিত্র দোষের কথা দেশময় রাষ্ট্র, বাড়ী বান্দা দিয়ে বেশ্যাকে হাজার টাকা দিয়েছি, এই কথাটী বাইরে প্রকাশ না পায়। আগে দুর্ণামের ভয় ছিল না, কিন্তু এখন হ'য়েছে।

স্থশীলা। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, যাতে দিনান্তে সকলে দুটো খেতে পাই—সংসারে বাস ক'রতে পারি—আগে তাই করুন, গহনা

পরের কথা। আমি এসব প্রকাশ ক'রব না, তোমার কোন চিন্তা নাই।

বিনয়। সুশীলা! তুমি এমন বুদ্ধিমতী—তোমার এতদূর বিবেচনা—এত উচ্চ অন্তঃকরণ—তা আমি আগে জানতুম্ না। এমনভাবে কোন দিন তোমার সঙ্গে দেখা করিনি—এমন ক'রে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলিনি—তোমার দিকে ফিরেও চাইনি। তোমার ন্যায় লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, আমি বারাঙ্গনার মোহে মুগ্ধ হ'য়েছিলুম্। তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন লাভ অনেকের ভাগ্যে ঘটেনা। আজ হ'তে তুমি আমার হৃদয়ের সকল স্থান অধিকার ক'রেছ,। দুঃখের বিষয় এই যে, এই রাত্রেই আমায় দূরদেশে চলে যেতে হচ্ছে, যদি ফিরে আসি, তবে আবার দেখা হ'বে, নতুবা এই শেষ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রঘুনাথ রায়ের বাটীর এক কক্ষ। কাল—অপরাহ্ন।

(রঘুনাথ)

রঘু। বাকি ছিল বাড়ীখানি হাতে আনা, তাও বিনয়কে দিয়ে নবকুমারের কাছে Mortgage (মর্টগেজ) দেওয়া হ'য়েছে। আর সববিষয় গুলিত আগেই বন্দক দেয়ান হ'য়েছে। কিছুদিন যা'ক, তার পরে নবকুমারের দ্বারা নালিস করিয়ে, যাতে বাড়ীখানি ও বিষয়গুলি হাতে আসে তাই ক'রতে হ'বে। নগদ টাকা কিছু রেখে যাওয়া হ'বেনা। হাতে যা টাকা আছে, তা বিনয়কে বঞ্চনা করা টাকা। এই টাকা দিয়ে বিনোদকে একটী বিষয় খরিদ করে দিয়ে যেতে হ'বে, কিন্তু এখন করা হ'বে না, তা হ'লে বিনয় তার ভাগ চাইতে পারে, আগে তাকে পৃথক্ করে দিয়ে, তার পর, নতুবা তাকে অংশ দিতে হ'বে। বাড়ী Mortgage (মর্টগেজ) দিয়ে যে হাজার টাকা নিয়েছে, তাত এক মাসেই উড়িয়ে দিয়েছে।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। দে'খ, তুমি যে কি বুঝে কি কর, কিছুই বুঝতে পারিনা। ব'লতে গেলে বল সব বিনোদের হ'বে, আমি তার যোগাড় ক'রছি! যা ক'রতে হয় শীগ্‌ঘির কর।

রঘু। আর ক'রতে কি কি বাকি আছে? বিনয়ের সমস্ত সম্পত্তি নবকুমারের কাছে বন্ধক, সেত হাতেই এসেছে; এখন নবকুমারের দ্বারা নালিস করিয়ে, হাতে নিলেই হ'ল। তোমাকে যা বলেছি তুমি তাই করো, এদিকে যা ক'রতে হ'য়, তা আমিই ক'রব'—এখন ওদের পৃথক করে দিয়ে, তবে নবকুমারের কাছথেকে বিষয় হাতে আন্‌তে হ'বে।

বিমলা। আমি কি সে চেষ্টা কম করি? বউটাকে এক সন্ধ্যের বেশী খেতে দিইনা, তাও সব দিন নয়। তাকে দিয়ে ধান ভানাই, কাট চেলা করাই, কিন্তু ধন্যি তার সহ্যগুন! আমি রাত্তির দিন গা'ল দিই, তবুও আমার উপর রাগ করে না।

রঘু। যতটা সম্ভব হ'য় তাই করো, অসম্ভব কিছুই করোনা।

বিমলা। তুমিত সেই ভাবনায় বাঁচনা। আমরাই বা তাকে খেতে প'রতে দিব কেন? বিনয় ত টাকা পয়সা উড়োয় ছাড়া উপায় করেনা—তার স্বামীই যখন তাকে দেখে না, তখন আমরা কেন তাকে খেতে প'রতে দিব? এর একটা সম্ভব অসম্ভব কি?

রঘু। আমরা চিরকাল তার বাপের রোজকার খেয়ে মানুষ হ'য়েছি—সে যা উড়োয়, তাও আমাদের নয়, বিষয় সম্পত্তি সব তার পিতার উপার্জ্জিত। তাদের আমরা খেতে প'রতে দিই কি করে? আমারই তাদের তা খাই।

বিমলা। অত বিবেচনা ক'রতে গেলে সংসার চলেনা। আপনার ভাল ছাড়া পরের ভাল কয় জন দে'খতে গিয়ে থাকে? আজকাল যার যার, তার তার না হ'লে, কে কাকে দেখতে গিয়ে থাকে? তুমি যেমন লোকনিন্দায় ভয় কর, অমন কেউ করেনা।

রঘু। যদি কৌশলে কার্য্যোদ্ধার হয়, তবে দুর্নাম নিতেই বা যাব কেন? আর আমাদের অভিপ্রায় যদি বু'ঝতে পারে, তাতে ক্ষতির কারণ আছে। তাই বলি সাবধান হ'য়ে কাজ করো।

বিমলা। সে কথা ব'লতে হবেনা, শীগ্‌গির যাতে কায উদ্ধার হয় তাই কর, আমাকে তোমায় কিছু শিখাতে হবেনা, তোমার কায তুমি কর।

রঘু। আর ব'লতে হ'বেনা তুমি এখন তোমার কাযে যাও।

বিমলা। ঐত তোমার দোষ, ঐ জন্যই তোমাকে কোন কথা ব'লতে আসিনা।

রঘু। তোমার ব'লতে হ'বেনা, তুমি যাও।

বিমলা। কাযেই, দুটো কথা ব'লতে গেলেই তোমার মেজাজ যখন গরম হয়, তখন আর বলে কি হ'বে?

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—জলপাইগুড়ী শরচ্চন্দ্রের বাটী।

(শরচ্চন্দ্র ও বিনয়কৃষ্ণ)

শরচ্চন্দ্র। তোমার এমন দুরবস্থা হ'য়েছিল, তা আমাকে আগে কেন জানাওনি ভাই।

বিনয়। আমি আমাতে ছিলাম না। আমি নিজেই আমার সর্ব্বনাশ করেছি—আমার সোনার সংসার ছারখারে দিয়েছি—পিতা যত টাকা রেখে গিয়েছিলেন সব উড়িয়েছি—বিষয় সম্পত্তি সব গেছে—শেষে বসত বাড়ীখানি পর্য্যন্ত বান্ধা দিয়েছি। বেশ্যাসক্ত হ'য়েই আমি অধঃপাতে গিয়েছি। স্ত্রীর গহনাগুলি বিক্রয় করে হাজার টাকা নিয়ে এসেছি।

শরচ্চন্দ্র। এখন যে দশ হাজার টাকার কাঠের অর্ডার পেয়েছ, এই কাঠগুলি দিলে, তিন চা'র হাজার টাকা লাভে দাঁড়াবে, সেই টাকা দিয়ে আগে বাড়ী খানি মুক্ত করো, আর যা হয়, শেষে দেখো। আমি তোমাকে যে টাকা দিয়েছি, তা এখন আমি চাই না, কিছু দিন সেই টাকাগুলি খাটিয়ে, যদি পার, তবে বিষয়গুলি উদ্ধার করো, আর হাতে কিছু টাকা করে নেও।

বিনয়। ভাই! তুমি আমার যত উপকার করলে, এত কেউ কাউকে করে না। তুমি আমাকে সংসারে স্থিতি করেছ।

শরচ্চন্দ্র। আমি কি ক'রলুম ভাই! যা করবার তা জগদীশ্বর

করেন। তুমি আমার বন্ধু, ক্ষমতা থা'কতে অসময়ে যদি তোমার উপকার না করি, তবে মনুষ্য দেহ ধারণের স্বার্থকতা কি ? আমার কারবার যা বিস্তার করেছি, তা আমি সামলে উঠতে পারি না। আমি সুযোগ দে'খছি তোমাকে আরও কাঠের জঙ্গল খরিদ করে দিব: Foresterর (ফরেষ্টরের) সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিয়েছি, মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে দেখা করো। তোমাকে তিনি খুব ভাল বাসেন—সুবিধা হ'লে তোমাকে কাঠ দিবেন, আমাকে বলেছেন। তিনি খুব মহৎ লোক।

বিনয়। সব তোমার অনুগ্রহ ভাই ! তোমার জন্যই আমায় সকল সুযোগ হ'য়েছে।

শরচ্চন্দ্র। ও সব কোন কথা নয় ভাই ! আমার আরও একটী উদ্দেশ্য আছে—একটী বাসা করে, এখন তোমার স্ত্রীকে এখানে নিয়ে এস। যখন কারবারে উন্নতি হ'য়েছে, তখন তোমার একটী বাসা না ক'রলে চ'লবে না।

বিনয়। আমার তাই ইচ্ছা। এ দিকে একটু গুছিয়ে নিয়ে কাকাকে সে বিষয় লিখ্‌ব—ছেলে বেলায় পিতা-মাতা মরে গেছেন, তিনিই আমাকে মানুষ করেছেন, তাঁর মত না নিয়ে আমার কোন কায করা উচিত নয়।

শরচ্চন্দ্র। এতে তাঁর অমত হ'বে কেন ? এত তাঁর পক্ষে সুখের কথা।

বিনয়। আমার উপর কাকার যত স্নেহ, তত বিনোদের উপরেও নয়। আমি এত অন্যায় অত্যাচার ক'রেছি, তাতে কোন দিন আমাকে তিরস্কার পর্য্যন্ত করেননি।

শরচ্চন্দ্র। তা হ'তে পারে। তোমাকে আর একটী বিষয় সাবধান করে দিচ্ছি—এখন তোমার হাতে টাকা আ'সছে, আর কখনও কুপথে যেও'না।

বিনয়। সে বিষয় আমার যথেষ্ঠ শিক্ষা হ'য়েছে। আর তোমার ব'লতে হ'বে না।

শরচ্চন্দ্র। এখন চল, আমরা জঙ্গল থেকে বেড়িয়ে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

স্থান—রঘুনাথ রায়ের চণ্ডীমণ্ডপ। কাল—প্রাহ্ন।

(বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বাঞ্ছা। মনঃ! এখনও ব'লছি ভাল করে বুঝে দেখ্, তীর্থে যাবি কি রঘুনাথের ভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপে শুয়ে কুস্বপ্ন দে'খবি। আজ তোর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া না করে ছা'ড়ছিনি। লোককে আর কত ফাঁকি দিবি? খানসামাগিরি চাকরী কল্লি, যদি বাঞ্ছা বলে মুনিব ডাকল, আর অমনি চোরা কুঠারির ভিতর শুয়ে চোক বুজে নাক ডা'কাতে লা'গলি।

রসুয়ে বামুন বেটা লুচি ভেজে রেখে এদিকে ওদিকে গেল, আর অমনি কাল বেরালটার ঘাড়ে দোষ চাপালি। এখন এ সব ছেড়ে ধর্ম্মে মন দিবি কিনা বল! তুই যে আমার বাগে চ'লবি তোর কোষ্ঠীতে তা লেখে না, তোর বাগেই আমায় চ'লতে হ'বে। তোর সঙ্গেত আমার বনিবনায় হ'লই না, তবে আজ একটা পরিস্কার যবাব দে যে, তীর্থে যাবি কি, কুস্বপ্ন দে'খবি ?

(বিলাসীর প্রবেশ)

বিলাসী। বাঞ্ছারাম! আমি তোমাকে খুঁজচি।

বাঞ্ছা। চুপকর, আমি একটা নিকেস নিচ্ছি দিদি!

বিলাসী। তোর গোষ্ঠীর শ্রাদ্ধ ক'রছিস্। কত ঠং ক'রতেই শিখেছিস্। ফের আমাকে দিদি ব'লবিত দে'খতে পাবি। বুড়া মিনষে আমায় বলে দিদি।

বাঞ্ছা। শ্রীবিষ্ণু—ভুলে গিয়েছিলুম, ছোট্‌ঠাকুরঝি।

বিলাসী। ফের ঠাট্টা ক'রছিস্?

বাঞ্ছা। না দিদি। কি ব'লতে হ'বে তাই বল্।

বিলাসী। তোর কিছু ব'লতে হ'বেনা। তোর সঙ্গে দুটো কথা ব'লতে এলেই তুই বাজে কথা পাড়িস্।

বাঞ্ছা। বল্‌ত দিদি! তোর কাযের কথাগুলি। চাকরী ছেড়েছিস্ এখন চালাস্ কিকরে বল দেখি ?

বিলাসী। এরবাড়ীর তত্ত্ব নিয়ে তার বাড়ীতে যাই, তাতে টাকাটা সিকেটা মিলে, তাতেই চলে।

বাঞ্ছা। আগে যদি আমাকে সংবাদ দিয়ে রাখিস্ তা হ'লে আরও ভাল হয়। রা তাথেকে আমি কিছু ভার কমিয়ে দিতে পারি, আর তুইও গিয়ে ব'লতে পারিস্, পোড়ার মুখো চিলটা নারকেল গাছের মাথার উপর থেকে সো—করে এসে, ক্ষীর পুলীগুলো নিয়ে গেছে।

বিলাসী। আর তোকে তার সাক্ষী দিতে নিতে হয়না?

বাঞ্ছা। তা মিথ্যে কথাগুলো অমার বেস যোড়া গাঁথা আছে, তার জোরেই দুটো খেতে পাই।

বিলাসী। আমার বড় কষ্টে যুঁঠছে।

বাঞ্ছা। তুইত এদের বাস্তুভিটের ঘুঘু চরতে না দেখে এখান থেকে যাবিমি—আমি শীগ্‌ঘির গাড়ীদিচ্ছি।

বিলাসী। ঘুঘু চ'রবার বড় বাকি ছিলনা—তবে একটা সুখবর শুনেছিস্!

বাঞ্ছা। না, কি বল দেখি?

বিলাসী। জলপাইগুড়ীতে কাঠের কারবারে বড়বাবুর খুব সুবিধা হ'য়েছে—বুড়ো কর্ত্তার কাছে অনেক টাকা পাঠিয়েছেন।

বাঞ্ছা। না দিদি! তোর কথা শুনে আমি সুখী হ'তে পা'রলুমনা

বিলাসী। তুই বড় নেমক হারাম, এতকাল এদের চাকরী ক'রলি, এদের খেয়ে মানুষ হ'লি, আজ এদের উন্নতির কথা শুনে তোর সুখ হ'ল না?

বাঞ্ছা। শুনে নে দিদি! আগেই চটিসনি। বুড়ো কর্ত্তার কাছে বড়বাবু যে টাকা পাঠিয়েছেন, সেই জন্যই আমি দুঃখিত হ'য়েছি। বড়-মাকে এখন ওরা কেমন দেখে বল দেখি!

বিলাসী। তিনি সকলেরই দুচকের বিষ, আগের চেয়ে এখন বেশী

যন্ত্রনা দেয়। আমি বড়মার জন্যই এ বাড়ীতে থাকি।

বাঞ্ছা। তুই তাঁর সুখকরে নাদিয়ে ছাড়ছিস্ না। সুখকি তোর হাতধরা যে ডাকলেই চলে আসবে, না তোর ছেড়া আঁচলের কোনে বাঁদা আছে, খুলে দিলেই হ'ল ?

বিলাসী। দেখ্ পোড়ারমুখো—তোর সকল কথাতেই তামাসা, সময় অসময় জ্ঞান নেই।

বাঞ্ছা। রাগ করিস্নি দিদি! তোরা হ'লি মেয়ে মানুষ জাত, কথা বে'চতে জানিস্, কিনতে জানিস্ নি। এখন থেকে কি'নতে শেখ পরিনামে কাযে আ'সবে। তোকে যদি মনের কথা খুলে বলি, এখনই গিয়ে ঢোল দিবি।

বিলাসী। তুই কি আমাকে তেম্নি পেট পাতলা ঠাউরেছিস্ ?

বাঞ্ছা। তুই গঙ্গাজল তামা-তুলসী হাতে করে ব'ললেও আমি বিশ্বাস করিনা। ওটা কি তোর দোষ, তোর জেতের দোষ—কি করে শোধরাবি ?

বিলাসী। না, তোর সঙ্গে আর পেরে উ'ঠলুম্ না।

(বিনোদ লালের প্রবেশ)

বিনোদ। দেখ্ বিলাসী! দেখ্ বাঞ্ছা! তোদের অনেক দিন জবাব দিয়েছি, এখনও এখানে রয়েছিস্ কেন ?

বিলাসী। আপনাদের ত খাই পরি না, আপনাদের আশ্রয়ে আছি, থা'কতে না দেন, চলে যাব।

বিনোদ। এখনই চলে যা।

বিলাসী। এত রাগ কেন ছোটবাবু ? আমি ত আপনাদের কোন ক্ষতি করিনি।

বাঞ্ছা। কত চড়ুই পায়রা এসে আপনাদের চণ্ডীমণ্ডপে বাসা করে আছে, আমিও সেই হিসেবে পড়ে ছিলুম্—যেতে ব'লছেন, বেঁচে গেলুম ময়লা ফেলার হাত—আর তাদের শত্রু হ'য়ে থাকি কেন?

বিনোদ। তোরা এখনই এখান হ'তে চলে যা, আর মুহূর্ত্তও এখানে থা'কতে পা'রবি না।

বিলাসী। আচ্ছা যাব।

বিনোদ। বার বারই যে ঐ কথা ব'লছিস্! এখনই বের হ।

বিলাসী। এই চল্লুম্। (প্রস্থান)

বিনোদ। তুই যে যাস্‌নি বাঞ্ছা?

বাঞ্ছা। কাযেই।

(বাঞ্ছারামের প্রস্থান, পরে বিনোদ লালের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:•:

স্থান—জলপাইগুড়ী বিনয়কৃষ্ণের বাসা বাটীর বারেন্দা। কাল—প্রাহ্ন।

(রঘুনাথ ও বিনয়কৃষ্ণ)

রঘু। দেখ বিনয়! ছেলে বেলায় তোমার বাপ মা মরে গেছেন, আমিই তোমাকে মানুষ করেছি, তাই তোমার উপর আমার বড় স্নেহ। বিনোদের চেয়েও তোমাকে অধিক ভালবাসি। কোন দিন কোন কষ্ট পাওনি, বিদেশেও পূর্ব্বে কখনও বের হওনি—এখন পেটের দায়ে এখানে এসে ব্যবসা ক'রতে হ'চ্ছে, কিন্তু আমার মনে তাতে যে কষ্ট হয় তা আমিই জানি।

বিনয়। কি করে কারবার ছেড়ে চলে যাই? আমরাত সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছিলুম্, এই কারবার করে আবার অবস্থা ফিরিয়েছি। এমন লাভের ব্যবসা ফেলে এখন কি করে বাড়ী গিয়ে বসে থাকি? দুঃখের কথা কি ব'লব, যে শরচ্চন্দ্র আমাকে এই কারবার ক'রে দিয়েছিল, সেই শরচ্চন্দ্র আজ একমাস হ'ল মারা গিয়েছে, তাতে আমার কারবার বিশৃঙ্খল হ'য়ে পড়েছে—আমার অকৃত্রিম বন্ধুর মৃত্যুতে আমার প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে।

রঘু। আমি তোমাকে কারবার ছেড়ে যেতে ব'লছি কি? আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে, দু'এক বচ্ছর বাড়ীতে থেকে এসো। তোমার কাকীমাও বিনোদের চেয়ে তোমাকে অধিক ভালবাসে, আজ কয় বচ্ছর তোমাকে না দেখে, আমার সঙ্গে বকাবকি করে, আমাকে এখানে

পাঠিয়েছে। আর আমারও ইচ্ছা তুমি বাড়ী থেকে সংসারের কায দেখ, বিনোদ এখানে এসে ব্যবসা করুক্।

বিনয়। ব্যবসা করা বড় কঠিন কথা, বিনোদ এ সব পেরে উঠবে না।

রঘু। বিনোদ না পারে, আমি চালাব—এত বেশী কঠিন কিছু নয়।

বিনয়। বাড়ীতে ত বেশী কিছু কায নেই, তবে বাড়ী গিয়ে বসে থাকার দরকার কি কাকা?

রঘু। যা হ'ক বাপু, তোমায় কিছু দিন বাড়ীতে গিয়ে বাস ক'রতে হ'বে—বড় বউমাকে এখানে আ'নতে চেয়েছিলে আনা হ'লনা। বড় বউমাটী আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তার মুখের দিকে চাইলে বুক ফেটে যায়—আমাদের সংসারে এসে চিরকালটা দুঃখে কাটালেন।

বিনয়। আমার ইচ্ছা ছিল, তাকে বাসায় নিয়ে আসি।

রঘু। কেন আনা হয়নি তা জান? তোমার কাকীমা তাকে চোকের আড়াল হ'তে দেয় না, সে বলেছে তুমি গিয়ে কারবার কর, আমার বিনয়কে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওগে, আমি বড় বউমাকে বাড়ী থেকে যেতে দিব না।

বিনয়। যদি তিনি তাকে আ'নতে না দেন, তবে তিনি যতদিন থাকেন, ততদিন আমি তার মনে কষ্ট দিয়ে, তাকে আ'নতে চাই না, কিন্তু আমি এখন বাড়ী যাই কি করে? এদিকে অনেকগুলি Order (অর্ডার) হাতে আছে।

রঘু। যা হক বাবা! কিছু দিন থেকে আমাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে,

বাড়ী যাও, নইলে আমি বাড়ী গিয়ে তিষ্টতে পা'রব না—তাই বুঝে যা হয় কর।

বিনয়। কি ক'রব কাকা! কাকীমা যখন বাড়ী যেতে বলেছেন, তখন আমার সহস্র ক্ষতি হ'লেও বাড়ী যেতে হ'বে আমি ছেলে বেলা থেকে কখনও মা বাপের ধার ধারিনি, আপনাদের কোলেই মানুষ হ'য়েছি, আপনাদের কথা আমি লঙ্ঘন ক'রতে পা'রব না। আপনি কিছু দিন এখানকার কায চালাবেন, আমি আপনাকে সব বুঝিয়ে দিয়ে, কিছু দিনের জন্য একবার বাড়ী থেকে আ'সব।

রঘু। তুমি আমাকে পাঁচ সাত দিন বুঝিয়ে দিলে আমি সব বু'ঝতে পা'রব—আজ কয়দিন দে'খছি তাতে অনেকটা বু'ঝতে পেরেছি। এখন চল আমরা স্নান করি গিয়ে।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রঘুনাথ রায়ের অন্তঃপুরস্থ গৃহ প্রাঙ্গন।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। এত কেমন করে সহ্য করে গা! বেটীরসঙ্গে আমি কিছু-তেই পেরে উঠলুম্ না। এত কষ্ট দিই, এত যন্ত্রণা দিই, তবুও মুখে রাটী করে না। না খেয়েও ত থা'কতে পারে! আমরা এখন আমা-দের এক সন্ধ্যের মত চা'ল আনি, ওর চা'ল আনি না; বেটী সচ্ছন্দে রেন্দে-বেড়ে আমাদের খাইয়ে, নিজে না খেয়ে থাকে। একখানি মাত্র কাপড় প'রতে দিয়ে বিধবার মত করে রেখেছি, বেটী তাতেই সন্তোষ। ওর কাছে কোন কৌশল খা'টল না দে'খছি। এখন স্পষ্ট কথা ব'লতে হ'ল। আর পৃথক না করে দিলে চ'লছে না। আজ সোজা কথা ব'লব, না শোনে তার পরের ব্যবস্থা যা—তাই ক'রব। আমি সহজে ছা'ড়বার লোক নই। কর্ত্তা জলপাইগুড়ী গেছেন বিনয়ের টাকাগুলি হাত ক'রতে—আমার উপর যে কাযের ভার আছে, আমি তার কিছুই ক'রতে পা'রলুম না। দেখি আজ যা হয় একটা না করে ছা'ড়ছিনি।

[প্রস্থান।

(চাউলের ধুচুনী হস্তে সুশীলার প্রবেশ।

সুশীলা। আজ, দু দিন উপোস করে রয়েছি। আর ক্ষীদের জ্বালা সহ্য ক'রতে পারি না। যে কয়টী চাল এসেছে, রান্ধি গিয়ে। সকলকে খাইয়ে দাইয়ে যদি ভাত থাকে, তবে পেটে এক মুঠো দিব, না দিলে আর

প্রাণ বাঁচবে না। আজ কয় দিন ধরে চারটী করে চাল আসে, তাতে যে ভাত হয়, সকলকে খাইয়ে দাইয়ে আর কিছুই থাকে না। না খেয়ে আর কয় দিন থাকা যায়

(বিমলার পুনঃ প্রবেশ)

বিমলা। ওকি বড় বউমা ?

সুশীলা। রা'ন্ধতে যাচ্ছি মা !

বিমলা। আজ আর রান্না হ'বে না। চাল এনে থাকত রেখে আসগে। চারটী মাত্র চাল ঘরে আছে, গেরস্ত ঘরে পাত্র শূন্য রা'খতে নেই, কাল কি দিয়ে চ'লবে, তার কোন সংস্থান নেই।

সুশীলা। আজ সকলে কি খাবো ?

বিমলা। উপোস করে থাক।

সুশীলা। এমন করে না খেয়ে থা'কলে আর কয় দিন বাঁচব মা ! আমি যে আর যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে পারি না।

বিমলা। আমার কাছে কেন বল—আমি তার কি ক'রব ? অভাবের সংসারে পাঁচ জন নিয়ে বাস ক'রতে গেলে, এমন দু'এক সন্ধ্যে না খেয়ে থা'কতে হয়। তুমি আমাদের সঙ্গে না থা'কতে চাও, পৃথক হয়ে খাও গিয়ে।

সুশীলা। আমি পাঁচ জন নিয়ে বাস ক'রতে পারি না, সে কথাত আপনার কাছে ব'লছি না। দুঃখ কষ্টের কথা আপনার কাছে না বলে আর কার কাছে ব'লব, সংসারে আমার কে আছে ? আপনি যদি আমাদের মুখের দিকে না চান, তবে আর কে চাইবে ? এক কাপড় পরে থাকি, ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়েনি, তাত আপনাকে বলি না, এ জ্বালার কথা না বলে আরত থা'কতে পারি না !

বিমলা। তোমাদের মুখের দিকে চাই ব'লেইত এত দিন সুখ করে নিলে। আমি যেমন তোমাদের মুখের দিকে চাই, এমন কেউ চায় না। আমার আপন পর জ্ঞান নেই, কিন্তু তোমার দে'খছি সে জ্ঞান বিলক্ষণ আছে—তুমি মনে ভাব আমিই তোমাকে দুঃখ কষ্ট দিই।

সুশীলা। কেন অমন কথা ব'লছেন? আমি আর কোন দিন আমার নিজের দুঃখের কথা আপনাকে জানাইনি. আমি জানি, আমার অদৃষ্ট মন্দ, তাই দুঃখ কষ্ট পাই।

বিমলা। তোমার কিসে অদৃষ্ট মন্দ হ'ল? অদৃষ্ট আমাদের মন্দ। আমরা শুধু তোমাদের জন্য দুঃখ কষ্ট নাই। আমাদের যেমন সংসার, এমন সংসার কার ছিল? এত সম্পত্তি কার ছিল? তোমার স্বামীই সংসারটী ছারক্ষারে দিয়েছে, নতুবা আমাদের এমন দুর্দ্দশা হ'বে কেন? আমি তোমাদের দিকে চাই, কিন্তু তোমাদের আপন পর জ্ঞান যথেষ্ট দে'খতে পাই।

সুশীলা। ও সব কি ব'লছেন মা! আমাদের তোমাদের কি কথা?

বিমলা। আমি কি বলি? তোমরা বলাও তাই বলি। শোন ঠাকরুণ্! আমাদের সঙ্গে থেকে যদি তোমার না পোষায়, তোমার পেট না ভরে, তবে আজই পৃথক হয়ে যাও।

(বিনোদলালের প্রবেশ)

বিনোদ। কি হ'য়েছে মা?

বিমলা। কেন আর জিজ্ঞাসা করিস্! ঐ বেহায়ার জাত আমাকে ব'লছে যে, আমাদের সঙ্গে থেকে ওর পোষায় না, আমরা ওকে পেট ভরে খেতে দিই না। ওদের জন্য আমরা পথের ভিখারী হলুম, সে কথা একেবার বলেনা। এত দিন আদরে রেখেছি, এখন তার প্রতিফল দিচ্ছে।

বিনোদ। বেস্। আমাদের সঙ্গে না পোষায়, পৃথক্ হ'য়ে যাও, যেখানে পোষায় সেইখানে যাও। তার আবার কথা কি?

বিমলা। আবার—আর আমরা খেতে প'রতে দিব? আজ থেকেই সে পথ বন্ধ হ'ল।

বিনোদ। কাযেই, এমন কথা ব'ললে কি করে এক সঙ্গে থাকা চলে?

সুশীলা। শোন ঠাকুর পো! আমি কোন দোষ করিনি, উনি বিনা দোষে আমাকে গা'ল দিচ্ছেন।

বিমলা। আমি বিনা অপরাধে গা'ল দিচ্ছি? মিথ্যা কথা ব'লতে একটুও আটকায় না? আমাদের রান্না ঘরে আর ঢুকনা, আমরা তোমাকে খেতে পরতে দিবনা, যেখানে খেতে পাও, সেইখানে চলে যাও। যদি আমাদের ঘরে ঢোক, তবে মুদো খাঙরা মেরে তাড়িয়ে দিব। (চাউলের ধুচুনী কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান, পরে বিনোদের প্রস্থান)

সুশীলা। উঃ—যাতনার উপর যাতনা আর সহ্য ক'রতে পারিনা। কে আমার এ যন্ত্রনা দূর ক'রবে? আর এমন আপন জন কেউ নাই যে আমার মুখের দিকে চায়—তার কাছে প্রাণের ব্যাথা জানাই—এত তিরস্কার, এত অপমান, আর সহ্য করা যায় না—ক্ষাদের জ্বালা আর সইতে পারিনা। ভগবান নিতান্তই আমার উপর বিরূপ, নতুবা এমন দুঃখে ফে'লবেন কেন? আজ যদি নিজের শ্বশুর শ্বাশুড়ী থা'কতেন, তাহলে আমার এত জ্বালা যন্ত্রনা পেতে হ'তনা। আমার এখন মরণ হওয়াই ভাল—কিন্তু মরণওত হয় না। তিনি জলুম্ জলপাইগুড়ী থেকে টাকা পাঠিয়েছেন, এরা বলে সে টাকা ঋন শোধ দিতে ফুরিয়ে গেছে। আমি তাঁকে কোন চিঠি দিলে তার কোন

উত্তর পাই না। বোধ হয় এরা সব গোপন করে। এখন কি করে আমার অবস্থা তাঁর কাছে জানাই? বিলাসী ছিল, সে থা'কলে তার হাত দিয়ে চিঠি তাকে পাঠাতে পা'রতুম। এ বিপদ হ'তে উদ্ধার হবার কোন উপায় দে'খছি না। আমার কাছে টাকা পয়সা নাই, নিজের গহনাগুলিও তাকে দিয়েছি। টাকা থা'কলেই বা কি হ'বে, আমি ত ঘরের বা'র হ'তে পা'রব না, তবে কি করে আমার দুঃখ যাবে? শরীর জ্বলে যাচ্ছে, এখন কি উপায় করি? (চক্ষে অঞ্চল দিয়া প্রস্থান)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—জলপাইগুড়ী বন প্রান্তস্থ কুলীদিগের কুটীর সম্মুখ।

কাল—অপরাহ্ন।

(কুলী রমণীগণের প্রবেশ)

(গীত)

আমাদের মিন্‌ষেরা সব সেরা কুলী।
কেউ কাঠ কাটে কেউ পাথর ভাঙ্গে কেউ বা বয় ডুলী।
কোম্পানীর পেয়ে মুজুরী, মিন্‌ষেরা রেলের কাযে করে দিন গুজুরী,
দু পয়সা খাসা আনে, মাজিয়ে সরাপ টানে,
করে না দাঙ্গা ফ্যাসাৎ ভা'ঙ্গতে মাথার খুলী।
আমরা খোড়া পিয়ে মজা উড়াই, আবার একটু খানি
খেটে আনি নয়কো আন আধুলি,
নাইকো মোদের কড়া কথা, মুখে মিঠা বুলি।

(সকলের প্রস্থান)

(রঘুনাথ রায় ও কুলী সর্দ্দারের প্রবেশ)

কুলী সঃ। দেখ্ বুড়া! তুই এদিকে কি মতলব করি আসিছিস্?

রঘু। আমি জঙ্গলে গিয়েছিলুম, এদিক দিয়ে ফিরে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে গোটা কয়েক দরকারী কথা আছে।

কুলী সঃ। বোল্ বোল্ কি বোল্‌বেক্।

রঘু। বেশী কিছু নয়, জঙ্গলে যত কাঠ আছে সব আমাকে এক মাসের মধ্যে কেটে দিতে হ'বে। আমি অনেক Order (অর্ডার) পেয়েছি, শীঘ্র তাদের কাঠ দিতে হ'বে।

কুলী সঃ। সে হ'বেক কেমনে? অত কাঠ একমাসে কা'টবেক্ কি করে? এত কাঠ, কচু হ'লেও বি না পারবেক্। তুই বুড়া এ সব বু'ঝবেক্ না। বাবু থা'ক্‌তোক্ তো বু'ঝতোক্। বাবু কবে আ'সবেক্?

রঘু। দেখ সর্দ্দার! আর কত লোক হ'লে, তোমরা এক মাসের মধ্যে কেটে দিতে পার?

কুলি সঃ। তুই টাকা দিতে পা'রবেক্ ত আমি আরও দুশ কুলী লাগাবেক্। । তা হ'লে পাঁচ মাসে দিতে পা'রবেক!

রঘু। টাকা কেন দিতে পা'রবনা, তুমি যা ব'লবে তাই ক'রব!

কুলী সঃ। তা হ'লে তুই টাকার যোগাড় করগেক্।

রঘু। (স্বগতঃ) বিনয় না আ'সতেই জঙ্গলের কাঠ সব বেচে সাবাড় করা দরকার। কি জানি যদি হঠাৎ এসে পড়ে। (প্রকাশ্যে) দেখ সর্দ্দার পাঁচ মাসের কমে পারনা?

কুলী সঃ। সে না হ'বেক।

রঘু। দেখো যত শীঘ্র পার চেষ্টা করো, তুমি যত কুলীপাও—লাগাও। আমি টাকা দিতে কুণ্ঠিত হ'বনা—তোমাকেও সন্তুষ্ট ক'রব।

লী সঃ। পাঁচ মাসের কমে নাঁ হ'বেক, তুই এখন যা।

(উভয়ের প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রঘুনাথের বাটী। কাল—রাত্রি।

(বিনোদলালের প্রবেশ)

বিনোদ। দাদাকে আরও দু'এক বচ্ছর হাতে রাখা দরকার। এ দিককার বিষয় গুলি এক রকম হাতে এসেছে, এখন জলপাইগুড়ীর কারবারটী হাতে না আ'নতে পা'রলে হ'চ্ছেনা। এবার বাড়ী এসে দাদা আর মানীর বাড়ীতে যান না। এখন বউদিদিকে খুব ভালবাসেন দে'খছি। যাতে বউদিদির উপর তার বিদ্বেষ হয়—বউদিদির মুখ না দেখেন—আমিও তার চেষ্টা ক'রছি। দাদার নিকট বউদিদির চরিত্র কলঙ্কিত বলে প্রতিপন্ন করাবার জন্য, একখানি মিথ্যা চিঠি, দাদার সামনে জানালা দিয়ে, বউ দিদির বিছানার উপর ফেলে এসেছি, দেখি তার কি ফল হয়।

(বিমলার প্রবেশ)

মা! দাদাকে আমাদের আরও দু'এক বচ্ছর হাতে রাখা দরকার, আর বউদিদিকেও এখন আবার মুখে খুব যত্ন করো, নতুবা কার্য্যোদ্ধার হ'বেনা। বউদিদি নিশ্চয়ই আমাদের ব্যাভারের কথা দাদার কাছে বলেছে, যাতে তার কথা বিশ্বাস না করেন, আমি তার উপায় ক'রেছি।

বিমলা। তাকি আমাকে তোর বলে দিতে হ'বে বিনোদ! তুই ঠিক থাকিস্।

বিনোদ। আমার জন্য ভয় ক'রনা মা! আমি অনেক যোগাড় যন্ত্র করেছি, যা ক'রতে হ'বে, তাই তোমাকে ব'ল্লুম্।

(বিনয় কৃষ্ণের প্রবেশ)

বিনয়। বিনোদ! বড়বউয়ের চরিত্রের বিষয় কিছু জান?

বিনোদ। কেন দাদা?

বিনয়! কি ব'লব বিনোদ। আমার সামনে বড় বউয়ের বিছানার উপর জানালা দিয়ে, কে একখানি চিঠি ফেলে পালিয়ে গেছে। আমি তখন ঘরে ছিলুম যে চিঠি ফেলেছে, সে তা জা'নত না। বড়বউও তখন ঘরে ছিলনা। এই দেখ সে চিঠি—চিঠিতে লেখা আছে, "সুশীলা! তোমার স্বামী বাড়ী এসেছে, তাই তোমার সঙ্গে দেখা হয়না—একবার দেখা ক'রতে ইচ্ছা করি, যদি দেখা ক'রতে পার, চিঠির উত্তর লিখে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রেখে দিও, আর যদি দেখা ক'রতে না পার, তাও লিখো।"

বিনোদ। তোমার কাছে আর ওসব ব'লতে চাই না দাদা।

বিনয়। বল বিনোদ! যদি এই চিঠি সত্য হয়, তবে এমন কুলটা স্ত্রীকে তিলার্দ্ধের জন্যও জীবিত রাখা উচিত নয়। বল বিনোদ! সব খুলে বল। আমি পাপিষ্ঠাকে জন্মের মত বিদায় ক'রব।

বিনোদ। কি ব'লব দাদা! বিলা াগী কুটনী হ'য়ে, আমাদের জা'ত-মান নষ্ট ক'রেছে। সে নুষেকে আমিও কয়দিন রাত্রে দেখেছি, কিন্তু ধ'রতে পারিনি। বউদিদি আমার কথা গ্রাহ্য করেন না। আমি এ সম্বন্ধে অনেক বলেছি, তাতে আমার উপর ভয়ানক

চটে গেছেন। রোজ পাড়ায় বের হন। আমি বিলাসী মাগীকে তাড়িয়ে দিয়েছি, শু'নতে পাই এখনও লুকিয়ে আসে।

বিমলা। কেন বিনোদ ওসব কথা আবার বিনয়ের কানে তু'ললি? আমি ব'লব না বলে চেপে রেখেছি—শু'নলে ওর মনে কষ্ট হ'বে। তুমি স্থির হও বাবা! অমন কোন্ ঘরে না ঘটে থাকে? এ সব কথা নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করনা।

বিনয়। না কাকীমা! আজ হতে আমার সংসারের সাধ মিটে গেল! আর আমি কাউকে মুখ দেখাব না। যাকে আপন প্রাণের চেয়ে অধিক বিশ্বাস ক'রতুম্—যাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বা'সতুম্—তার চরিত্র যখন এতদূর কলুষিত, তখন আর আমার সংসার ধর্ম্মে আবশ্যক নাই। এখনই পাপিষ্ঠাকে বিদায় ক'রব। (প্রস্থান)

বিনোদ। দেখ দেখি মা! কেমন কৌশল ক'রেছি—ঠিক বিশ্বাস করেছেন।

বিমলা। দেখা যা'ক কি হয়—যদি এই বিশ্বাস স্থায়ী হয় তবে ত?

বিনোদ। নিশ্চয় হ'বে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(সুধার প্রবেশ)

সুধা। একি সর্ব্বনাশের কথা শু'নলুম্! একি গুরুতর ব্যাপার! এত অন্যায় কেমন করে চোকে দে'খব! এঁরা দিদিকে রোজ তিরস্কার করেন—অসীম যন্ত্রণা দেন—সে সব আমার প্রাণে বড় বাজে। আমি না থা'কলে, এতদিন না খেয়ে মরে যেতেন—আমি নিজের খাবার হ'তে তাঁকে খাওয়াই—নিজের কাপড় প'রতে দিয়ে তাঁর মান সম্ভ্রম রক্ষা করি—কেবল আমার অনুরোধে বেঁচে আছেন। এত যাতনা দিয়েও এঁদের

শাস্তি হ'ল না! শেষে একটা মিথ্যা দুর্নাম দিয়ে তার সর্ব্বনাশ ক'রতে যাচ্ছেন! এ সকল পাপের ফল নিশ্চয় ভোগ ক'রতে হ'বে। চোকের উপর এসব ঘটতে লা'গলে কি করে সহ্য করা যায়! হে নারায়ণ! তুমি এঁদের সুমতি দেও। (প্রস্থান)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—সুশীলার শয়ন কক্ষ। কাল—রাত্রি।

(বিনয়কৃষ্ণের প্রবেশ)

বিনয়। স্ত্রী লোকের চরিত্র কি ভয়ঙ্কর! আমাকে যে এত ভক্তি করে তার কারণ সে কলঙ্কিনী। কলঙ্কিনীর মনে সর্ব্বদা ভয় থাকে, তাই স্বামীকে কৃত্রিম ভাল বাসে—ভক্তি করে—আদর করে। সরলতা দেখিয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছিল। আমি তাকে সাধ্বী বলে জা'নতুম্—আমার হৃদয়ের সকল স্থান অধিকার করে বসেছিল। এখন তার কুলটাবৃত্তির কথা শুনে, আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এখন একবার তাকে সকল জিজ্ঞাসা ক'রে, জন্মের মত বিদায় ক'রব। পিস্তল পূরে এনেছি—যদি জা'ত-মান না থা'কল, তবে আর জীবনে আবশ্যক কি? আগে তাকে মেরে, পরে নিজে আত্ম হত্যা ক'রব।

(সুশীলার প্রবেশ)

সুশীলা! সুশীলা! সর্ব্বনাশি! তোর হৃদয়ে এত কপটতা! তোর চরিত্র এত দূর কলুষিত!

সুশীলা। কি করেছি আমি ?

বিনয়। তুই কিছুই জানিস্ নি ? আমার জাত মান নষ্ট করেছিস আমার সর্ব্বনাশ ক'রেছিস্।

সুশীলা। তুমি কি ব'লছ, আমি কিছুই বু'ঝতে পা'রছিনি, আমাকে বুঝিয়ে না ব'ললে আমি কি উত্তর দেব ?

বিনয়। আমার কুলে কলঙ্ক দিয়েছিস্—পর পুরুষকে ঘরে এনেছিস্—কুলটা স্ত্রীলোকে যা করে থাকে, তাই করেছিস্।

সুশীলা এ কি সর্ব্বনাশের কথা ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল ! শেষে কলঙ্কিনী অপবাদ হ'ল ?

বিনয়। আমি ও সব কিছুই শু'নতে চাই না—যা জিজ্ঞাসা করি তার সত্য উত্তর দে, নইলে তোর কিছুতেই নিস্তার নই।

সুশীলা। এই দণ্ডে আমায় মেরে ফেল—আমি আর ওসব কথা শু'নতে পারিনা।

বিনয়। আমি সব জা'নতে পেরেছি, আর তোর কোন কথায় ভু'লবনা। আমার কথার সত্য উত্তর কর্—এই পত্র কে লিখেছে বল্।

সুশীলা। কে লিখেছে—কি লিখেছে—আমি কিছুই জানি না।

বিনয়। লিখেছে, "তোমার স্বামী বাড়ী এসেছে, তাই তোমার সঙ্গে দেখা ক'রতে পারিন', যদি দেখা ক'রতে পার, লিখো" কে—এ ? শীঘ্র বল্।

সুশীলা। হা ভগবান ! আমার অদৃষ্টে এই ছিল ! আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে ব'লতে পারি, আমি কিছুই জানি না। (পদস্পর্শে উদ্যত)

বিনয়। দূর হ—সর্ব্বনাশী। (পদাঘাত) আমার পায়ে হাত দিলি ? আমি তোর কলুষিত দেহ আর স্পর্শ ক'রবনা, তোর মুখও আর দেখব-

না। এই দেখ্ পিস্তল পূরে এনেছি—আজ তোর জীবনের শেষ দিন।

সুশীলা। আর দেরী করনা, মার—মার—এই বুক পেতে দিচ্ছি—আমার বড় জ্বালার শরীর। আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বেঁচে থাকতে সাধ নাই—আমার আর লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় নাই—আমার মুখের দিকে চায় এমন আর কেউ নাই। সংসারে একমাত্র তুমিই আমাকে ভাল বা'সতে, তাই এতদিন প্রাণ রেখে ছিলুম্! আজ তুমিই যখন আমাকে কলঙ্কিনী ব'লচ, তখন আর কিজন্য জীবন রা'খব? মরণ ভিন্ন আর উপায় নাই। আর মুহূর্ত্তও দেরী ক'রনা। মার—মার—আমার সকল যন্ত্রনা দূর হ'ক।

বিনয়। কি?—বলাবিনা—এত জিদ?—তবে এই দেখ, এই তোর জীবনের শেষ সময়। (পিস্তলোত্তলন)

(বেগে সুধার প্রবেশ ও সুশীলাকে বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা)

একি—বউমা! বউমা! তুমি কেন এখানে এলে? আমি ওকে মেরে নিজে ম'রব। তুমি এখান হ'তে চলে যাও—কই গেলেনা?—কার প্রানের জন্য মমতা ক'রছ? ও কলঙ্কিনী। তুমি চলে যাও বউ মা! আমার কথা রাখ।

সুশীলা। সুধা! আমাকে ছেড়ে দেও। আমার মৃত্যু হওয়াই ভাল। এ কলঙ্কিনী অপবাদ কিছুতেই সহ্য ক'রতে পা'রব না। নিজে বুঝে দেখ, আমার মরণে কত সুখ। তুমি এখান হ'তে চলে যাও।

বিনয়। তুমি এখানে থেক না বউ মা! আমার চিত্তের স্থিরতা নাই। তুমি ওর চরিত্রের বিষয় কিছুই জান না।—তুমি কতক্ষণ ওকে রক্ষা ক'রতে পা'রবে? এখন হ'ক আর দুদণ্ড পরে হ'ক, ওকে আমি

নিশ্চয় মা'রব। তুমি ছেড়ে দেও।—কই গেলে না?—শোন্ সুশীলা! কেবল বউমার জন্য এখন বেঁচে গেলি। কি ক'রব ছোট ভ্রাতৃবধু। কিন্তু নিশ্চয় জানিস্, আমার হাতে তোর ম'রতেই হ'বে। (প্রস্থান)

সুশীলা। সুধা! আমার সকল যন্ত্রণা আজ দূর হ'ত, তুমি কেন আমাকে বাঁচালে! সব জ্বালা সহ্য করেছি, এ কলঙ্কিনী অপবাদ কি করে সইবো?

সুধা। দিদি! তোমার শরীরে কোন পাপ নাই। তুমি মানুষ নও—দেবী। কে তোমার কলঙ্ক ক'রতে পারে? মিথ্যা অপবাদ কতক্ষণ থা'কবে? তুমি এখান হ'তে চলে এস। আমি তোমাকে কাছ ছাড়া হ'তে দিব না।

(সুশীলাকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—নবকুমারের বাটীর দরদালান। কাল—পরাহ্ণ।

(নবকুমার ও বিনোদলাল)

বিনোদ। আমাকে আ'সতে সংবাদ দিয়েছেন কেন?

নব। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

বিনোদ। কি কথা?

নব। তোমাদের বাড়ীখানি আমার নামে Mortgage (মর্টগেজ) ছিল, বুড়ো কর্ত্তা বাড়ীথেকে যাওয়ার সময়, আমাকে নিলেম খরিদ ক'রতে ব'লে গিয়ে'ছিলেন, আমি নিলেম করে খরিদ করেছি—টাকাটা আমি নিজ থেকে দিয়েছি—তুমি সবই জান। ঐ টাকাটা এখন আমাকে দিতে হ'বে। আমার টাকার বড় দরকার হয়ে পড়েছে, লাটের কিস্তি এসেছে, এখন টাকা না পেলে চলেনা।

বিনোদ। হা, টাকাটা আমাকে দিতে বলে গিয়ে ছি'লেন—কত টাকা দিতে হবে।

নব। হাজার টাকার স্থধ ধরে নালিশ করা হয়েছে, খরচ খরচা দিয়ে প্রায় আড়াই হাজার টাকায় নিলেম খরিদ হ'য়েছে—বেজাবেদা খরচও আছে, তা নিলেমে উঠেনি, তার হিসেব আছে—দেখে নিয়ো। এখন টাকাটা নাদিলে চলে না।

বিনোদ। খরচ অনেক হয়েছে। আমাদের পক্ষ হতেও যাবার দিতে হ'য়েছে। এখন হাজার টাকা আমার হাতে আছে, কাল দিয়ে যাব, কিন্তু এতে আমাদের লাভ কি হল? আগে দাদাকে হাজারটাকা দিতে হ'য়েছে, এখন আড়াইহাজার দিতে হ'বে। তবে লাভের মধ্যে এইযে, দাদাকে স্বত্ব হ'তে বঞ্চিত করা গেল। নিলাম খরিদ যেন গোপন থাকে, দাদাকে এখন হাত ছাড়া করা হ'বেনা, কারণ জলপাইগুড়ীর কারবারটা আমাদের হাতে আনা দরকার—এখন জা'নতে পেলে সাবধান হয়ে যাবে।

নব। যে টাকা হাতে থাকে, কাল এসে আমাকে দিয়ে যেও, আর জলপাইগুড়ী বুড়ো কর্ত্তাকে চিঠি দেও, শীঘ্র যেন টাকা পাঠিয়ে দেন। টাকা ধার ক'রে নিলাম খরিদ করেছি। আমি কি ভয়ঙ্কর কায করছি তা জান? তুমি ভগ্নিপতি বলে আমি বিনয় বাবুকে বঞ্চনা করেছি, কিন্তু আমার পক্ষে সেটা নেহাত গর্হিত হয়েছে। একজনকে বাস্তু ভিটে থেকে উচ্ছেদ করা কি সহজ কথা!

বিনোদ। আপনার কি দোষ? যা দোষ হয় তা আমাদের হবে। আর একটী কথা, আপনার নামে আর যে বিষয়গুলি আছে, সেগুলিও আমার নামে লেখাপড়া করে দিতে হবে, দাদাকে আগে পৃথক করে দিয়ে, পরে দিলেই হবে।

নব। তা বই কি? যাতে ভাল হয় তাই ক'রতে হবে। আমার তাতে কোন অমত নাই,—তবে এত চেষ্টা ক'রে যখন হাতে আনা গেছে, তখন যাতে ভোগ ক'রতে পার, তাই করা দরকার। বিষয় আসয় করা বড় শক্ত কথা—এর ভেতর অনেক মা'র প্যাঁচ আছে।

বিনোদ। তা ঠিক। আপনি অনেক সন্ধান রাখেন, সুবিধা মত দেখে আমাদের একটা বিষয় খরিদ ক'রে দিবেন। আপাততঃ আপনার নামেই খরিদ ক'রতে হবে। বাবা ব'লে গিয়েছিলেন, ভাল একটী বিষয় দে'খতে।

নব। আমার সন্ধানে একটা ভাল বিষয় আছে—কিন্‌তে হ'লে শীঘ্র টাকা যোগাড় করা দরকার, নইলে হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। আমার হাতে টাকা থা'কলে আমি নিজেই কিন্‌তুম্। যদি বুড়ো কর্ত্তার হাতে কিছু টাকা থাকে, তা দিয়ে এখন বিষয় খরিদ করা উচিত, নগদ টাকা হাতে রাখা কিছুই নয়। তোমাকেও এ বিষয় বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তুমি শীঘ্র চিঠি দেও, যদি টাকার যোগাড় হয়, তবে এই বিষয়টী তোমাকে কিনে দিব—এমন সুবিধার সম্পত্তি পাওয়া বড় কঠিন।

বিনোদ। আচ্ছা, আমি বাড়ী গিয়েই চিঠি লিখব। এখন আমি আসি।

নব। আজ না হয় থেকে যাও।

বিনোদ। না, কাল আবার আস্‌তে হবে।

নব। কাল টাকা নিয়ে এসো।

বিনোদ। আচ্ছা। [প্রস্থান।

নব। কি করি? এর স্থির সিদ্ধান্ত করা বড় দুঃসাধ্য। অধর্ম্মের ও লোক-নিন্দার ভয় যথেষ্ট আছে—ভগ্নীর সুখ দুঃখের ভাবনাও ভাবছি—ভেবে কিছুই স্থির ক'রতে পারছি না—দূর হ'ক—এক সময় সুস্থির হ'য়ে ভেবে দে'খব, এখন কিছুই স্থির হবে না। আপাততঃ টাকাটা হাতে নিই, পরে দেখা যাবে! [প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রঘুনাথের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

(সুশীলা)

সুশীলা। আর মুহূর্ত্তের জন্যও জীবন রা'খতে ইচ্ছে হয় না। শরীরের উপর দিয়ে অনেক দুঃখ কষ্ট গিয়েছে—সব সহ্য করেছি, কিন্তু যাঁর উপর সুখ দুঃখ নির্ভর, তিনি আমাকে কলঙ্কিনী ব'লে ত্যাগ করেছেন—চোরের মত সংসারে বাস ক'রছি।

(সুধার প্রবেশ)

সুধা! তুমি দিনের মধ্যে দু'দণ্ড আমার কাছে বস—দুটো কথা কও—তাই এই দুঃখের মধ্যেও একটু সুখ পাই। সংসারের মধ্যে কেবল তুমিই আমাকে ভালবাস।

সুধা। দিদি! আমার ভালবাসায় কি এসে যায়? যিনি তোমাকে ভালবাস্‌বেন, তিনি তোমাকে দে'খতে পারেন না, সেই দুঃখেই মরে আছি। আমার অন্তরের যে দুঃখ তা তোমাকে ব'লতে পারি না, প্রাণ খুলে তোমার সঙ্গে দু'দণ্ড কথা ব'লবারও আমার উপায় নাই।

সুশীলা। আমি সব জানি—সব বুঝি—কেবল তোমার জন্য এত দিন আমি বেঁচে আছি—আমার জন্য তোমার অনেক যাতনা পেতে হয়। দুঃখ কষ্ট হয় আমার হবে, আমার প্রাণে সব সহ্য হবে, তুমি কেন আমার জন্য গা'ল খাও?

সুধা। ঠিক কথা দিদি! তোমার শরীরে সব সয়। আমি যদি অত যন্ত্রণা পেতুম্‌, তা হ'লে এতদিন পাগল হ'য়ে যেতুম, কিন্তু দিদি। এখন তুমি দুঃখ ভোগ ক'রছ, পরে তোমার সুখ হবে।

সুশীলা। আমার এ পোড়া কপালে আবার সুখ হবে—তুমি আমি যা ভাবি তাই যদি হ'ত, তবে আর ভাবনা কি ছিল ?

সুধা। আমরা মহাপাপী দিদি।

সুশীলা। পাপ আর কারও নয়, আমিই মহাপাপিনী, তা না হ'লে আমার অবস্থা এমন হবে কেন ?

সুধা। ওটী তোমার মুখের কথা। তোমার ন্যায় পুণ্য কারোও নাই। এখন যাই দিদি ! অনেক কায পড়ে আছে।

সুশীলা। তুমি থাক, আমি যাই।

[সুশীলার প্রস্থান।

সুধা। মানুষের হৃদয় এমন দয়া মায়া শূন্য থাকে ! দিদির নামে মিথ্যা কলঙ্ক দিয়ে তার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিলেন, অমার ভাসুরের বিষয় সম্পত্তি নিবার জন্য, এমন ষড়যন্ত্র ক'রেছেন—যা মানুষে ক'রতে পারে না। দিদিকে কি সামান্য কষ্ট দিয়েছেন।

(বিনোদ লালের প্রবেশ)

বিনোদ। সুধা ! আমি তোমাকে এত নিশেধ করি, তুমি আমার কথা যে একে বারেই গ্রাহ্য করনা ? সব সময় বউদিদির কাছে থাক—তার সঙ্গে গল্প কর—তোমার আর কায নাই ? ওরা তোমার কত দূর সম্পর্কের তা জান ? সে এক জনের পুত্রবধু, আর তুমি আর এক জনের—এখন হ'তে ওরা শত হাত দূরে।

সুধা। দূর নিকট তোমরা যেমন বোঝ, আমি অত বুঝিনা।

বিনোদ। এখন হ'তে বু'ঝতে হ'বে। আমি তোমার স্বামী, আমি যা বলি তোমার তাই ক'রতে হ'বে।

সুধা। তোমার আদেশ পালনের উপযুক্ত পাত্র আমি এখনও হ'তে পারিনি, আমার হৃদয় অত কঠিন নয়। তুমি ম'রতে বল মরতে পারি। কিন্তু তুমি মহাপাপ ক'রবে আমি তা সহ্য ক'রতে পা'রবনা— ক'রতে বল্লেও ক'রবনা।

বিনোদ। আমি পাপ করি আর যাই করি, তোমার তা বলাটা ভাল শুনায় না!

সুধা। তা না বলে কি করি—যখন স্ত্রী হত্যা পাপের ভয় করনা, যাঁর খেয়ে মানুষ হ'য়েছ, তাকে বস্ত্রচ্ছেদ করে পৈতৃক সম্পত্তি হতে বঞ্চিত ক'রলে। এসব যখন পা'র, তখন তোমার প্রবৃত্তি ভাল বলি কি করে?

বিনোদ। সংসার ক'রতে হ'লে এসব ক'রতে হয়, না ক'রলে সংসারের উন্নতি হয় কিসে? আমাদের ভালর জন্যইত করি।

সুধা। এসব ভালর জন্য না, উচ্ছিন্ন যাওয়ার জন্য। এত পাপ ক'রলে কখনও কারো ভাল হয় না। একজনের মন্দ করে, নিজের ভাল চাইনা। ভিক্ষে করে খাব সেও ভাল, তবুও পরের সর্ব্বনাশ ক'রতে পা'রব না। এখনও ব'লছি এসব থাক্ দেও—কখনও ভাল হ'বেনা।

বিনোদ। তোমার কাছে উপদেশ নিতে আসিনি। আমি যা ভাল বুঝি তাই আমি ক'রব। তুমি আর বউদিদির সঙ্গে আলাপ ক'রতে পারবে না। আমাদের কোন কথা তার কাছে ব'লতে পারবে না।

সুধা। আমার মাথা খাও, তাদের কোন অনিষ্ট ক'রনা।

বিনোদ। আচ্ছা, সে যা হয় হ'বে, তোমার পরামর্শ মত কিছু হ'বে না।

সুধা। এখন ভাল লাগল না আমার কথা, কিন্তু পরে মনে ক'রতে হ'বে। [প্রস্থান।

বিনোদ। কারবার হাতে এসেছে—বউ দিদির উপরও দাদার জাত ক্রোধ হ'য়েছে,—দাদার হাতে আর একটী সিকি পয়সাও নাই, সব আমাদের হাতে। থাকার মধ্যে বউ দিদির কতকগুলি গহনা আছে। জলপাইগুড়ী থেকে আসার সময় বউ দিদি ও সুধার জন্য অনেক টাকার গহনা গড়িয়ে এনেছিলেন। সুধার গহনাগুলি ত আমাদের হাতে আছে, এখন বউ দিদির গহনাগুলি হাত করা বিশেষ দরকার। গহনাগুলি হাত করেই, পৃথক করে দিতে হ'বে। তা হ'লেই কায শেষ হ'ল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রঘুনাথ রায়ের বহির্ব্বাটীস্থ নাট মন্দির।

(বিনয়কৃষ্ণের প্রবেশ)

বিনয়। সব ছেড়েছি—জলপাইগুড়ীর কারবার ছেড়েছি—বিষয় সম্পত্তির মমতা ছেড়েছি—সংসারের মমতা ছেড়েছি। আর অর্থ উপার্জ্জনের আবশ্যক নাই। যার জন্য সংসার, সে কলঙ্কিনী। আর তার মুখ দেখি না। ইন্দ্রিয় সংযম যতদূর সাধ্য করেছি—আর কুপথে যা'ব না। পূর্ব্বে য সকল মহাপাপ করেছি, এখন তার ফল ভোগ ক'রছি। আর আমার সংসারে থাকতে ইচ্ছা নাই। সংসার ছেড়ে তীর্থ পর্য্যটনে যা'ব—জলপাইগুড়ীর কারবার বিনোদের নামে লিখে পড়ে দিয়ে যাব।

(বিলাসী ও বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বিলাসী। বিলাসি! তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছিস্। দূর হ এখান হ'তে।

বিলাসী। আমি কি করেছি বড় বাবু!

বিনয়। আমার সঙ্গে কথা বলিস্‌নি। আমি তোর মুখ দে'খব না, দূরহ পিশাচী আমার সম্মুখ হ'তে।

বিলাসী। আমি চলে যাচ্ছি, কিন্তু কি দোষ ক'রেছি, তাই একবার শুন্‌তে চাই।

বিনয়। ফের আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস্? বাঞ্ছারাম! ওকে ঘা কয়েক মেরে; বাড়ী থেকে বের করে দেও ত।

বিলাসী। আর মা'রতে হবে না, আমি চলে যাচ্ছি। যার যখন সময় মন্দ হয়, তখন তার স্বভাব রূপই হ'য়ে থাকে। আমাকে তিরস্কার

করেন, কিম্বা মারেন, তাতে কিছু মাত্র দুঃখ নাই, কিন্তু আর দু'দিন বাদে যে আপনার দাঁড়াবার স্থান থা'কবে না, সেই দুঃখই আমার প্রাণে বড় বাজে। আপনি এখনও সতর্ক হ'লে, পরিণামে কিছু ভাল হ'তে পারে। আমি চল্লুম্, কিন্তু এক দিন আমার কথা সত্য বলে মনে হ'বে। আপন মার পেটের ভাইও এখন আপনার জন হয় না, তাই বুঝে চ'ল্‌বেন।

(প্রস্থান)

বিনয়। মাগীর যা মুখে আসে তাই বলে চলে গেল। ওকে দেখেই আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে। বাঞ্ছারাম! তুমি এত দিন কোথায় ছিলে?

বাঞ্ছা। অন্য যায়গায় চাকরী ক'রছি, আপনি বাড়ী আছেন শুনে দেখা ক'রতে এসেছি। ছোট বাবু তাড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে, চলে গিয়েছিলুম্।

বিনয়। আমাদের কথা তোমার এখনও মনে আছে বাঞ্ছারাম! এখন হ'তে আমাদের বাড়ীতে থাক।

বাঞ্ছা। আপনার স্বভাব দে'খছি কেমন হয়ে গেছে, আমার দশা শেষে বিলাসীর মত হ'বে।

বিনয়। ওকে তাড়িয়ে দেবার কারণ আছে।

বাঞ্ছা। আমাকেও তাড়িয়ে দিবার কারণ হ'বে।

বিনয়। দোষ ক'রলে অবশ্য তাড়িয়ে দিব।

বাঞ্ছা। দোষ না ক'রলেও তাড়িয়ে দিবেন—বিলাসী কোন দোষ করে নাই। ছোট বাবু আমাকে রা'খবেন না, আপনি কি করে রা'খবেন।

বিনয়। বিলাসীর গুরুতর অপরাধ। আমি বল্লে ছোট তোমাকে রা'খবে।

বাঞ্ছা। আমি চাকর—আপনি আমাকে ক্ষমা ক'রবেন। ছোট বাবু আমাকে রা'খবেন না। আপনার চাকর রাখার ক্ষমতা নাই।

বিনয়। আমাদের অবস্থা এখন ভাল হয়েছে বাঞ্ছারাম।

বাঞ্ছা। অবস্থা ভাল হ'য়ে থাকে, ছোট বাবুর হয়েছে—আপনার নয়।

বিনয়। ছোট বাবুর হ'লেই আমার হ'ল।

বাঞ্ছা। তা হ'তে পারে না। ছোট বাবুর বাড়ী—ছোট বাবুর বিষয়—ছোট বাবুর সম্পত্তি—আপনি দুধের মাছি—আজ বাদে কাল তাড়িয়ে দিলে, পথের ভিখারী।

বিনয়। তুমি কি ব'লছ বাঞ্ছা রাম! আমাকে বুঝিয়ে বল।

বাঞ্ছা। আমি আপনাকে কি বুঝিয়ে ব'লব? আপনি নিজে বুঝে চ'লবেন। আপনার কি আছে? বাড়ীখানি নিলাম করে ছোট বাবু শালার নামে বেনাম করেছেন। যত বিষয় সম্পত্তি ছিল, সব নিলাম করে শালার নামে খরিদ করেছেন।

বিনয়। বাঞ্ছারাম! আমি চিরকাল জানি, তুমি এইরূপ পাগলের মত বক। তাকি হতে পারে?

বাঞ্ছা। আপনাকে মিথ্যা ব'লবার আমার কোন আবশ্যক নাই। আমরা যত দিন আপনাদের চাকরী করেছি, ছোট বাবুর কাছ থেকেই মাইনে পেয়েছি, তাঁর অনুগত হওয়াই আমাদের উচিত, কিন্তু আমরা চাকর হ'লেও এত অন্যায় সহ্য ক'রতে পারি না। তাঁরা বড় মাকে যত দুঃখ দিয়েছেন, তা মানুষে পারে না—সে সব মনে হ'লে আমার কান্না আসে।

বিনয়। আমিত এ সব কিছুই শুনিনি ?

বাঞ্ছা। আপনি এক দিনও বড়মার মুখের দিকে চান্‌নি—তিনি খেতে পান না পান, ফিরেও দেখেননি—তিনি এক কাপড়ে দিন কাটিয়েছেন। ঘরে চাল নেই বলে বুড়ো ঠাকুরুণ অনেক দিন রাত্রে তাঁকে ভাত রাঁধতে দেননি, বড়মা ঘুমোলে, তাঁরা ঘরের দরজা বন্ধ করে, লুচি মোহনভোগ করে খেয়েছেন।

বিনয়। বাঞ্ছারাম! এ সব কি সত্য কথা! এত দূর—এত দূর হ'য়েছে ?

(পিওনের প্রবেশ)

পিওন। আপনার এক খানি রেজিষ্টরী চিঠি আছে।

বিনয়। দেও।

পিওন। এই নিন্, সই করে দিতে হবে। (পত্র প্রদান)

(বিনয় কৃষ্ণের সহি করন, পিওনের প্রস্থান)

বিনয়। (পত্র পাঠ করিয়া) বাঞ্ছারাম! এই চিঠির সঙ্গে আর তোমার কথার সঙ্গে মিল হ'য়েছে।

বাঞ্ছা। কি চিঠি ?

বিনয়। জলপাইগুড়ী হ'তে আমার একজন মুহরী লিখেছে সেখানে আমার Firm (ফারম) কাকা নিজনামে করে নিয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য আমাকে বঞ্চিত করা। আমার পূর্ব্বের খাতাপত্র পর্য্যন্ত পাল্টাইকরে, নিজনামে ফিরিস্তি করেছেন, আমাকে বেতনভোগী চাকর করে, আমার নামে মাহিআনা খরচ লিখেছেন।

বাঞ্ছা। আমার কথা সত্য মিথ্যা এখন ভেবে দেখুন্।

বিনয়। বাঞ্ছারাম! যদি তোমাদের কথা সত্য হয়—এই চিঠি যদি

সত্য হয়—তবে নিশ্চয় আমি পথের ভিখারী। এতদিন যা বুঝেছি, সে সব ভুল বুঝেছি—এতদিন আমি ভ্রমান্ধকারে ছিলুম্।

বাঞ্ছা। এখনও আপনার সন্দেহ আছে! আমাদের কথা সত্য হয় কি? আমি নিশ্চয় ব'লছি বুড়োকর্ত্তার দুরভিসন্ধি না থাকলে, তিনি এত দিন জলপাইগুড়ী থা'কতেন না।

বিনয়। না, আর আমার সন্দেহ নেই। তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি—বিলাসীকে ছোটবাবু তাড়িয়ে দিয়েছিল কেন?

বাঞ্ছা। আমরা থা'কলে তার কার্য্যসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়—তাই।

বিনয়। বিলাসী কোন দোষ করেছিল?

বাঞ্ছা। বড়মার অনেক সাহায্য করত—তাই তার দোষ।

বিনয়। বাঞ্ছারাম! আমি আমার অপরিণাম দর্শিতার জন্য, আবার পথের ফকির হ'লুম্। যদি কারবারটী আমার হাত হ'তে যায়, তবে নিশ্চয় আমায় ভিক্ষে করে খেতে হ'বে। আমি আজ হ'তে তোমাকে বাহাল ক'রলুম, আমি এই ট্রেণেই জলপাইগুড়ী যাব, যতদিন বাড়ী না আসব, তত দিন কোথাও যেওনা। বাড়ীর মধ্যে যাও—কায কর গিয়ে। আমি বিলাসীকে তাড়িয়ে দিয়ে, বড় অন্যায় করেছি, এখন বুঝতে পাচ্ছি তার কোন দোষ নেই।

বাঞ্ছা। ছোট বাবু আমাকে তাড়িয়ে দেবেন।

বিনয়। এখন তুমি আমার চাকর—ছোট বাবুর নও। আমি জলপাইগুড়ী যাচ্ছি, সেখান থেকে না আসা পর্য্যন্ত কোথাও যেতে পা'রবেনা। যাও—বাড়ীর মধ্যে যাও। (বাঞ্ছারামের প্রস্থান)

এখন সব পরিষ্কার বুঝতে পাচ্ছি—সব ষড়যন্ত্র! যে সুশীলা আমার ন্যায় লম্পট স্বামীকে বিশ্বাস করে, সমস্ত গহনাগুলি রাত্রে আমাকে বের

করে দিয়েছিল, সেই সুশীলার চরিত্র কলঙ্কিত! এরা সব ক'রতে পারে—এরা মহাপাতকী—আমি এদের চেয়েও নৃশংস। আমি প্রবঞ্চকের কথায় বিশ্বাস করে, স্ত্রীহত্যা ক'রতে গিয়ে ছিলুম্—আজীবন তাকে অশেষ যন্ত্রণা দিয়েছি। ওঃ—কি গুরুতর দুঃখের কথা!

(বিনোদ লালের প্রবেশ)

বিনোদ। দাদা! আপনি বাঙ্গাকে বাহাল করেছেন?

বিনয়। করেছি—কেন, তাতে কি হ'য়েছে?

বিনোদ। ওসব বদলোক—আমি আগে জা'নতে পেরেই তাড়িয়ে দিয়েছি। ওকে রাখা হ'বেনা, মা তাই আপনাকে ব'লতে পাঠিয়ে দিলেন।

বিনয়। আমি ওকে রা'খব।

বিনোদ। ওদের স্বভাব জেনে এখন কেউ ওদের চাকর রাখেনা। আপনি যেমন ওদের কথায় ভুলে যান।

বিনয়। আমি সবই ভুলে যাই—এযাবৎ যত করেছি, সবই ভুল করেছি। আমি বাঙ্গাকে রেখে জলপাইগুড়ী যাচ্ছি, তোমরা ওকে তাড়িয়ে দিওনা। আমি জলপাইগুড়ী যাব, আমাকে কুড়িটী টাকা দেও।

বিনোদ। এখনই জলপাইগুড়ী যাওয়ার কি দরকার?

বিনয়। আমার দরকার আছে, তুমি টাকা এনে দেও।

বিনোদ। এখন হাতে কিছুই নেই, টাকা কোথেকে দেব? কিছু দিন পরে গেলেই হ'বে।

বিনয়। কি বল্লে বিনোদ, হাতে কিছুই নেই?

বিনোদ। না দাদা! আপনিত সংসারের কিছুই দেখেন না, পাওনাদারেরা সব আমাকে ধরে, আমি তাদের তাগাদা সহ্য ক'রতে পারিনা।

বিনয়। আমি অত কথা শু'নতে চাইনা, তুমি দেবে কিনা তাই বল ?

বিনোদ। সেকি কথা, আপনাকে কেন দেব না? হাতে নেই, দেব কোত্থেকে? আপনি না হয় দু'দিন পরে যাবেন, আমি কারো কাছথেকে ধার করে এনে দেব।

বিনয়। বেশী নয়—কুড়িটী টাকা মাত্র চেয়েছি, তাও দিবি না? যদি দিবি, তা হ'লে আমাকে সর্ব্বস্ব হ'তে বঞ্চিত ক'রবি কেন?—

বিনোদ। সেকি দাদা! কে আপনাকে এসব বলেছে?

বিনয়। ব'লতে হবে কেন, কার্য্যে পরিচয় পেয়েছি। তোদের সমস্ত ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়েছে—সমস্ত অভিসন্ধি বু'ঝতে পেরেছি। আমার টাকাগুলি আত্মসাৎ করেছিস্, শেষ আমার কারবারটী হ'তেও বঞ্চিত করলি? তোদের অসাধ্য কিছুই নাই। দূর হ পিশাচ—আমি তোর মুখ দে'খতে চাই না। (বিনোদ লালের প্রস্থান)

আমি এই ট্রেণেই জলপাইগুড়ী যাব—টাকা কারো কাছথেকে ধার করে নেব—আর সময় নষ্ট ক'রব না—আর বাড়ীর মধ্যেও যাব না। তা-হ'লে Train (ট্রেণ) পাওয়া যাবে না।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

—:*:—

স্থান—মানদার কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

(মানদা ও বিনোদলাল)

মানদা। রূপলাল আমার এখানে আসে, আপনাকে কে ব'ল্‌লে।

বিনোদ। শোন মানদা! আমি অনেক সন্ধান নিয়েছি, আমার কাছে গোপন ক'রনা। একটা সুযোগ আছে তাই তাকে খুঁজছি। সে নাম জাদা লোক, আমি নিজে তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌ব না, তাই তোমার কাছে এসেছি।

মানদা। কি সুযোগ বিনোদ বাবু?

বিনোদ। দাদা তোমার বাড়ীতে খানাতল্লাসী করেছিলেন, তার প্রতিশোধ নিবার সুযোগ।

মানদা। বিনয় বাবুর উপর আমার মন বড় চটে গেছে—মিথ্যা একটা পুলিস কেস করে আমার বাড়ীতে পুলিস ইনকয়ারী করেছেন।

বিনোদ। বেস্‌। এখন তার প্রতিশোধ নিবার সময় উপস্থিত। বউ দিদির অনেক টাকার গহনা আছে। রূপলাল তোমার হাতের লোক—তুমি তাকে বলেকয়ে ঠিককরে রেখো, আমি সংবাদ দিলে যেন সে ঠিক হ'য়ে যায়। গহনাগুলি নিরাপদে নিয়ে আ'সতে পা'রবে—আমি সহায়তা ক'র্‌ব। তুমি দাদার নামে ফু'শ এগার ধারা কর।

মানদা। আপনি নিজে চেষ্টা করে, গহনাগুলি নিলেত নিতে পারেন ?

বিনোদ। বাঞ্ছারাম বলে সেই চাকরটা আবার এসে যুঠেছে, বেটা আমার পরম শত্রু। সে থা'কতে, আমি নিজে কিছু করে উ'ঠতে পা'রব না।

মানদা। দেখুন্ বিনোদ বাবু! রূপলাল আমার এখানে আসে একথা কেউ জানেনা, দে'খবেন যেন কোন মতে প্রকাশ না হয়। আমি তাকে ঠিক করে রা'খব, আপনি উপযুক্ত সময় সংবাদ দেবেন।

বিনোদ। তোমার কোন ভয় নেই মানদা।

মানদা। আর এক কথা বিনোদ বাবু! আপনি বিনয় বাবুর নামে খেলাপ ক'রতে ব'লছেন, কিন্তু আমার খরচ খরচা ক'রতে ইচ্ছে হয় না।

বিনোদ। তুমি নিজে খরচ খরচা করতে রাজি না হও, আমিই খরচা দেব।

মানদা। আপনার তাতে স্বার্থ কি ?

বিনোদ। দাদাকে যত বিপদে ফে'লতে পারি, আমার কার্য্যোদ্ধারের তত সুবিধা হয়। আমি এখন আসি। (প্রস্থান)

মানদা। বিনোদলাল দে'খছি মন্দ কৌশলী লোক নয়, বিনয়বাবুকে শুনেছি এক দোম ফাঁকি দিয়েছে। যখন বিনোদলাল সহায় আছে, তখন রূপলালের কোন বিপদের আশঙ্কা নেই। এবার বিনয়কৃষ্ণকে জব্দ না করে ছা'ড়ছিনি।

(মাতালাবস্থায় হরিশচন্দ্রের প্রবেশ)

হরিশ। নিয়ে আয় মানদা! কা'ল যে মদ আনা হয়েছিল, তার সবগুলি বোতল নিয়ে আয়।

মানদা। তুমি দেখ্‌ছি চব্বিশ ঘণ্টাই মদের উপর আছ ভাই! অত মদ খাওয়া ভাল নয়। আবার কোত্থেকে মদ খেয়ে এলে? এখন আর খেয়ে কায নেই।

হরিশ। তোর বাবার কি? আন্—মদ আন্, না হয় তোর বাড়ীতে আর আ'সব না।

(মানদার প্রস্থান ও মদের বোতল লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ঢাল্—মদ ঢাল্—গ্লাস পূরে ঢাল্।

মানদা। খেতে পার'লেই হ'ল। কত খাবে, খাওনা। (হরিশচন্দ্রের হস্তে গ্লাস প্রদান, হরিশচন্দ্রের সুরা পান)

হরিশ। তোর হাতের মদ বড় মিষ্টি মানদা! তুইও এক গ্লাস খা।

মানদা। আমি এখন আর খাব না, সন্ধ্যের পর হ'তে অনেক খেয়েছি, আর খেলে উঠতে পা'রব না।

হরিশ। উঠ্‌বি কেন? কেন উঠ্‌বি? বসে বসে খা—শুয়ে শুয়ে খা—আমার মাথা খাস্, খা—না খেলে ফুর্ত্তি হ'বে কেন?

মানদা। আমি আর পারি না, তুমি খাও।

হরিশ। আমার খাতির রা'খবিনি! আমি ঢেলে দিলুম্ তুই খাবিনি? নিশ্চয় খাবি—বাপের সঙ্গে সুপুত্তুর হ'য়ে খাবি। (মদ ঢালিয়া মানদার হস্তে গ্লাস প্রদান)

মানদা। এই গ্লাস খেলুম্, আর খাব না। (সুরাপান)

হরিশ। এখন দে—আমাকে এক গ্লাস দে। তুই হাতে করে দে—তোর হাতের মদ বড় মিষ্টি।

মানদা। আর খাস্‌নি ভাই!

হরিশ। কেন খাব না? এক বোতল খাব—হাজার বোতল খাব—

দোকান শুদ্ধ খাব। মদের শ্রাদ্ধ ক'রব—পিণ্ডি দেব—চোদ্দ পুরুষের দেব—মদের জলসত্র দেব। একশ বার দেব—পাঁ'শ বার দেব—মদের নিমন্ত্রণ দেব। নিয়ে আয়—জেনীকে নিয়ে আয়—পুটীকে নিয়ে আয়—পাঁচীকে নিয়ে আয়—মোহিনীকে নিয়ে আয়—পাড়া শুদ্ধ সবকে নিয়ে আয়। এখনই নিয়ে আয়—এই দণ্ডে নিয়ে আয়—নিমেষের মধ্যে নিয়ে আয়।

মানদা। দেখ ভাই! বড় মাতলাম ক'রছ। আবার তাদের ডা'কতে যাব কেন?

হরিশ। অবশ্য যাবি—নিশ্চয় যাবি—Surely (সিওরলী) যাবি—আমার মাথা খাবি, যদি না যাবি।

মানদা। আমি পা'রব না ভাই।

হরিশ। দেখ্ মানদা! জয়পুরের তালুক বেচেছি—দশ হাজার টাকা বেচেছি—আরও বিষয় বেচব—মদের নিমন্ত্রণ দেব। যদি আমার কথা শু'নবি, তবে সব টাকা তোকে দেব, আর না শু'নবিত পুটীর বাড়ীতে চলে যাব। এখনই যাব—নিশ্চয়ই যাব—যাবই যাব। যেতে পা'রব না? যেমন করে পারি যাব—হামাগুড়ী দিয়ে যাব—বুকে হেটে যাব—কানে হেটে যাব।

মানদা। আচ্ছা আমি ডাকাচ্ছি। (প্রস্থান)

হরিশ। টাকার লোভে গেল। টাকার শ্রাদ্ধ ক'রব। যত বিষয় আছে সব বে'চব—কিছুই রা'খব না। সব উড়োবো—ফুর্ত্তি ক'রব—মদ খাব—আমিরী ক'রব—কাপ্তেনী ক'রব। কিন্তু মানীর ওপর আজ বড় সন্দেহ হ'য়েছে। বিনোদলালের সঙ্গে যে সকল কথা ব'ল্‌ছিল তা সব বু'ঝতে পারিনি, শুধু রূপলালের নামটী ব'লতে শুনেছি। বিনোদ

লাল এখানে কেন আসে, আর রূপলালটাই বা কে? তার সন্ধান নিতে হবে। এখন নেশার ঝোঁকে মনে রাখতে পা'রলে হয়। মানীর ব্যাপার দেখে. প্রাণে বড় চোট লেগেছে. তাই একটু আমোদ ক'রছি, নইলে আজ মদ খেতুম্ না।

(বারাঙ্গনাগণসহ মানদার প্রবেশ)

চাঁদের হাট বসাব। চলে এস—চলে এস। নাচ—গাও—মদ ঢাল—খাও। তোমাদের চরণে আমার নেমন্তন্ন। দে-মানি! ওদের মদ দে

জ্ঞানদা। হরিশ বাবু! তোমার অন্তঃকরণটী ভাই বড়দরের। এমন অন্তঃকরণ না হ'লে কি কাপ্তেনী ক'রতে পারে? টাকা পয়সার উপর একটুও মমতা নেই। টাকা পয়সা থাকলে হয় না, প্রাণ চাই—

হরিশ। Don't like (ডোণ্টলাইক) টাকা—টাকা একটা কি? ফুর্ত্তির জন্যেই টাকা। যদি ফুর্ত্তি না হ'ল, তবে টাকা দিয়ে কি হবে? ঢাল্—মদ ঢাল্।

পাঁচী। এমন ক'রে মদ খাওয়াতে, হরিশ বাবু ছাড়া আর কেউ, পারে না।

হরিশ। দে মানদা! সবকে দে। যে যত খেতে পা'রবে, দিবি—ফুরিয়ে গেলে আমাকে ব'লবি। এখনও ছ' বোতল ব্রাণ্ডি মজুদ্। ঢাল্—মদ ঢাল্।

মানদা। (মদ ঢালিয়া সকলকে প্রদান) আগে সব এক এক গ্লাস খাও।

পুটী। ভাল জিনিস। না হবে কেন, হরিশ বাবু কি যা তা খায়?

খুদী। যে খাওয়ায়. সে যেন এই রকমই খাওয়ায়।

জ্ঞানদা। হরিশ বাবু বিবেচনার লোক, আমাদের, কি খারাপ জিনিস খাওয়াতে এনেছেন? ঢাল্ মানি! ফের মদ ঢাল্।

মোহিনী। ভাবনা কি, হরিশ বাবু কি সহজে ছা'ড়বে? কত খাবে খাওনা, খেয়ে পেরে উ'ঠলেই হ'ল।

মানদা। নেও ভাই, আর এক গেলাস করে খাও।

(মদ ঢালিয়া সকলকে প্রদান)

হরিশ। পরকে না খাওয়ালে কি আমোদ হয়, না; খেয়ে সুখ পাওয়া যায়? দে—ফের মদ দে।

মানদা। কে কত খাবে খাও না, আমি ত দিতেই প্রস্তুত আছি, খেতে পা'রলেই হ'ল।

(মদ ঢালিয়া সকলকে প্রদান)

হরিশ। তাইত—এমনি দুটো একটা কথা বলিস্ মানদা! তোর কথা বড় মিষ্টি। শুধু কথাই বা কেন, তোর কথা মিষ্টি, তোর হাসি মিষ্টি, তোর চাউনি মিষ্টি, তোর চা'ল চলন মিষ্টি, তুই যদি রাগ করিস তাও মিষ্টি। যদি রাগ ক'রে গা'ল দিস্, তা অতি মিষ্টি। চালাও—চালাও—ফুর্ত্তি কর।

সকলে গীত

মিষ্টি মুখে মিষ্টি কথা কওনা লো হেসে।
বদন তুলে চাও না লো প্রাণ প্রেমের আবেশে ॥
প্রাণের ময়লা যত থাকে মুছে ফেল না,
প্রেমের জ্যোতি রাখবে ঢেকে সুখত পাবে না,
সরল প্রাণে বিঁধলে কাঁটা জ্বালা সবে না,
সাধের প্রেমে উঠবে গরল কাঁদবি লো শেষে ॥

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

—:•:—

স্থান—নবকুমারের বাটী।

কাল—সায়হ্ন।

(নবকুমার)

নব। (পাদচারণ করিতে করিতে) শেষটা বোন্‌টার বড় কষ্ট হবে। তা হ'ক, আমি এত সম্পত্তি হাতে পেয়ে ছা'ড়ব না। রঘুনাথ বিনয়কৃষ্ণকে ফাঁকি দিবার জন্য সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে বেনাম করেছে, আমি রঘুনাথকে ফাঁকি দেব। লোকে আমার একটী দুর্নাম ক'রবে, তা করুক্। তারা যখন দুর্নামের ভয় না ক'রল, তখন আমিই বা কেন ক'রব? বোন্‌টী কষ্ট পায়, তাকে নিজের সংসারে এনে রা'খব। আগে সুধাকে আমার বাড়ীতে এনে, তার পর তাদের বাড়ী থেকে উঠে যাবার জন্য Notice (নোটীস) জারি ক'রব। সহজে না যায়, জোর ক'রে তাড়িয়ে দেব। আমার কাছ থেকে বিষয় উদ্ধার করা রঘুনাথের কর্ম্ম নয়। বিষয় হাতে এলে, তার পর সুধার নামে একটা সম্পত্তি লিখে পড়ে দেব, যাতে তার কোন কষ্ট না হয়। রঘুনাথের হাতে যা কিছু ছিল সব আমার হাতে এসেছে। তবে জলপাইগুড়ীর কারবারটী তার হাতে পড়েছে। তা যা'ক, বিনয়কৃষ্ণ তার অভিসন্ধি বু'ঝতে পেরেছে। দেখা যাক কি হয়? আমি বিষয় ও টাকা আর ফিরিয়ে দিচ্ছি না।

[প্রস্থান]

তৃতীয় অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—জলপাইগুড়ী রেলওয়ে মালগুদামের সম্মুখ।

কাল—পূর্ব্বাহ্ন।

(বিনয়কৃষ্ণ ও জনৈক কাঠের খরিদদার)

কাঃ খঃ। দেখুন বিনয় বাবু! আমি আপনার নিকট কাঠ খরিদ ক'র্‌ব, কিন্তু আপনার কাকার সঙ্গে যখন আপনার বিবাদ; তখন আমি আগে টাকা দিতে পারব না, আপনি Book (বুক) করে রসিদ আমাকে দিলে, তবে আমি টাকা দেব।

বিনয়। আচ্ছা, আপনি তাই দেবেন। আপনি ত জানেন কারবার আমার—কাকার এতে কোন স্বত্ব নেই।

কাঃ খঃ। জেনে কি ক'রব, আপনাদের ঘরে ঘরে বিবাদ, আমরা কোন কথা ব'ল্‌তে পারি কি? আপনি উপস্থিত থেকে আমার গাড়ী বোঝাই করে দিন, নতুবা আপনার কাকা এসে গণ্ডগোল ক'রতে পারেন।

(পুলিস সবইনেস্‌পেক্টর, রঘুনাথ ও কনেষ্টবলগণের প্রবেশ)

রঘু। (বিনয়কৃষ্ণকে দেখাইয়া) এই বিনয়কৃষ্ণ চুরি করে আমার কাঠ বিক্রয় করেছে—একে গ্রেপ্তার করুন্।

সব ইনেঃ। আপনি রঘুনাথ বাবুর কাঠ চুরি করে বিক্রয় করেছেন বলে এজাহার করেছেন, আপনি চুরি Caseর (কেসের) আসামী। আমি আপনাকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাব।

বিনয়। আমি রঘুনাথ বাবুর কাঠ বিক্রয় করি নাই—আমি আমার

নিজের কাঠ বিক্রয় করেছি। রঘুনাথ বাবুর সঙ্গে, কাঠের কোন সম্বন্ধ নেই। কারবার আমার—ওঁর নয়। আপনি কেন আমাকে গ্রেপ্তার ক'রবেন ?

সব ইনেঃ। আমাদের কাছে কোন এজাহার হ'লে। তার তদন্ত করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমি যতদূর প্রমাণ পেয়েছি, তাতে আপনার উপর সম্পূর্ণ চুরি Case (কেস) এসেছে। Firm (ফারম) রঘুনাথ বাবুর নামে—হিসাব পত্র ওঁর নামে—অন্যান্য সাক্ষীর দ্বারাও প্রমাণ হয়েছে। আপনার কাঠ বিক্রয় ক'রবার কোন অধিকার নেই। আমরা আপনাকে চালান দিব, আপনি প্রমাণ দিয়ে Court (কোর্ট) থেকে খালাস হ'য়ে আসতে পারেন, আ'সবেন।

বিনয়। রঘুনাথ বাবু আমার কি হ'ন তা জানেন ?

সব ইনেঃ। জানি—উনি আপনার খুড়া।

বিনয়। আপন খুড়া—একান্নভুক্ত।

রঘু। না, সবইনেস্পেক্টর বাবু! বহুকাল হতে পৃথক অন্নে। ও চোর—লম্পট—ওর যা বিষয় সম্পত্তি ছিল, সব মদ খেয়ে ও বেশ্যা বাড়ী গিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। এখন আর কিছুই নেই, তাই খরচ চলে না বলে, চুরি করে এসে আমার কাঠ বিক্রয় করেছে। আপনি চোরের কথায় বিশ্বাস ক'রবেন না—এখনই বাঁধুন।

কাঃ খরিঃ। আপনি যখন মোকদ্দমা করেছেন, তখন নিশ্চয় বাঁধবেন, কিন্তু রঘুনাথ বাবু! বিনয় বাবু যখন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র, তখন একটা নিষ্পত্য করা আপনার উচিত। নতুবা লোকে আপনাকে নিন্দে ক'রবে।

রঘু। না, আর আমাকে অনুরোধ ক'রবেন না, আমি ওর অনেক

অত্যাচার সহ্য করেছি। আপনারা জানেন না ও পাপিষ্ঠের জেলে থাকাই ভাল। ওর যত সম্পত্তি ছিল সব উড়িয়েছে। কিছুদিন জেলে থা'কলে ওর চরিত্র ভাল হ'তে পারে। শিক্ষা হওয়া আবশ্যক, আমি অনেক বুঝে দেখেছি। ওর যেরূপ স্বভাব হ'য়েছে, তাতে শেষে আমার যথা-সর্ব্বস্ব চুরি ক'রবে।

সব ইনেঃ। আমাদের কর্ত্তব্য আমরা ক'রব—আমরা আপনাকে বেঁধে নিয়ে যাব।

রঘু। হা, চুরির আসামী ছেড়ে দিয়ে রাখেন কেন? ও যেরূপ বদমায়েস, একবার পালালে আর ধরতে পারবেন না—ওকে বাঁধুন।

সব ইনেঃ। (কনেষ্টবলের প্রতি) ওর হাত বাঁধ

(জনৈক কনেষ্টবল কর্তৃক বিনয়কৃষ্ণের হস্ত বন্ধন)

বিনয়। শোন কাকা! আমি তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র, সহস্র অপরাধ ক'র-লেও তোমার মার্জ্জনা করা উচিত। আমি কোন অপরাধও করি নাই, মার্জ্জনাও চাইনা। আমি তোমাদের সরল বিশ্বাস করে যে অপরিণাম-দর্শিতার কার্য্য করেছিলুম, তার উপযুক্ত প্রতিফল দিলে। পূর্ব্বে আমার পিতার উপার্জ্জন ভোগ করেছ, এখন আমার উপার্জ্জন ভোগ ক'রছ, তোমরা এমন বিশ্বাসঘাতক যে, এখন আমাকে বঞ্চনা করে, সব আত্মসাৎ করেছ। পিশাচে যা না ক'রতে পারে তোমরা তাও ক'রতে পার। প্রায় দিন আমার স্ত্রীকে না খেতে দিয়ে উপসী রেখেছ। আমার পৈতৃক সম্পত্তি ও পৈতৃক বাড়ীখানি পর্য্যন্ত গোপনে নিলেম করে বেনামে খরিদ করেছ। এখন আমার কারবারটী হস্তগত করে আমাকে জেলে দিলে! আমাকে পথের ফকির করে দিলে? আমি এতদিন আপনার কাকা—আপনার কাকীমা—আপনার ভাই ছাড়া পর

ভাবি নাই। কারবার করে যত টাকা লাভ হ'য়েছে, সব তোমার কাছে দিয়েছি—বিনোদের কাছে দিয়েছি। তোমাদের সুখে রা'খব, এইটাই আমার জীবনের স্থির সংকল্প ছিল। আমি নিজের হাতে একটা পয়সাও রাখি নাই, আজ তার এই প্রতিফল! আমাকে এমন করে অকূলে ভাসিয়ে দেবে, তা আমি স্বপ্নেও জা'নতুম্ না। যদি আমার সব গেল, তবে আর জেলে যেতে আপত্তি কি?

সব ইনেঃ। রঘুনাথ বাবু! বিনয় বাবু যা ব'লছেন, এসব কি সত্য?

রঘু। না বাবু! আপনি ঐ চোরের কথায় বিশ্বাস ক'রছেন? ওর মত লম্পট আবার উপায় ক'রতে পারে? ওকে এই দণ্ডে বেঁধে নিন্।

বিনয়। আরও কথা আছে কাকা। আমাকে বেঁধে নেও—জেলে দেও—ফাঁসী দেও—আমার বিষয় নেও—সম্পত্তি নেও—বাড়ী-ঘর সব নেও, তাতে কিছু মাত্র দুঃখ নাই—কিন্তু বড়বউকে ঘরে রেখে, এক মুঠো খেতে দিও—যাতে পেটের জ্বালায় পথের ভিখারিণী হ'য়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে করে আমার জা'তমান নষ্ট নাকরে, তাই করো। তার মুখের দিকে চাইবার আর কেউ নেই। ওঃ—আমি কি ভুল ব'লছি। যারা তার জীবন নষ্ট ক'রতে প্রস্তুত—যারা এতদূর নৃশংস—এমন বিশ্বাসঘাতক—তাদের কাছে আবার অনুরোধ থা'কবে! ভুল! ভুল! চল সব্‌ইনেস্পেক্টর বাবু! আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে।

সবইনেঃ। তবে চলুন।

বিনয়। হায়! হায়! শেষে অদৃষ্টে এই ছিল।

রঘু। যেমন কায, তেমনি তার ফল।

[সকলের প্রস্থান।]

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রঘুনাথ রায়ের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ন।

(বিনোদলাল)

বিনোদ। এখন বউ দিদিকে বাড়ী থেকে স্থানান্তর করতে পা'রলেই হয়। দাদাত এখন হাজতে আছেন। বাবা যেরূপ ভাবে যোগাড় যন্ত্র করে তাঁর নামে মোকদ্দমা করেছেন, তাতে নিশ্চয়ই তাঁর জেল খা'টতে হবে। দাদার হাতে একটী পয়সাও নাই। এদিকে বউদিদির গহনাগুলি রূপলালকে দিয়ে বের করে দিয়েছি। মোকদ্দমা চালাবায় আর কোন উপায় নাই, দাদার আর কোন মতে নিস্তার নাই। মোকদ্দমার কথা বউদিদিও জা'নতে পারেন নাই। হরমণি বলে এক মাগী কুলীর আড়কাঠি আছে, আমি তাকে যোগাড় ক'রেছি, বউদিদিকে তার সঙ্গে বের করে দেব। তাঁকে জলপাইগুড়ী নিয়ে যাবার নাম করে, তার হাতে দিতে হ'বে, সে কুলীডিপোয় বেচে ফে'লবে। বাঙ্গা বেটা আজ কোথায় চলে গেছে, বেটা আমার পরম শত্রু।

(সুশীলার প্রবেশ)

বউদিদি। দাদা তোমাকে জলপাইগুড়ী নিয়ে যাবার জন্য পত্র লিখেছেন। সেখানে তাঁর বড় ব্যারাম, তোমাকে একবার দে'খতে চেয়েছেন—তোমার আজই জলপাইগুড়ী যেতে হ'বে—আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

সুশীলা। তাঁর কি ব্যারাম ঠাকুরপো?

বিনোদ। বড় কঠিন ব্যারাম—তোমাকে আজই যেতে হবে।

সুশীলা। সে কি ঠাকুরপো! কতদিন ব্যারাম হ'য়েছে? সেখান হ'তে কি চিঠি এসেছে?

বিনোদ। চিঠি না পেলে কি করে জা'নতে পেলুম্ চিঠি Telegram (টেলিগ্রাম) দুইই পেয়েছি।

সুশীলা। কবে পেয়েছ?

বিনোদ। আজ এসেছে—তোমার আজই যেতে হ'বে।

সুশীলা। কই ঠাকুরপো! চিঠি খানি আমি দেখ্‌ব।

বিনোদ। আমি তোমাকে মিথ্যা ব'লছি? এই দেখ চিঠি, আর দেরী করার সময় নেই, তুমি প্রস্তুত হও, আমি সব ঠিক ক'রেছি, এখনই পাল্কী আ'নতে পাঠাচ্ছি। সুশীলাকে পত্র প্রদান) এই দেখ, চিঠি-- পড়ে দেখ।

[প্রস্থান]

সুশীলা। এ আবার কি বিপদ! হে ভগবান! এ দুঃখিনীর আর বিপদ ঘটাও না। এরা যেরূপ প্রতারক, এদের সঙ্গে যেতে ভয় হয়। এদের কুচক্রে স্বামীর স্নেহে বঞ্চিত হ'য়েছি—সর্ব্বস্ব হতে বঞ্চিত হ'য়েছি—ঘর থেকে গহনাগুলি চুরি হ'য়ে গেল, মনে হয় তাও এদের ষড়যন্ত্র। আবার নূতন কোন বিপদে ফেলবে কিনা, কে জানে? কিন্তু এমন বিপদের কথা শুনে কি করে নিশ্চিন্ত থাকি?

[প্রস্থান]

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। আপন ভাল পাললেও বোঝে, কিন্তু আমার ছোট বউমাটীর

একেবারেই ভাল মন্দ জ্ঞান নেই। বিনয় বড়বউকে খুন ক'রতে গিয়েছিল, ছোট বউমা যদি না বাঁচাত, তাহলে সব গোল চুকে যেত। বউটা মরত— বিনয়টারও ফাঁসী হ'ত—আমরাও নিষ্কণ্টক হতুম্। আর একটা আপদ এসে যুটেছে ঐ বাঙ্গা বেটা—ঐ মুখপোড়া এসেই সব কথা বিনয়কে বলে দিয়েছিল। তাতে আর বেশী কি ক্ষতি হ'য়েছে তা নয়, কত দিনই বা আর গোপন থা'কত? তবে ঐ মড়াটা এসে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়েছে। যাই হ'ক, আমাদের কায এক রকম হাতে এসেছে।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান—শ্যামনগর রেলওয়ে ষ্টেশন।

কাল—রাত্রি।

(প্লাটফরমের এক পার্শ্বে পর্দ্দায় ঘেরা একখানি পাল্কী তৎপার্শ্বে বেহারা-গণ দণ্ডায়মান। যাত্রীগণের প্লাটফরমে পাদচারণ, পাল্কীর কিছুদূরে বিনোদলাল ও হরমণির জনান্তিকে কথোপকথন)

বিনোদ। (জনান্তিকে) দেখ হরমণি! আর যেন কোন রকমে বাড়ী ফিরে না আসতে পারে, এবং কেউ যেন না জান্তে পারে। এ বড় গুরুতর কায—যদি কোন রকমে প্রকাশ পায়, তবে তোমারও বিপদ, আমারও পিবদ।

হরমণি। (জনান্তিকে) আপনার সে বিষয়ে কোন চিন্তা নাই। জানেন ত আমার ব্যবসা এই।

বিনোদ। জানি ব'লেইত তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার ক'রতে যাচ্চি, কিন্তু দেখ, খুব সাবধানে যেন কার্য্যোদ্ধার হয়।

হরমণি। অত ক'রে আপনার সাবধান করতে হবে না।

বিনোদ। আমি গাড়ীতে উঠব, কিন্তু পরের ষ্টেশনে গিয়ে ফিরে আসব, অথবা যদি না উঠে পারি, তা হ'লে এখান থেকেই ফিরে যাবো।

হরমণি। সে আপনার সুবিধা বুঝে। গাড়ীতে উঠলেই আমার হাতে প'ড়বে, আমি সব ঠিক করে নেব। আমার হাত হ'তে উদ্ধার পাওয়া বড় কঠিন কথা।

জনৈক ব্যাহারা। বাবু! বাবু! মো কাছেরো আছো।

বিনোদ। যাই।

হরমণি। তবে এই কথা আর কি? গাড়ী আসার সময় হ'ল।

বিনোদ। আর বেশী কি ব'লব, আমি যাই, ওদিকে দেখি গিয়ে, ব্যাহারা বেটারা চেচাচ্ছে।

(বিনোদলালের ব্যাহারাদের নিকট গমন, হরমণির অন্যদিকে প্রস্থান)

১ম ব্যাহারা। বাবু! গাড়ীত অছি গেলা, ভাড়ারো টঙ্কা দেউচনা কাই?

বিনোদ। দেব এখন, একটু দেরি কর্‌না।

১ম ব্যাহারা। মোরা কি থাকুচি? মোরা চালি যাউচি।

বিনোদ। বলিস্ কি, গাড়ী এলে যাবি।

২য় ব্যহারা! ভাড়াত দেউচ গোট্টে টঙ্কা, দেরী করবো কাই?

বিনোদ। আচ্ছা বেটা, আর কিছু ধরে দেব।

১ম ব্যাহারা। হউ।

২য় ব্যাহারা। সে হউচি কাই? গাড়ী আছি গেলা বাবুত গাড়ী-পর চড়ি যাউচি, ভাড়া কোন দেউচি পারা?

বিনোদ। আচ্ছা, বেটা তোদের ভাড়া নেঁ, গাড়ী এলে তার পরে যাবি।

(১ম ব্যাহারার হস্তে টাকা প্রদান)

১ম ব্যাহারা। এতো গুট্টে টঙ্কা, বক্‌সিস্ কেইঠী?

বিনোদ। এইনে বক্‌সিস্। (একটী সিকি প্রদান)

(প্লাটফরমে গাড়ী আসিয়া থামিল। যাত্রীগণের আরোহণ অবতরণ)

(হরমণির প্রবেশ)

হরমণি। বাবা! গাড়ীতে কি ভিড়!

(স্ত্রীলোকদিগের ইণ্টারক্লাসের গাড়ীর দরজা খুলিয়া আরোহণ)

বিনোদ। (পাল্কীর নিকটে গিয়া) বউ দিদি! পাল্কী থেকে বের হ'য়ে আমার সঙ্গে এস।

সুশীলা। (পাল্কী হইতে বাহির হইয়া বিনোদলালের পশ্চাৎ গমন)

বিনোদ। (হরমণি যে গাড়িতে উঠিয়াছিল ঐ গাড়ীর দরজা খুলিয়া) এই গাড়ীতে ওঠ, আমি পুরুষদের গাড়ীতে যাই।

সুশীলা। (গাড়ীতে আরোহণ)

(দরজা বন্ধ করিয়া বিনোদলালের অন্য দিকে প্রস্থান)

(কিয়ৎক্ষণ পরে ঘণ্টা দেওয়ায় গাড়ী ছাড়িয়া যায়)।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান— রঘুনাথের অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

কাল—রাত্রি

(সুধার প্রবেশ)

সুধা। আমি এত চেষ্টা ক'রলুম্, কিছুতেই স্বামীকে পাপ সংকল্প হ'তে নিবৃত্ত ক'রতে পা'রলুম্ না—কেউ আমার কথা কানে তোলেন না। হা পরমেশ্বর! তুমি এঁদের সৎ প্রবৃত্তি দাও—সৎ পথে নেও—পাপ সংকল্প হ'তে নিবৃত্ত কর—সকল দিক রক্ষা কর। এ পাপের পরিণাম ফল যে কি তা কিছুই বু'ঝতে পা'রছিনি। যারা এত পাপ করে, তাদের কিছুতেই ভাল হ'তে পারে না। ভাল হ'লেও, এমন ভাল যেন কেউ কামনা না ক'রে। আজ জলপাইগুড়ী নিয়ে যাবার নাম করে দিদিকে পাল্কী করে নিয়ে গেছেন। শু'নলুম্ সেখানে আমার ভাসুরের বড় ব্যারাম, তিনি দিদিকে নিয়ে যেতে লিখেছেন, কিন্তু এর মধ্যে কোন কুমতলব আছে কিনা, কি করে জা'নব? মনে করেছিলুম্ আমি দিদিকে যেতে নিষেধ ক'রব, পরে অনেক ভেবে তা করিনি। চিঠি যদি সত্য হয়, তা হ'লে বড় অন্যায় হ'বে, বিশেষ চিঠিতে লেখা আছে, তাঁর বড় ব্যারাম—ব্যারাম অবস্থায় দে'খতে চেয়েছেন, তাই মনে করে দিদিকে নিষেধ করিনি। কিন্তু এখন আমার ভয় হ'চ্ছে। এদের একটা কথাও সত্য নয়। আমার মন কেমন ক'রছে।

(বিমলার প্রবেশ)

বিমলা। ছোট বউ মা! তুমি রাত দিন অমন করে কি ভাব বল দেখি? তুমি যে পাগল হ'য়ে উ'ঠলে দেখ্‌ছি।

সুধা। কি ভা'ব্‌ব মা! ঈশ্বরের কাছে শুধু সংসারের মঙ্গল কামনা করি।

বিমলা। সংসারের অমঙ্গল দে'খলে কিসে?

সুধা। আপনারা না দেখুন, আমি দেখ্‌ছি। আমাদের কিছুতেই ভাল হ'তে পারে না—আমাদের সর্ব্বনাশ হ'বে—পাপের প্রতিফল অবশ্য ভোগ ক'রতে হবে।

বিমলা। তুমি পাপ পাপ করে পাগল হ'বে দেখ্‌ছি। কিসে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে? ও কথা আর মুখে এন না।

সুধা। আমি সাধ করে বলি না মা। সব সময়ই আমার মনে এই ধারণা হয়।

বিমলা। সব সময়ই বসে বসে ঐ এক কথাই ভাব, তাই মনের ধারণা অমন হয়। ওকথা আর ভেব না। যাও, ঘুমোওগে।

সুধা। যাই মা। (স্বগতঃ) হা নারায়ণ! মঙ্গল করো! যাতে সব দিক রক্ষা হয়, তাই করো। (প্রস্থান)

বিমলা। বউমাটী আমার নেহাত বোকা মেয়ে। ওকে নিয়ে বড় মুস্কিলে পড়েছি। আমি এত উপদেশ দিই—এত বুঝোই,—কিছুতেই ফল হ'ল না। এখন আমার ভাবনা হয়েছে যে পাগল হয়ে না যায়। সেই এক বুলি শিখেছে অধর্ম্ম হবে, অধর্ম্ম হবে, এই অধর্ম্ম অধর্ম্ম করেই পাগল হ'বে দে'খতে পাচ্ছি, কি ক'রব? আমার কপালগুণে সব হয়। বেটা অনর্থক ভেবে ভেবে শরীরটে একেবারে নষ্ট করেছে। (প্রস্থান)

করে, আমাদের বঞ্চিত করেছে। আমার স্বামী জলপাইগুড়ীতে কাঠের কারবার করেন। আমার দেওর আমাকে একখানি জাল চিঠি দেখিয়ে, জলপাইগুড়ী নিয়ে আসার নাম করে, রেলে উঠিয়ে দিয়ে পালিয়ে গেছে। এখন বু'ঝতে পাচ্ছি আমাকে ঘরের বার করে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য! আমার কাছে টিকিট পর্য্যন্ত ছিল না, একটী স্ত্রীলোক আমার গাড়ীতে ছিল, সেই আমার মান বাঁচিয়েছে।

রাজ কিঃ। উঃ—কি সাংঘাতিক লোক! তোমার বাড়ী কোথায় মা?

সুশীলা। শ্যামনগর।

রাজ কিঃ। আমি ঢাকায় যাচ্ছি—আমার সেখানে মোকদ্দমা আছে, নতুবা তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিবার ব্যবস্থা ক'রতুম্। এখন আমার কাছে বেশী টাকাও নাই—আমার খাড়ের উপর মামলা—কত টাকা খরচ হ'বে তাও ব'লতে পারি না। আমি তোমার স্বামীর কাছে এক খানি টেলিগ্রাম করে যাব, তুমি তার নাম ঠিকানা আমাকে দেও।

সুশীলা। আপনার কাছে যদি পেন্‌সিল ও কাগজ থাকে, অনুগ্রহ করে আমাকে দিন্। শুধু আমার স্বামীর কাছে টেলিগ্রাম দিলে কোন ফল হ'বে বলে আমার বোধ হয় না। আমাদের বাড়ীতে বাঞ্ছারাম দাস বলে একটী চাকর আছে, তার নামে টেলিগ্রাম দিলে ভাল হয়, কিন্তু আমার কাছে টাকা পয়সা কিছুই নেই।

রাজ কিঃ। তোমার এ বিপদের সময়, আমি নিজে খরচ দিয়ে টেলিগ্রাম ক'রছি।

সুশীলা। যদি আমার উপর দয়া ক'রলেন, তবে বাড়ীতে বাঞ্ছারাম দাসের নামেও একখানি টেলিগ্রাম দেবেন। যে স্ত্রীলোকটী আমার

মান বাঁচিয়েছে, তার নাম হরমণি, এখানে তার বাড়ী আছে' যত দিন কেউ না আসে, তত দিন তার বাড়ীতেই থা'কবো।

রাজ কিঃ। (পেন্‌সিল ও কাগজ প্রদান করিয়া) এই নেও, নাম ঠিকানা লিখে দেও।

সুশীলা। আপনার নাম ঠিকানাটী অনুগ্রহ করে আমাকে দিতে হ'বে। টেলিগ্রাম করবার জন্য আপনি আমাকে যা দিবেন, আমি বাড়ী যেতে পা'রলে, আপনাকে পাঠিয়ে দেব।

রাজ কিঃ। আচ্ছা, আমার ঠিকানা দরকার হয় আমি দেব। কিন্তু টেলিগ্রাম ক'রতে আমি যা খরচ ক'রব, তা পাবার প্রত্যাশা করি না। তুমি নাম ঠিকানা লিখে দেও।

(ঘণ্টা দিয়া ষ্টীমার ছাড়িয়া যায়)

এইত মা! ষ্টীমার ছেড়ে গেল। আমি তোমার জন্য ষ্টীমার ফেল হ'লুম্। যা'ক, দুপুর বেলা যে ষ্টীমার যাবে, তাতে গেলেও আমার কোন ক্ষতি হ'বেনা।

সুশীলা। (ঠিকানা লিখিয়া কাগজ চিঠিও উডপেন্‌সিল প্রদান) আমার জন্য আপনার খুব ক্ষতি হ'ল। এই নিন্ নাম ঠিকানা। আমার স্বামীর নামে একখানি চিঠি লিখে দিলুম্, আপনি অনুগ্রহ করুন এক খানি খামে পুরে, নাম ঠিকানা লিখে দেবেন।

রাজ কিঃ। (নাম ঠিকানা লিখিয়া প্রদান) আচ্ছা মা! আমি এখন আসি। এখন টেলিগ্রাম দিলে নটার মধ্যে পাবে, তা হ'লে তোমার বাড়ীর লোক সন্ধ্যার সময় এসে পৌছিতে পারে। আমিও ঢাকা থেকে ফিরে যাবার সময় হরমণির বাড়ীতে তোমার সন্ধান ক'রব।

[প্রস্থান]

সুশীলা। ঈশ্বর করেন টেলিগ্রাম পেয়ে বাঞ্ছারাম আসে, তা হ'লে এ বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'তে পারি। জলপাইগুড়ী টেলিগ্রাম দেওয়া হ'বে, কিন্তু তাতে কোন ফল হ'বে বলে আমার বোধ হয় না। হরমণি আমাকে তার বাড়ী যেতে যত্ন করেছে। সে বলেছে, তার বাড়ীতে সে একা থাকে—আর সে বুড়ো মানুষ—তার বাড়ীতে যাওয়াই সঙ্গতঃ। সে কোথায় গেছে, আমার কাছে এসে আমাকে নিয়ে যাবে বলেছে। এখানে থাক্‌লে ত বিপদ ঘটবে দে'খতে পাচ্ছি।

(হরমণির প্রবেশ)

হরমণি। দেখ মা! তোমার বিপদের কথা শুনে আমি প্রাণে বড় ব্যাথা পেয়েছি। তোমার দেওর তোমার সঙ্গে এমন প্রতারণা করেছে! আমি না থা'কলে রেলের বাবুরা তোমাকে বড় লাঞ্ছনা দিত। এখন আমার বাড়ীতে চল, তারপর তোমার বাড়ী যাওয়ার বন্দবস্ত করে দেব—আমি নিজে তোমাকে রেখে আসব।

সুশীলা। না মা! আমি এখানেই থা'কব—আর কোথাও যাব না।

হরমণি। সেকি মা! আমার বাড়ীতে অন্য কোন লোক নেই। এখানে কেন থা'কবে? দুপুর বেলা স্নান আহার ক'রতে হ'বেত? তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে, এখানে কি করে থা'কবে? তুমি কোন চিন্তা ক'রনা, আমি নিশ্চয় তোমাকে বাড়ী পৌছে দেব।

সুশীলা। আমার স্নানাহারের আবশ্যক নেই।

হরমণি। তাকি হয়! গাড়ীর মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হওয়া অবধি, আমার মনে বড় কষ্ট হ'য়েছে। যতক্ষণ তোমার বাড়ী যাওয়ার একটা উপায় ক'রতে না পা'রব, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পা'রব না। এখন চল মা! আমার কথার অন্যথা করনা। আমার সঙ্গে

যদি দেখা না হ'ত, তা হ'লে যা হয় ক'রতে, কোন কথা ছিলনা। আমি থা'কতে তোমার কোন চিন্তা নেই।

সুশীলা। আচ্ছা মা! তুমি যখন আমার এত উপকার করেছ, তখন তোমার কথার অন্যথা ক'রবনা।

[উভয়ের প্রস্থান]

(কিশোরী মোহনের পুনঃ প্রবেশ)

কিশোরী। যেমন করে হ'ক, এই স্ত্রীলোকটীকে হাত করতেই হ'বে। হরমণি মাগী কুলীর আড়কাঠী ওকে চাবাগানে দেবে। আমি ওকে আমার হাতে দিতে বলেছি—স্বীকারও করেছে—টাকার লোভও দিয়েছি। কি সুন্দর চেহারা! এমন সুন্দরী আমি কখনও দেখিনি! হরমণির কাছে শুনলুম্ ওর স্বামী ওকে ত্যাগ করেছে—একবার হাত ক'রতে পা'রলেই বাধ্য হ'বে।

[প্রস্থান]।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—শ্যাম নগর রঘুনাথ রায়ের বাটীর সম্মুখ।

কাল—প্রাহ্ণ।

(বিনোদ লালের প্রবেশ)

বিনোদ। বাঙ্গাবেটা আজ আবার বিলাসী মাগীকে এনে ঘুটিয়েছে। ওদের আর এ বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেওয়া হ'বেনা। এখন ওদের তাড়াতে পা'রলেই নিরাপদ হ'তে পারি। আজই ওদের তাড়াতে হ'বে, আর ওদের তিলার্দ্ধও এখানে থা'কতে দেওয়া উচিত নয়।

(পিওনের প্রবেশ)

পিওন। এখানে বাঞ্ছারাম দাস কে আছে।

বিনোদ। কেন, তার কাছে কি দরকার?

পিওন। তার একখানি টেলিগ্রাম আছে।

বিনোদ। আমার কাছে দেও, সে আমার চাকর, আমি তাকে দেব এখন।

পিওন। নিন্, একটী সই করে দিন্। (টেলিগ্রাম প্রদান করিয়া পেনসিল ও পিওন ডেলিভারি বুক বিনোদলালের হস্তে প্রদান, বিনোদ লালের সহি করন, পিওনের প্রস্থান)

বিনোদ। (টেলিগ্রাম পাঠকরিয়া) একি! এযে বউদিদির টেলিগ্রাম, বাঞ্ছাকে হরমণির বাড়ী থেকে নিয়ে আস্‌তে লিখেছেন। এ টেলিগ্রাম তাঁকে কে করে দিলে? যাই হ'ক, হরমণির হাত থেকে নিস্তার পাবে না। আমার হাতে টেলিগ্রাম পড়েছে তাই রক্ষে। বাঞ্ছা যাতে এ সব টের নাপায়, সে বিষয় সাবধান হ'তে হ'বে।

[প্রস্থান।

(বাঞ্ছাও বিলাসীর প্রবেশ)

বাঞ্ছা। বিলাসি! এখন উপায় কি করা যায়? তোমাকে আ'নতে গিয়ে আমি একদিন বাড়ী ছেড়েছি। আর এদিকে এই বিপদ। এখন কি করে বড়মার সন্ধান পাই?

বিলাসী। তাইত বাঞ্ছারাম। এযে বড় বিপদের কথা! এরা চক্রান্ত করে শেষে আমাদের উপর একটী দোষ চাপাতে পারে, আমাদের এখন এ বাড়ীতে থা'কতে দেবে না। এরা না পারে এমন কোন কায নেই।

বাঞ্ছা। বিলাসি! কিছুতেই আমাদের এ বাড়ী ছেড়ে যাওয়া হ'বে না। আমি বড়মার সন্ধানে যাব, তুমি কিছুতেই বাড়ী ছেড়ে যেও না।

(বিনয়কৃষ্ণের মোহরারের প্রবেশ)

মোহঃ। এ বাড়ী কার?

বাঞ্ছা। আপনার কার বাড়ীতে দরকার?

মোহঃ। এই বাড়ী বিনয়কৃষ্ণ বাবুর?

বাঞ্ছা! হাঁ, এই বাড়ী তাঁর। আপনি কোথেকে আ'সছেন। আপনার কি দরকার?

মোহঃ। তোমার কি নাম?

বঞ্ছা। আমার নাম বাঞ্ছারাম দাস—আমি তাঁর চাকর।

মোহঃ। তোমার কাছেই আমার দরকার। আমি জলপাইগুড়ী থেকে এসেছি—তোমার সঙ্গে আমার গোপন কথা আছে।

বাঞ্ছা। আপনার যে কথা থাকে,—এখানে বল্‌তে পারেন—এখানে অন্য কেউ নেই।

মোহঃ। কি ব'লব বাঞ্ছারাম! বিনয় বাবু বড় বিপদাপন্ন। রঘুনাথ বাবু তাঁকে কারবার হ'তে বঞ্চিত করেছেন। চুরি করে কাঠ বিক্রয় করার অপরাধ দিয়ে, তাঁর নামে একটী মিথ্যা মোকদ্দমা করে, তাঁকে ফৌজদারীতে দিয়েছেন—বিনয় বাবু এখন হাজতে আছেন। তাঁর কাছে টাকা পয়সা নেই। টাকা না হ'লে তাঁর উদ্ধারের উপায় নেই।

বিলাসী। উঃ! কি প্রতারণা! বাঞ্ছারাম! এখন উপায় কি?

বাঞ্ছা। আমি আর কি ক'রব বিলাসি! সব দিকেই সঙ্কট। আমার প্রাণ দিলেও যদি প্রতিকার হয়, তাও দিতে প্রস্তুত আছি। এখন

ভগবানকে ডাক, তিনি যদি উপায় করেন, তবে উপায় হ'বে, নতুবা আর কোন উপায় নেই।

মোহঃ। বিনয় বাবুর নামের Forester Officeর (ফরেষ্টর অফিসের) এক খানি পাট্টা ও রঘুনাথ বাবুর লিখিত কয়েক খানি চিঠি, যার দ্বারা বিনয় বাবুর কারবার প্রমাণ হ'বে। সেই চিঠি ও পাট্টা বাড়ীতে তাঁর বাক্সের মধ্যে আছে। ঐ পাট্টা ও চিঠি কয়খানি পেলে, তিনি নিশ্চয় মুক্তি পাবেন। ঐ চিঠি রঘুনাথ বাবুর নিজের হাতের লেখা। তার দ্বারা বিনয় বাবুর কারবার প্রমাণ হ'লে, রঘুনাথ বাবু নিশ্চয়ই খেলাপে প'ড়বেন। তিনি মুক্তি পাবেন, তোমরা কোন চিন্তা ক'রনা। তাঁর স্ত্রীর গহনা বন্ধক রেখে কিছু টাকা আর পাট্টা ও চিঠি নিয়ে, তোমাকে জলপাইগুড়ী যেতে বলেছেন।

বাঞ্ছা। আমরা সব করেছি—আমাদের সব আশাই নষ্ট হল।

বিলাসী। বাঞ্ছারাম! আমি আজীবন পরের বাড়ীতে খেটে যা কিছু করেছি, সব বড় বাবুর মুক্তির জন্য মোকদ্দমার খরচ করব।

বাঞ্ছা। আমার হাতে যা কিছু আছে তাও আমি দেব, তুমি টাকা নিয়ে জলপাইগুড়ী যাও। যদি বাবুর বাক্সেতে পাট্টা ও চিঠি থাকে, আমি এখনই বাক্স ভেঙ্গে বার করে এনে দিচ্ছি। আমি বড় মার সন্ধানে যাব। দেখুন্ মহাশয়! এই বিলাসীকে আপনার সঙ্গে দিব, আগে দেখি, আমি পাট্টা ও চিঠি পাই কিনা, মোকদ্দমার যোগাড় যা ক'রতে হয়, তা আপনি করবেন, আপনার কথায় বু'ঝতে পাচ্ছি, আপনি বড়বাবুর বড় হিতৈষী।

মোহঃ। আমি তাঁর কারবারের মুহরি ছিলুন্। তাঁর অনেক খেয়েছি,—এখন দুর্দ্দিনে উপকার না ক'রলে, অকৃতজ্ঞের কায করা হয়।

বাঞ্ছা। আচ্ছা, আমি দেখে আসি পাট্টা ও চিঠি পাই কিনা।

আপনাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা ক'রতে এলে, জলপাইগুড়ীর লোক বলে পরিচয় দেবেন না।

[বাঞ্ছারাম ও বিলাসীর প্রস্থান]

মোহঃ। এরা দেখছি অতি মহৎ। এমন দাস দাসী কখনও দেখি নাই। প্রাণ দিয়েও প্রভুর উপকার ক'রতে প্রস্তুত। এরা দাস দাসী এদের অন্তঃকরণ এত উচ্চ, আর রঘুনাথ বাবু খুড়ো হ'য়ে, বিনয় বাবুর উপর এত অত্যাচার ক'রছেন? কি সাংঘাতিক লোক!

(কাগজপত্র লইয়া বাঞ্ছারাম ও বিলাসীর পুনঃ প্রবেশ)

বাঞ্ছা। এই দেখুন মহাশয়! বাক্স ভেঙ্গে অনেক কাগজপত্র এনেছি। দেখুন—এর মধ্যে পাট্টা ও চিঠি আছে কি না।

[মোহরারের হস্তে প্রদান]

মোহঃ। হাঁ, এর মধ্যে সব আছে। এই দেখ, এই পাট্টা ও চিটি কয়খানি। (বাঞ্ছারামের হস্তে প্রদান) আর এ কাগজগুলি কোন দরকার নাই. এগুলি রেখে এস।

বাঞ্ছা। আচ্ছা, অন্য কাগজগুলি আমি রেখে আসছি।

মোহঃ। শীঘ্র যেতে হবে, নতুবা ট্রেণ পাওয়া যাবে না।

(বিনোদলালের প্রবেশ)

বিনোদ। দেখ্ বাঞ্ছা! তুই আর আমাদের বাড়ীতে ঢু'কতে পারবি না। যদি ঢু'কবি, আমি তোকে পুলিশে দেব।

বাঞ্ছা। শোন ছোট বাবু! আমি আপনাদের চাকর, যাতে সম্মান রেখে কথা ব'লতে পারি তাই ক'রবেন। কেন আমি বাড়ীর মধ্যে ঢু'কব না? আপনি আমাকে পুলিসে দিতে পারেন, আর আমি আপনাকে দিতে পারি না? আপনি বড়মাকে খুন ক'রে ফেলেছেন,

আমি এখনই পুলিসে এজাহার দেব। আপনি তাঁকে বাড়ী থেকে নিয়ে গেছেন, তার প্রমাণও আছে।

বিলাসী। আর কেন খাতির রেখে কথা ব'লব? আপনি আমাদের বাড়ীতে ঢু'কতে না দিবার কে? এ বাড়ীতে আপনার যেমন অধিকার, বড়বাবুরও তেমনি অধিকার—আমরা তাঁর ঝি চাকর, কেন আমরা বাড়ীতে ঢুকব না? মিথ্যা মোকদ্দমা করে বড়বাবুকে হাজতে দিয়েছেন বলে, মনে ক'রবেন না যে বাড়ী আপনাদের হ'য়েছে?

বিনোদ। দেখ্ বিলাসি! তোর যে বড় স্পর্দ্ধার কথা শু'নছি?

বাঞ্ছা। এখন এইরূপ শু'নতে পাবেন। আর আমরা খাতির রেখে কথা ব'লব না। আপনার যা ক'রবার করুন্ গিয়ে। যা করেছেন তার বেশী আর কি ক'রবেন?

বিলাসী। ফের কথা ব'ল্লে, মান রেখে কথা ব'ল্‌ব না। এত অন্যায় অত্যাচার আর সহ্য ক'রতে পা'রব না।

[বিনোদলালের প্রস্থান, পরে সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—মানদার শয়ন কক্ষ।

কাল—রাত্রি।

(মানদা ও রূপলাল।)

রূপ। দে—মানদা! মদ দে।

মানদা। মদ একটু পরে খাস্, তোর পেটে মদ প'ড়লেই মাতাল

হ'য়ে বাস্। আগে যা জিজ্ঞাসা করি, তার উত্তর দে। এ চুরিতে কেউ ত তোকে সন্দেহ করে নি ?

রূপ। কেন ক'রবে না? জানিস্ ত, যে কোন যায়গায় চুরি হ'লেই আমাকে ধরে।

মানদা। দেখিস্ ভাই! আমার বাড়ীতে খুব সাবধান হ'য়ে আসিস, কেউ যেন না জা'ন্‌তে পারে, তা হ'লে আমাদের জন্মের মত যেতে হবে।

রূপ। তুইও সাবধান থাকিস্। গহনাগুলি শীগ্‌গির বার করিস্ না।

মানদা। না, তোর সে ভয় নেই।

রূপ। একটা সেক্‌রা যোগাড় ক'রে, গহনাগুলি গালিয়ে ফে'ল্‌লে হ'ত।

মানদা। আমি ও সব গালাতে দেব না। যা'ক আর দু এক বচ্ছর তার পর ব্যাভার ক'রলে কেউ টের পাবে না।

রূপ। দেখ ভাই! বিনয় বাবুর ঘর থেকে গহনাগুলি চুরি ক'রে আন্‌তে অনেক কষ্ট পেতে হ'য়েছে। বিনোদ লাল সাহায্য না ক'রলে, আমি কিছুতেই চুরি করে আন্‌তে পারতুম্ কি না আমি কম কষ্ট পাই ? ঘোষেদের বড় বাড়ীর চুরি ও হারাধন বাবুদের বাড়ীর চুরির জন্য, পুলিস কি আমাকে কম শাস্তি দিয়েছিল ? যতই শাস্তি দি'ক, আমি কি স্বীকার ক'রবার লোক ! তুই গহনাগুলি সাবধান ক'রে রাখিস্।

মানদা। আমাকে কি এমনই বোকা ঠাউরেছিস্ ? আমি সেগুলি পরেও আনিনি যে ধরা পড়্‌ব, আর দু এক বছর না গেলে ঘরে আনবও না।

রূপ। ও সব কথা ছেড়ে দে। এখন মদ দে মানদা।

মানদা। (বোতল হইতে মদ ঢালিয়া) দেখ্ রূপলাল! জীবনে যদি কাউকে ভাল বেসে থাকি, তবে তোকে বেসেছি, বিনয় কি হরিশকে, কেবল মুখের ভালবাসা দেখিয়ে ভুলিয়ে রেখেছিলুম্। তুই যেন অসময়ে আমাকে ভুলিস্ নি। (রূপলালের হস্তে গ্লাস প্রদান।)

রূপ। (সুরা পান করিয়া) ভুলে যাওয়ার কথা কি ব'ল্‌ছিস্ মানদা! আমার জীবন থাক্‌তে কি তোকে ভু'ল্‌তে পা'রব?

মানদা। দেখিস্ ভাই! আর টাকা পয়সার প্রত্যাশা নাই— টাকা পয়সা যথেষ্ট উপায় করেছি।

রূপ। ও সব পুরোণ কথা রাখ, এখন মদ দে।

মানদা। (মদ ঢালিয়া গ্লাস প্রদান) নে ভাই।

রূপ। (সুরা পান করিয়া) দেখ্ মানদা! যত কিছু করি সব তোর জন্যে।

মানদা। দেখিস্ ভাই! চিরদিন যেন এইটুকু থেকে যায়।

(গীত)

বাসনা করে রাখি হৃদয়ে তারে অতি গোপনে।
নিরজনে হেরি মুখ থাকি নয়নে নয়নে।
প্রাণে প্রাণে মিশে রহি, মরমের কথা কহি,
নিশি দিন যায় বহি, সুখদুখ আলাপনে।
তার বিরহ দহনে, ধারা বহে দুনয়নে,
হেরিতে বাসনা মনে সুখেরহে সে কেমনে।

রূপ। এই ত চাই মানদা!

(বাহির হইতে) মানদা! দোর খোল্।

মানদা। চুপ্, চুপ্।

রূপ। চুপ্, চুপ্।

মানদা। (মৃদুস্বরে) হরিশচন্দ্র এসেছে, তুমি এখানে আছ টের পেলে অনর্থ ঘটাবে।

রূপ। আসুক না, আমি কাকে ভয় করি মানদা ?

(বাহির হইতে) মানদা! শীঘ্র দোর খোল্।

মানদা। ঐটী তোর মস্ত দোষ। একটু মদ খেলেই মাতাল হ'য়ে পড়িস্। আয় ভাই! তোকে পাশের ঘরে রেখে, দোর খুলে দিই।

রূপ। আমার কি আর ওঠবার ক্ষমতা আছে ? পারিস্ত আমাকে কান্দে করে রেখে আয়।

মানদা। আয় ভাই! আমার কান্দে ভর কর, আমি রেখে আসি। (রূপলালের হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ।)

রূপ। (উঠিতে গিয়া পতিত হইয়া) ও ভর টর আর আমার দ্বারা হ'বে না। তোর ভয় কি মানদা! আসুক না হরিশ, যদি কিছু বলে ত ওর মাথা গুঁড়িয়ে দেব।

মানদা। চুপ্—আস্তে কথা বল্। (রূপলালের হস্ত ধরিয়া পুনরায় আকর্ষণ করিয়া, তুলিতে অপারগ হইয়া) এক কায কর, গড়িয়ে খাটের নিচেয় যা, আমি একখানা সতরঞ্চ চাপা দিই।

(বাহির হইতে পুনরায়) দোর খু'লবে না মানদা!

রূপ। সে কি মানদা! খাটের নিচেয় যাব কেন, আমি কাকে ভয় করি ? পারিস্ আমায় গড়িয়ে দে।

মানদা। (রূপলালকে গড়াইয়া খাটের নিচেয় দিয়া সতরঞ্চ চাপা

দিয়া বিছানার চাদর ঝুলাইয়া দেওয়া) দেখ্ ভাই! কোন কথা বলিস্ নি। হরিশ্চন্দ্র হাত ছাড়া হ'লে আমার বড় ক্ষতি হ'বে।

রূপ। তাইত বড় বিপদে ফে'ল্লি দেখ্ছি। তোর ভালবাসাটা বড় ঘোরাল হ'য়ে দাঁড়াল দেখ্ছি।

মানদা। চুপ্ চুপ্।

(মানদা কর্ত্তৃক দ্বারোদ্ঘাটন হরিশ্চন্দ্রের গৃহ প্রবেশ)

এত রাত্রে কোথেকে? আজ আস্বে না বলে গিয়েছিলে যে?

হরিশ। এখানে কে কথা ব'ল্ছিল মানদা?

মানদা। কে কথা ব'ল্বে? আমি ত ভাই ঘুমিয়ে পড়েছিলুম্। বড় অসুখ করেছিল, তাই এক বোতল মদ আনিয়ে, কতকটা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম্, বড় নেশা হ'য়েছে।

হরিশ। তোমাকে আমি অনেক ডেকেছি, দোর খুলে দিতে এত দেরী ক'রলে কেন?

মানদা। তাইত ব'ল্ছিলুম্, তুমি এত ডেকেছ, আমি কিছুই শু'ন্তে পাই নি।

রূপ। (খাটের নিম্ন হইতে) উঃ—হু—হু—

হরিশ। ও কে মানদা?

মানদা। ও আমার এক মাসী এসেছিল। তুমি আসবে না বলেছিলে, তাই এখানটায় শুয়েছিল,—গড়াতে গড়াতে বেটী খাটের নিচেয় চলে গেছে।

রূপ। বাবা! আমার যাত্রাটা আগে পূর্ণ করে দেও, শেষে মাসীই বল, আর পিসীই বল, যা বল তাতেই রাজি আছি।

হরিশ। ও কে? ও কি ব'ল্ছে?

মানদা। আমার মাসী, ও বেটী পাগল, তুমি ওর কথায় কাণ দেও কেন? (স্বগতঃ) একি ক'র্লুম! মাসী বলে ভাল করিনি, এখনি সব প্রকাশ হ'য়ে প'ড়বে, বড় অন্যায় করেছি। ও যে এতদূর মাতলামি ক'রবে তা স্বপ্নেও জান্তুম না।

রূপ। (সুরে) "মাসী বলে মাথা খেলি মোর।"

হরিশ। এ কি মানদা? এ যে পুরুষ মানুষের গলা!

মানদা। আমি তোমাকে মিথ্যা ব'ল্‌ছি? ও মুখে কাপড় জড়িয়ে শুয়ে আছে তাই আওয়াজটা অমন বোধ হ'চ্ছে।

রূপ। (গায়ে সতরঞ্চ জড়াইয়া খাটের নিম্ন হইতে বাহির হইয়া) "এ তোর মাসীরে বাপা, কোন কর্ম্ম নহে ছাপা।"

হরিশ। কে তুই পিশাচ? (গায়ের সতরঞ্চ আকর্ষণ)

রূপ। (গায়ের সতরঞ্চ জড়াইয়া ধরিয়া) সহজে মান ভা'ঙ্গতে পা'রছ না বাবা! যতই পায়ে ধর, আর হাতে ধর—ঘোমটা খু'ল্‌ছি নি।

হরিশ। (সজোরে মুখের সতরঞ্চ ফেলিয়া) এ যে দাড়ী গোফ-ওয়ালা মাসী! দেখ্ মানদা! তোরা মাতাল হ'য়ে পড়েছিস্, আমি মাতাল হয়ে আসি নি. এমন মাসী তোর আর কয়জনা আছে?

রূপ। মানদা ঠিক বলেছে। আর জন্মে ওর মাসী ছিলুম, এ জন্মে দাড়ী গোফ গজিয়েছে, তাই ওর মেসো হ'য়ে পড়েছি।

হরিশ। আচ্ছা, আমি তোমার দাড়ী গোফ ঘুঁচিয়ে দিচ্ছি। (দাড়ী গোফ টানিয়া ছিড়িতে ছিড়িতে) দেখ কেমন সুখ।

রূপ। ও বাবা গো! মলুম্ গো! হরিশ বাবু! আমি বাবা তোমার মাসতুত ভাই হই, আমাকে এমন করে মার্‌তে হয়?

হরিশ। কিসের মাসতুত ভাই পাজি।

রূপ। চোরে, চোরে। ভেঙ্গেছে না হয় মান ভেঙ্গেছ, গোঁফগুলো কেন টেনে ছিড়্‌লে বাবা ?

হরিশ। মানদা! আমি পূর্ব্বেই তোর স্বভাবের পরিচয় পেয়েছি, তাই আজ কৌশল করে তোকে হাতে চুলে ধ'রলুম্। (চুলের মুটি ধরিয়া) দেখ্ পিশাচি! তুই বিনয় কৃষ্ণের সর্ব্বস্বান্ত করেছিস্—আমাকেও সর্ব্বস্বান্ত করেছিস্—এখনও আমি তোকে অজচ্ছল টাকা দিচ্ছি, তবুও তোর এমন প্রবৃত্তি! ঐ ছোটলোকের সঙ্গে তোর প্রণয়! ধিক্ তোকে সর্ব্বনাশি! (পদাঘাত)

মানদা। উঃ—গেলুম গো! মলুম গো! আমায় মেরে ফেল্‌লে গো!

হরিশ। চুপ্—যদি চেচাবি ত, এখনই খুন ক'রবো।

রূপ। দোহাই বাবা হরিশ্চন্দ্র! আমাকে রক্ষা কর। আজ যদি বাঁচাও, তবে ঐ মানীর চরণে প্রণাম করে, এদেশ ছেড়ে চলে যাব বাবা!

হরিশ। পিশাচি! আজ আমাকে খুব শিক্ষা দিয়েছিস্! বেশ্যা বাড়ীতে আসার যা পরিণাম তা বেস বুঝ্‌তে পেরেছি।

মানদা। তুমি না আস না আস্‌বে, এখনই চলে যাও, আমি তোমাকে চাই না। আমাকে কি ঘরের মাগ পেয়েছ, যে মা'রছ ? বের হও আমার বাড়ী থেকে।

রূপ। নিশ্চয়—নিশ্চয়। উ'ঠতে যদি পা'রতুম্। (সতরঞ্চ সমেত গড়াইতে গড়াইতে) মার্ বেটাকে।

হরিশ। দেখ্ কে কাকে মারে। (পদাঘাত)

রূপ। মারলে গো মানদা! মারলে।

(ত্রিপুরার প্রবেশ)

ত্রিপুরা। কি হ'য়েছে লো মানি!

মানদা। দেখ্ মা! রূপলাল আমার এখানে এসেছে বলে, হরিশ আমাকে মারছে।

ত্রিপুরা। কেন্ রে গোলামের বেটা? হাটকুড়ীর বেটা, বের হ আমার বাড়ী থেকে।

হরিশ। খবরদার। (পদাঘাত)

ত্রিপুরা। খুন ক'রলে গো খুন ক'রলে। উঃ—হু—হু—।

রূপ। ধন্যি। তোমার চরণ বাবা। আমাকে আর মের না। মানদার তোমরা পাঁচজনা গন্ধর্ব্বস্বামী আছ জান্‌লে, আমি কখনও ওর বাড়ীর সীমানায় পা দিতুম্ না।

হরিশ। (স্বগতঃ) থাক্ মানদা। আজ হ'ক, আর দু বচ্ছর পরে হ'ক, আমি তোদের জেল না খাটিয়ে ছাড়ছি নি। আমি তোদের গোপন কথা সব শুনেছি, তোর এত টাকা কড়ি থাক্‌তে, চোরের সঙ্গে জুঠে গিয়েছিস্? আজ হ'তে আমি তোর পরম শত্রু। (প্রকাশ্যে) দেখ্ মানি! তোর সঙ্গে এই পর্য্যন্ত।

[প্রস্থান।

রূপ। দেখ্ মানদা! আমি উঠতে পারি নি, তাই বেঁচে গেল। তুই যদি আমাকে তুলে ধ'রতে পারতিস্, তা হ'লে আর ফিরে যেতে দিতুম্ না।

মানদা। তোর জন্যই ত এ সব হ'ল।

ত্রিপুরা। দেখ্ মানি! তুই নিজের দোষে সব নষ্ট ক'রলি, তোর যা খুসি তাই কর।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—গোয়ালন্দ, হরমণির গৃহ বারেন্দা।

কাল—রাত্রি।

(হরমণি ও কিশোরীমোহনের প্রবেশ)

কিশোরী। দেখ হরমণি! তুমি ওকে চা বাগানে দিয়ে যা পাবে, তার চেয়ে বেশী টাকা আমি তোমাকে দিচ্ছি, ওকে আমার হাতে দাও। তোমার ত টাকা নিয়েই হ'চ্ছে কথা? আর আমিও তোমার হ'য়ে রইলুন্।

হরমণি। এক জনের সতীত্ব নষ্ট করা মহাপাপ, ও যে সে ঘরের স্ত্রীলোক নয়, খুব বড় ঘরের বউ, শেষে আমার একটা বিপদ হ'তে পারে। ওকে চা বাগানে দিলে কেউ ওর সন্ধান পাবে না, আমারও কোন বিপদের আশঙ্কা নেই।

কিশোরী। চা বাগানে দিলে অধর্ম্ম হ'বে না? বরং সেখানকার চেয়ে আমার কাছে অনেক সুখে থা'কবে। তুমি বলেছিলে ওর স্বামী ওকে ত্যাগ করেছে, তবে আর আশঙ্কা কি আছে?

হরমণি। স্বামী না হয় ত্যাগ করেছে, আর সব আছে ত? যা হ'ক তুমি যখন ব'লছ, তখন আমি তাকে বলে দে'খতে পারি।

কিশোরী। বলে কি দে'খবে ? তুমি ওকে আমার হাতে দেও, আমি ওকে দু এক দিনে বাধ্য ক'রে নিব। আমি তোমাকে দু'শ টাকা দিচ্ছি।

হরমণি। (স্বগতঃ) তাইত দু'শ টাকা দিতে চাচ্ছে! চা বাগানে দিলে অত টাকা পাওয়া যাবে না। ছেড়ে কায কি ? টাকাটা নিয়ে নিই, ওত এখন আমার বাড়ীতেই থা'ক্‌বে। দেখি যদি আর কিছু বেশী নিতে পারি। (প্রকাশ্যে) দেখুন, কিশোরী বাবু! এত বড় একটা পাপের কায ক'রতে আমার প্রবৃত্তি হ'চ্ছে না, কি জানি সামান্য টাকার লোভে, শেষে যদি একটা বিপদে পড়ি ?

কিশোরী। শোন হরমণি! তোমার বিপদের ভয় থা'কলে ওকে ঘরের বার ক'রে আন্‌তে না। আমার কাছে বেশী টাকা নিবার জন্য আপত্তি ক'রছ। তুমি চা বাগানে দিয়ে যা পাবে, তার চেয়ে অনেক বেশী দিতে চাচ্ছি, যদি এতে না শোন, পরে আরও কিছু দেব। আমার অনুরোধ রাখ, দু'শ টাকা এখন নেও।

হরমণি। তাইত, আমি আগে আপনার কাছে বলে অন্যায় করেছি, এখন আমার ভয় হ'চ্ছে। আমি এমন কায ক'রতে পারব না।

কিশোরী। আচ্ছা, তোমাকে আরও পঞ্চাশ টাকা বেশী দিচ্ছি, ওকে আমার হাতে দেও,—আমার কথা রাখ।

হরমণি। আপনি যখন এত অনুরোধ ক'রছেন, তখন আপনার কথা আমার রাখতে হ'বে। আপনি টাকাগুলি আমাকে গুণে দিন, আমি সদর দরজা বন্ধ করে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই, আপনি যেমন ক'রে পারেন, বাধ্য করে নিয়ে যান।

কিশোরী। তুমি তাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌লে সহজে স্বীকার ক'রবে

যখন ঘরের বার হ'য়ে এসেছে, তখন স্বভাব ঠিক রাখ্‌তে পারবে না।

হরমণি। সহজে ঘরের বার হ'য়ে আসেনি, ওর দেওর ওকে বার ক'রে দিয়েছে। আপনি যখন ব'লছেন, তখন ব'লে দে'খ্‌তে পারি। আপনি টাকা দিয়ে একটু আড়ালে গিয়ে থাকুন্।

কিশোরী। (স্বগতঃ) টাকা নিয়ে, মাগী আমাদের কায না করে পারবে না। ওত আমাদের হাতের মধ্যে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, টাকা দিচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সুশীলার প্রবেশ)

সুশীলা। বাঞ্ছারামকে টেলিগ্রাম করা হ'য়েছে,—কই সেত আজও এল না? টেলিগ্রাম পেলে নিশ্চয় সে আস্‌ত, দেখে এসেছিলুন্ সে বাড়ীতে ছিল না—বাড়ী এসেছে কিনা তাই বা কি ক'রে জান্‌ব? পাপিষ্ঠ বিনোদ হয়ত তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতেও পারে? আমার অদৃষ্টক্রমে সব ঘটনা হয়, নতুবা ভগবান আমাকে এত বিপদে ফেলবেন কেন?

(হরমণির প্রবেশ)

হরমণি। তুমি আমাকে বাড়ী রেখে আসবে বলে, তোমার বাড়ীতে নিয়ে এসেছ, যাতে আমি বাড়ী যেতে পারি, তার উপায় কর। আর আমি এখানে থাকব না তুমি আমাকে বাড়ী রেখে এস। দয়া করে আমার এই উপকারটী কর।

হরমণি। তুমি বাড়ী যাওয়ার জন্য এত ব্যাস্ত হ'য়েছ কেন?

বাড়ীতে তোমার কে আছে ? তোমার স্বামী আছেন—তিনি তোমাকে ত্যাগ করেছেন। ত্যাগ না ক'রলেও বিনয় বাবু এখন জলপাইগুড়ী জেলে আছেন—বিনোদবাবু তোমার দেওর, তিনি তোমাকে ঘরের বার করে দিয়েছেন, তোমাদের বিষয় সম্পত্তি সব তাদের হ'য়েছে, তোমাকে আর বাড়ীতে ঢুকতে দেবে না। তবে কেন বাড়ী যেতে চাও ?

সুশীলা। কি বল্লে হরমণি! আমার স্বামী জেলে আছেন! তোমাকে কে ব'ল্লে ? তুমি এসব কি ক'রে জানলে ?

হরমণি। আমি সব জানি। তোমার হাতে টাকা পয়সা নাই। বিনোদ বাবু তোমাকে আমার হাতে দিয়েছেন। রঘুনাথবাবু জলপাই-গুড়ীর কারবার হাত করে, বিনয়বাবুকে চুরি অপরাধে জেলে দিয়েছেন। বাড়ী গেলেও তোমার কুলের বার হ'তে হ'বে. এখানে থাকলেও তাই। আমি তোমাকে একটী বড় লোক ধরা করে দিচ্ছি, তুমি তার কাছে থাক—খুব সুখে থাকতে পারবে—তোমার ভাল হবে।

সুশীলা। একি সর্ব্বনাশের কথা! হরমণি! হরমণি! আমি বিপদে প'ড়েছি বলে আমাকে কুকথা বল না! তুমি এমন লোক জানলে, আমি কখনও তোমার বাড়ীতে আসতুম্ না। এখনই আমি তোমার বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছি।

হরমণি। তোমার এখান হ'তে যাওয়ার উপায় নেই, আমি সে পথ বন্দ করেছি। আমার কথা শোন—তোমার ভাল হ'বে।

সুশীলা। আমি আর কোন অনুরোধ করি না, যাতে আমার জাত-মান নষ্ট না হয়, দয়া করে তাই করো।

হরমণি। তুমি এখন আমার হাতের মধ্যে—আমার কথা শুনলে

কিছুতেই বাঁচ্‌তে পারবে না—এখান হ'তে তোমার উদ্ধার হবার কোন উপায় নাই।

সুশীলা। তুমি ফের যদি আমার সামনে ও সব কথা বল, তা হলে তোমার সামনে আত্মহত্যা ক'রব।

হরমণি। তোমার স্বামী যখন তোমায় দেখতে পারেন না—তিনি যখন জেলে আছেন—আর তোমার বাড়ীতে যখন বিনোদবাবু তোমাকে বাস ক'রতে দেবে না—তখন কিছুতেই তুমি সতীত্ব রাখতে পারবে না। তোমার পিতৃকুলেও কেউ নেই। আমি তোমাকে বড় লোকের হাতে দিচ্ছি—তুমি রাজার রাণীর মত থাকবে।

সুশীলা। আমি জীবন ত্যাগ ক'রব—তুমি আমাকে কুলটা মনে কর না।

হরমণি। তোমার যা খুসি তাই কর।

[প্রস্থান।

সুশীলা। এখন বুঝতে পাচ্ছি, বিনোদলালের সঙ্গে আর হরমণির সঙ্গে একযোগে ষড়যন্ত্র হ'য়েছে। এখান হ'তে উদ্ধার হবার ত কোন উপায় নাই! কেমন করে এ পাপ জীবন নষ্ট করি? এখন মৃত্যুই আমার মঙ্গল। কেন আমি এর বাড়ীতে এসেছিলুম্? দেখি যদি এ বাড়ী থেকে উদ্ধার হ'তে পারি। (গমনোদ্যত)

(সম্মুখ হইতে কিশোরী মোহনের প্রবেশ)

কিশোরী। শোন সুন্দরি! তুমি যদি আমার হও, আমি তোমাকে রাজার রাণীর মত রাখব। আমার প্রাণ একদিকে, আর তুমি একদিকে। আমার কথার অবাধ্য হও না—উত্তর দাও—আমার সঙ্গে কথা না ব'লে বাঁচ্‌তে পারবে না।

সুশীলা। তুমি এখান হ'তে চলে যাও—আমার বড় জ্বালার শরীর। যাতনার উপর আর যাতনা দিও না।

কিশোরী। তোমার কি যাতনা? কিসের যাতনা? আমি তোমাকে কোনও কষ্ট পেতে দেব না। তোমাকে প্রাণ দিয়েছি—এখন তুমি আমার হও।

সুশীলা। তুমি ভদ্র সন্তান—আমি বড় বিপদগ্রস্থ—আমাকে কুকথা বল না।

কিশোরী। তুমি আমার কথা না শুনে বাঁচ্‌তে পারবে না, এখানে তোমাকে রক্ষা করবার কেউ নেই।

সুশীলা। তোমার মা বোন্ আছে, তাদের যদি কেউ এরূপ কথা বলে, তা হ'লে তোমার মনের অবস্থা কিরূপ হয়?

কিশোরী। বুঝেছি—তুমি সহজ কথার লোক নও। (সুশীলাকে ধরিতে উদ্যত)।

সুশীলা। (পলায়ন করিতে চেষ্টা, কিশোরীমোহন কর্ত্তৃক হস্তধারণ) শোন্ পাপিষ্ঠ! আমাকে ছেড়ে দে। আমি তোর সামনে আত্মহত্যা ক'রব। (উচ্চৈঃস্বরে) ওগো—কে কোথা আছ গো! আমাকে উদ্ধার কর—লম্পটের হাত হ'তে আমার সতীত্ব রক্ষা কর।

কিশোরী! চুপ্—চেচালে মুখ বেন্দে ফেল্‌ব।

সুশীলা। কে কোথা আছ গো! আমাকে রক্ষা কর।

কিশোরী। (এই আমি ঘরের মধ্যে নিয়ে তোর মুখ বেন্দে ফে'লছি। (সুশীলাকে টানিয়া লইয়া গৃহ প্রবেশে উদ্যত)

(রাজকিশোর রায়ের প্রবেশ ও কিশোরীমোহনের পায়ে সজোরে যষ্টি প্রহার, কিশোরী মোহনের পতন)

(হরমণির পুনঃপ্রবেশ)

হরমণি। কে তুমি? আমার সদর দরজা ভেঙ্গে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলে কেন?

রাজকিঃ। তোদের খুন কর্‌তে। কেন ঢুকেছি এই দেখ্। (সজোরে হরমণিকে লাঠী প্রহার হরমণির পতন) দেখ্ পাপিষ্ঠেরা! সতীর সতীত্ব নষ্ট ক'রতে যাওয়ার কি ফল। তোদের যে আঘাত করেছি, তাতে চির জীবনের মত খোঁড়া হ'য়ে থাকতে হবে।

কিশোরী। উঃ! আমার পা দু'খানি ভেঙ্গে গেছে।

হরমণি। বড় লেগেছে—আমাকে জন্মের মত খোঁড়া করেছে। বাবা গো! মলুম্ গো!

রাজকিঃ। অসৎ কার্য্যের প্রতিফল দিয়েছি—সতীর সতীত্ব নষ্ট ক'রতে যাওয়ার প্রতিফল দিয়েছি—তোদের জন্মের মত খোঁড়া করেছি! (সুশীলার প্রতি) মা! তোমার কোন ভয় নাই। ভগবান চির দিনই সতীর সহায়। তাঁর অনুগ্রহে আজ এই বৃদ্ধের বাহুতে অসীম বল এসেছে। আমি ঢাকা থেকে মোকদ্দমা করে ফিরে যাচ্ছিলুম। তোমার বিপদের কথা আমি ভুলে যাই নাই, তাই এখানে তোমার সন্ধান ক'র্‌তে এসেছি। বাড়ীর বার থেকে তোমার কাতর চীৎকার, শুনে তোমার বিপদের ঘটনা আমি বু'ঝতে পেরেছি। ভগবানের অনুগ্রহে এর বাড়ীর ভাঙ্গা দরজা, এক আঘাতেই ভাঙ্গতে পেরেছি—এক আঘাতে পাপিষ্ঠকে ধরাশায়ী ক'র্‌তে পেরেছি। জগদীশ্বর রক্ষা করেছেন, নতুবা আমি কিছুতেই এর সঙ্গে পেরে উ'ঠতুম্ না।

সুশীলা। কুলস্ত্রীর এর চেয়ে আর অধিক বিপদ কিছুই নাই। আজ আপনি আমার বাপের অধিক করেছেন।

রাজ কিঃ। না, মা! আমি তোমাকে মা বলেছি। তুমি আমার মা—আমি তোমার সন্তান।

সুশীলা। তাই—তাই বাবা! আমি তোমার মা—তুমি আমার ছেলে।

রাজকিঃ। চল মা! আর আমাদের এখানে থাকবার আবশ্যক নাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—রঘুনাথ রায়ের বাটী।

কাল—অপরাহ্ণ।

(রঘুনাথ, বিমলা ও বিনোদলাল)।

বিনোদ।—আজকাল সংসার চালান যে বড় কঠিন হ'য়ে প'ড়ল, হাতে টাকা পয়সা নাই, কি ক'রে চালাই ?

রঘু। কি ক'রব বিনোদ! যত যোগাড় যন্ত্র করেছিলুম্ সব ব্যর্থ হ'ল। বিনয়কে জেলে দিতে গিয়ে নিজের জেল হবার যোগাড় হ'য়েছিল, তার উদার অন্তঃকরণ তাই, ছেড়ে দিয়েছে। তার কারবার তার হাতে গিয়েছে। মোকদ্দমায় আমি হেরে গেলে আমাকে আর বাসায় ঢুকতে দেয়নি। সেখান থেকে আসার সময় একটী পয়সাও আনতে পারিনি। হাতে যা টাকা কড়ি ছিল তা দিয়ে বিষয় খরিদ করেছি, বিষয়ের আয় নবকুমারের হাতে যাচ্ছে। তুমি একবার তার কাছে গিয়ে কিছু টাকা নিয়ে এস।

বিমলা। নবকুমার আমাদের বাড়ী থেকে উঠে যাওয়ার জন্য নোটিস জারি ক'রেছে। তোমরা সব সম্পত্তি তার নামে বেনাম ক'রে ভাল করনি।

রঘু। তাতে ভয়ের কারণ কি? নোটিস জারিত ক'রতেই হবে। তা না হ'লে বিনয়ের স্বত্ব লোপ হবে কিসে?

বিনোদ। আপনি একবার তার সঙ্গে দেখা ক'রে আসুন, তা' হ'লে সব বুঝতে পারবেন।

রঘু। আচ্ছা, আমিই যাব এখন। আমি তোমাকে যত টাকা পাঠিয়েছিলুম্ সব টাকা দিয়ে কি বিষয় খরিদ হ'য়েছে? হাতে কি কিছুই নাই?

বিনোদ। হঁা, সব টাকাই গিয়েছে।

(বরকন্দাজগণসহ নবকুমারের প্রবেশ)

নব। দেখ বিনোদবাবু! আজ তিন মাসের উপর হ'ল তোমাদের বাড়ীথেকে উঠে যাওয়ার জন্য নোটিস দেওয়া হ'য়েছে, তোমরা বাড়ী ছেড়ে দেওনা কেন?

রঘু। নোটিস্ দিবার উদ্দেশ্যত বিনয়কে উচ্ছেদ করা?

নব। বিনয় বাবুকে উচ্ছেদ করা, এবং আপনাদেরও উচ্ছেদ করা।

রঘু। সেকি নবকুমার! আমাদের উচ্চেদ ক'রবে কেন?

নব। বাড়ী আমি নিলাম খরিদ করেছি, আপনাদের বাস ক'রতে দেব কেন? আমার বাড়ী আমি দখল নিব।

রঘু। কেন, বিনোদ তোমাকে নিলাম খরিদ ক'রতে টাকা দেয় নাই?

নব। আমি আপনাদের অত নিকেস দিতে আসিনি আপনাদের বাড়ী নিলাম খরিদ করেছি—বিষয় সম্পত্তি সব খরিদ করেছি—আমার বাড়ীতে আপনাদের বাস ক'রতে দেব না। এখনই আপনারা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। আমার টাকায় আমি বিষয় খরিদ করেছি।

বিনোদ। কি ব'ল্লে নবকুমার বাবু! টাকা তোমার? আমি তোমাকে নিলাম খরিদ ও বিষয় খরিদ ক'রতে টাকা দিই নাই?

নব। তুমি দিয়ে থাক, নালিস ক'রে আমার কাছথেকে আদায় ক'রো। এখনই আমার বাড়ীথেকে বেরোও, এ বাড়ীতে তোমাদের থাক্‌তে দেব না।

রঘু। নবকুমার! তুমি আত্মীয় তাই তোমাকে বিশ্বাস ক'রে তোমার নামে সব বেনাম করেছি—তোমার কি এখন আমাদের বঞ্চিত করা উচিত? তুমি ভেবে দেখদেখি লোকে তোমাকে কি ব'লবে? তুমি ছেলে মানুষ, সব বুঝতে পাচ্ছ না। আমাদের সম্পত্তি তোমার ভগ্নী ভোগ ক'রবে। এসব না ক'রে, বউমার নামে সব লিখে পড়ে দেও।

নব। অত উপদেশ দিতে হবে না। দুর্নাম কিসের? আমি টাকা দিয়ে বিষয় খরিদ করেছি ভোগদখল ক'রব, তাতে আমার দুর্নাম কি; দুর্নামের কায যা ক'রতে হয় তা আপনি করেছেন, বিনয়বাবুকে বঞ্চনা ক'রে তার সম্পত্তি নিলে আপনার দুর্নাম হয় না? মিথ্যা মোকদ্দমা ক'রে তাকে জেলে দিলে দুর্নাম হয় না? আপনি যখন তাকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন, তখন আমি কেন আমার নিলাম খরিদী সম্পত্তি দখল নিতে পা'রব না? এখন সহজে ব'লছি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যান, নতুবা আমি জোর ক'রে তাড়িয়ে দেব।

রঘু। শেষকালে এই হ'ল! বিনয়কে ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেরা ফাঁকিতে প'ড়লুম্! অবশেষে দাঁড়াবার স্থান পর্য্যন্ত থাকল না, নবকুমার! আমাদের ভিঠেছাড়া ক'র না। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করেছিলুম—তুমি বিশ্বাস ঘাতকতা ক'র না। আমরা এখন নিঃসম্বল হ'য়েছি।

নব। আমি ও সব শু'নব না—আমার হাতে যা এসেছে তা আমি ছাড়ব না। এখনই আপনাদের বাড়ীথেকে বেরুতে হ'বে।

বিনোদ। বিশ্বাসঘাতক! আমাদের বাড়ী থেকে বার ক'রে দিবি? আমি এখনই লাঠিমেরে তোর হাড় গুড়িয়ে দেব্।

নব। এত তেজ কেন বিনোদ? তুমি ভগ্নিপতি বলে আমি ছেড়ে কথা কব না। সহজে এখন বাড়ীথেকে বেরও, নতুবা শেষটা অপমান হ'য়ে বেরুতে হ'বে।

বিনোদ। সাবধান নবকুমার। যা মুখে আসে তাই ব'লনা। তুমি আত্মীয় তাই সহজে বাড়ীতে ঢুকতে পেরেছ, আগে জা'নতে পারলে তুমি কিছুতেই লোকজন নিয়ে বাড়ীর মধ্যে আসতে পারতে না। আমরা কিছুতেই বাড়ীছেড়ে যাব না, তোমার যা ক্ষমতা থাকে কর গিয়ে।

নব। (বরকন্দাজগণের প্রতি) তোমরা দাঁড়িয়ে কি দে'খছ? এখনই ওদের বের ক'রে দাও।

বিনোদ। কি এতদূর স্পর্দ্ধা! রোস তবে দেখাছি। (নবকুমারকে ঘুসি মারিতে উদ্যত)

বরন্দাজগণ। আবি তোমকো বাহার করেঙ্গে। (বিনোদলালকে ধরিয়া কয়েকজনের বাটীর বাহির করন)

রঘু। হায়! হায়! শেষকালে পথের ভিখারী হ'লুম।

নব। আপনি সহজে বের হন, নতুবা অপমান হ'বেন।

জনৈক বরকন্দাজ। আবি বাহার যাও। (রঘুনাথের হস্ত ধরিয়া বাটীর বাহির করন)

বিমলা। যাই বাবা! আমি আর অপমান হই কেন?

[প্রস্থান]

নব। দেখ বাড়ী দখল হ'ল। তোমরা সকলে এখানে থাকো, দেখো যেন আর বাড়ীতে ঢুকতে না পারে। দুজনে আমার সঙ্গে এসো। আর সকলে এই বাড়ীর সকল দরজায় পাহারা দেও। আমি গিয়ে আরো লোক পাঠিয়ে দেব।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

স্থান—জলপাইগুড়ী বিনয়কৃষ্ণের বাসাবাটী।

কাল—অপরাহ্ণ।

(বিনয়কৃষ্ণ বাঞ্ছারাম ও বিলাসী)

বিনয়। বাঞ্ছারাম! এত যায়গা ঘুরেও কোন সন্ধান ক'রতে পারলে না?

বাঙ্গা। আমি বেহারাদের আড্ডায় গিয়ে, এইমাত্র জানতে পেরে-ছিলুম্ যে, তারা বড় মাকে ষ্টেশনে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল। যে ট্রেণে তিনি উঠেছিলেন সেই ট্রেন গোয়ালন্দে যায়। তারপর আমি গোয়ালন্দ, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, আরও অনেক জায়গায় সন্ধান করেছি কিন্তু কোন ফল হ'ল না।

বিলাসী। বাঙ্গারাম! আমার বিশ্বাস, বড় মা বেঁচে নাই। হয় পাপিষ্ঠরা তাঁকে মেরে ফেলেছে, না হয় তিনি নিজে আত্মহত্যা করেছেন। আমি মা হারা হয়েছি বাঙ্গারাম। বড়মা আমাকে যত ভাল বাস্‌তেন, এত স্নেহ আমাকে আর কেউ করেনি।

বাঙ্গা। চুপ কর বিলাসি! অত অধৈর্য্য হ'স্ না। না জেনে শুনে আগে অমঙ্গল কামনা ক'রতে নেই।

বিলাসী। আমি মনকে কিছুতেই বুঝাতে পারছিনি।

বিনয়। বাঙ্গারাম! আমিও অনেক খুঁজেছি, কিন্তু কোন সন্ধান পেলুম্ না। বিলাসী যা বলেছে তাই সত্য। আমি নিতান্ত হতভাগ্য, নতুবা এ সকল ঘটনা ঘট্‌বে কেন? আমার দুঃখ আর কিছু নয় বাঙ্গারাম! আমি তাকে চিরজীবন কষ্ট দিয়েছি। সে কাঙ্গালিনীর চেয়েও অধিক কষ্টে সংসারে কালযাপন করেছে। তোমাদের কিছুই অগোচর নাই! আমি কুচক্রীর কথা শুনে, তার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রতে উদ্যত হ'য়েছিলাম—একদিনও তার সঙ্গে ভাল ভাবে দুটো কথা বলিনি—তার সঙ্গে সৎব্যবহার করি নাই, এদুঃখ আমি আর সহ্য ক'রতে পারি না।

বাঙ্গা। অত ব্যাকুল হবেন না বড়বাবু। আমি আবার তাঁর সন্ধানে যাব, এ বার সন্ধান না ক'রে আর ফিরব না।

বিনয়। বাঞ্ছারাম! আমাকে প্রবোধ দিতে হবে না—তুমি আর তার সন্ধান পাবে না। সুশীলার ন্যায় সতীলক্ষ্মী আমার ঘর সংসার ক'রবে সেরূপ সৌভাগ্য আমার নয়। তোমরা চাকর চাকরাণী তোমাদের সামনে যে সকল কথা বলা উচিত নয়, আজ তা না বলে আর হৃদয়ের বেগ সহ্য ক'রতে পারি না। এখন তোমাদের সঙ্গে আর চাকর মুনিব সম্বন্ধ নাই, তোমরা আমার পিতামাতার চেয়েও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

বিলাসী। আমরা চিরদিন আপনার খেয়ে মানুষ, আমাদের যা করা কর্ত্তব্য তাই আমরা করেছি; কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, শেষকালে বড় মা আমাদের ছেড়ে গেলেন—আমাদের সব আশা ভরসা নষ্ট হ'ল।

বিনয়। ছেড়ে গেলেন? আর ওকথা ব'লনা বিলাসি! বুক ফেটে যায়—আর সহ্য ক'রতে পারি না। ওঃ—আমার অপরিণামদর্শিতার জন্য এ ঘটনা হয়েছে। আমি যদি তার সুখ দুঃখের অনুসন্ধান ক'রতুম্—যদি সংসারের সকল বিষয় দেখতুম—যদি প্রবঞ্চকের কথায় বিশ্বাস ক'রে তাকে কলঙ্কিনী বলে হত্যা ক'রতে না যেতুম—তাহলে আজ এঘটনা ঘট্‌ত না। বাঞ্ছারাম! এ কারবার এখন তোমাদের, আমি আর সংসারে বাস ক'রব না। যদি সত্য-সত্যই সুশীলা আত্মহত্যা ক'রে থাকে, সে পাপ আমাকেই স্পর্শ করেছে। আমি সংসারে থেকে এত পরিতাপ সহ্য করতে পারব না।

বাঞ্ছা। একি বড়বাবু! এত অধৈর্য্য হচ্চেন কেন?

(রাজকিশোর রায়ের প্রবেশ)

রাজকিঃ। আপনার নাম বিনয়কৃষ্ণ রায় ?

বিনয়। আসুন মহাশয় ? আপনার কি দরকার ? আমারই নাম বিনয়কৃষ্ণ।

রাজকিঃ। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। শুনেছিলুম্ আপনার খুড়ার চক্রান্তে আপনি জেলে গিয়েছিলেন, এখানে এসে সন্ধান পেলুম, আপনি জেল থেকে মুক্ত হ'য়েছেন, শুনে বড় সুখী হ'য়েছি। সম্প্রতি আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু একটী কারণে আপনার উপর আমার অশ্রদ্ধা হ'য়েছে।

বিনয়। আমি আপনাকে কখনও দেখি নাই, আপনার কথায় বুঝতে পারলুম্ আপনি বিশেষ ভদ্র এবং আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কি কারণে আমার উপর আপনার অশ্রদ্ধা হ'য়েছে, সেইটী জান্‌তে চাই।

রাজকিঃ। আপনি নাকি প্রবঞ্চকের কথায় বিশ্বাস ক'রে, আপনার সাধ্বী স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন ?

বিনয়। আপনি তা কি ক'রে জান্‌লেন ?

রাজকিঃ। আগে আমার কথার উত্তর দিন—আপনি ত্যাগ করেছেন কি না ?

বিনয়। করেছিলুম্ ! এখন যদি কেউ তার সন্ধান আমাকে দিতে পারে, আমি তার কাছে জীবন বিক্রয় করি—আমার সর্ব্বস্ব তাকে দিই।

রাজকিঃ। আপনার ভাই বিনোদলাল তাকে ঘরের বার ক'রে, এক মাগী কুলীর আড়কাঠীর হাতে দিয়েছিল, আমি তাকে উদ্ধার করেছি। তিনি এখন আমার বাড়ীতে আমার মাতার ন্যায় বাস ক'রছেন। আপনার কারাবাসের কথা শুনে বড় দুঃখে কালকাটাছেন, আপনার সর্ব্বস্ব চাই না, জীবন বিক্রয় করতেও হবে না।

বিনয়। কি বল্লেন—সুশীলা বেঁচে আছে—আমি আবার তাকে পাব? আপনি আমার যত উপকার ক'রলেন, এত উপকার কেউ করে না—আপনার ঋণ শোধ ক'রতে পারব না।

রাজকিঃ। আমার ঋণ কিছুই নয়। আমি তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসতুম্, কিন্তু সংবাদ পেয়েছিলুম্ আপনি জেলে ছিলেন, আর আপনার স্ত্রীর শরীর ভাল নয় বলে আনতে পারি নাই। দিন রাত শুধু কান্না ছাড়া তার অন্য কায নেই। তার মনের অবস্থা যেরূপ তাতে কখন কি করেন বলা যায় না, জীবনের উপর তার বড়ই বীতরাগ জন্মেছে।

বিনয়। আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে তাকে নিয়ে আস্ব। বাঞ্ছারাম! আমি ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তোমরা সব দেখো।

বাঞ্ছা। বড় বাবু! আমি মনে মনে অনেকগুলি কামনা ক'রেছিলুম, এই বিপদের সময় সব ভুলে গিয়েছি, আজ যখন বড়মার সন্ধান পাওয়া গেল, তখন আমি একটী অনুরোধ ক'রছি, আমার অনুরোধটী আপনার রক্ষা ক'রতে হবে। আপনাদের বাড়ীখানি গিয়েছে, আমি দেশে আপনাদের আর একখানি বাড়ী করব, আর আপনার পৈতৃক বাড়ী ও বিষয়গুলি ফিরে পাবার জন্য মামলা ক'রব, আপনি আমাকে খরচ দিয়ে যাবেন, আমি আর দেরী ক'রব না।

বিনয়। যদি তোমার তাই ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, তাতে যত টাকা লাগে, আমি দেব। তার জন্য চিন্তা কি? তা হ'লে বিলাসী এখানে থাকবে। আসুন মহাশয়! আপনি আমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, দয়া ক'রে এখানে আতিথ্য গ্রহণ ক'রতে হবে।

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্থান—নন্দলালের বাটী।

কাল—অপরাহ্ন।

(নন্দলাল, রঘুনাথ, বিমলা ও বিনোদলাল)

রঘু। আজ বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি, আমরা এখন নিরাশ্রয়। আজ তুমি আমাদের আশ্রয় না দিলে, আর আমাদের দাঁড়াবার স্থান নেই। গ্রামের মধ্যে আর কেউ আমাদের আশ্রয় দিল না। আমাদের বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি সব নিলাম হ'য়ে গেছে, নবকুমার সব কিনেছে। এখন কিছুদিনের জন্য তুমি আমাদের একটু আশ্রয় দেও।

নন্দ। নবকুমার বাবু আপনাদের আত্মীয় হ'য়ে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন? যদিও বিষয় সম্পত্তি তিনি কিনে থাকেন, তা হ'লে অন্য বিষয় নিয়ে অন্ততঃ বাড়ীখানি তার ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। তার ভগ্নীর বাড়ীখানি তিনি দখল ক'রে নিলেন?

রঘু। যদি আমাদের টাকা থাকৃত, যদি মোকদ্দমা চালাবার ক্ষমতা থাকৃত, তা হ'লে কিছুতেই নিতে পারত না। এখন এ বিপদে তুমি আমাদের একটু আশ্রয় দেও।

নন্দ। আপনাদের আশ্রয় দিতে হ'লে একটী ঘর আমাদের ছেড়ে দিতে হয়, আমার মা আসুন আপনারা একটু অপেক্ষা করুন।

রঘু। নন্দলাল! তুমি প্রতিবেশী, চিরকাল এক সঙ্গে বাস

ক'রে এলুম্, তোমাকে আমরা কোলে ক'রে মানুষ ক'রেছি, তোমাকে আমরা সন্তানের মত দেখি, এ বিপদের সময় আমাদের তাড়িয়ে দিও না। দুঃখ কষ্টের কথা তোমাদের কাছে না ব'লে আর কার কাছে ব'লব? এ বিপদে তোমরা আশ্রয় না দিলে, আর কে আশ্রয় দিবে?

নন্দ। আপনাদের আশ্রয় দিতে আমার কোন আপত্তি নাই। আপনারা নিরাশ্রয় হ'য়েছেন, তাতে আমি বড়ই দুঃখিত হ'য়েছি, আপনারা এক ঘর সম্ভ্রান্ত লোক, আজ আপনারা ভেসে যাচ্ছেন, তাতে আমার প্রাণে বড় আঘাত লেগেছে। ঈশ্বর সব ক'রতে পারেন, কিন্তু লোকের যখন সময় ভাল থাকে, তখন কেউ মনে করে না যে, আমার একদিন দুঃসময় আস্‌তে পারে। আপনারা বিনয় বাবুকে যেরূপ কষ্ট দিয়েছেন, তার সঙ্গে যেরূপ প্রবঞ্চনা করেছেন, এ তারই প্রতিফল।

রঘু। ঠিক বলেছ নন্দ! আমরা মহাপাতকী, তাকে যতদূর কষ্ট দিতে হয় তা দিয়েছি। সে পুণ্যাত্মা আমাকে যত দূর ক্ষমা ক'রতে হয়, তা করেছে।

নন্দ। আর সে সব কথা তুলে কায নেই। এখন আর তা বলে কোন ফল নাই।

(ব্রহ্মময়ীর প্রবেশ)

মা! আজ রঘুনাথ বাবুরা বড় বিপদে পড়েছেন। নবকুমার ওদের বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি সব নিলাম খরিদ ক'রে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ওরা বিপদে পড়ে আমাদের বাড়ীতে কিছুদিন থাকবার জন্য আশ্রয় চাচ্ছেন, তুমি কি বল?

ব্রহ্ম। সে কি রঘুনাথ বাবু! নবকুমার বাবু যে বিনোদ বাবুর শালা, সে আপনাদের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল?

বিমলা। কি ক'রব বল? সব আমাদের অদৃষ্টের দোষ, আমরা বিনয়কে ফাঁকি দিতে গিয়ে নিজেরা ফাঁকিতে পড়েছি।

নন্দ। ও সব কথায় আর কায কি মা! এখন ওদের আশ্রয় দিতে পারা যায় কি না তাই বল।

ব্রহ্ম। দেখ্ নন্দ! সময় অসময় সকলেরই আছে, একটী ঘর ওদের ছেড়ে দেও, আমাদের না হয় একটু কষ্ট হ'বে, কষ্ট না ক'রলে কারো উপকার করা যায় না।

রঘু। নন্দলালের মা! তোমরাই যথার্থ সংসারী, গৃহীর যা কর্ত্তব্য তা তোমরাই কর। আমরা নৃশংস পরের দুঃখ বুঝি না।

নন্দ। আসুন! আপনাদের থাকবার বন্দোবস্ত ক'রতে হ'বে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—পুলিস-থানা।

কাল—প্রাহ্ন।

হরলাল ও হরিশ্চন্দ্র।

হর। হরিশ বাবু! আপনি যা বল্লেন যদি বামাল গ্রেপ্তার ক'রে দিতে পারেন, তা হ'লে আমার বিশেষ উপকার হয়, ঐ চোর ধরে দিতে পারলে আমার উন্নতি হবে, দেশেরও মঙ্গল হবে।

হরিশ। আমি নিশ্চয় পারব, তাদের নিজের মুখে বল্‌তে শুনেছি, এ সকল কি মিথ্যা হ'তে পারে? আর যদিও মিথ্যা হয়, তবে একবার ইনকয়ারী ক'রে দেখলে ক্ষতি কি হবে?

হর। ক্ষতি কিছুই নাই। মানীর বাড়ীতে আমি আরও একবার ইনকয়ারী করেছি কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সে বারও বিনয়বাবুর হাজার টাকা চুরি করেছিল, তার মধ্যে নম্বরী নোট ছিল। মাগী ভয়ানক চালাক। ঐ রূপলালটা যে ওখানে যায়, তা আমি কিছুই জান্‌তে পারি নি।

হরিশ। কি ক'রে জান্‌তে পাবেন? আমি এতকাল মানীর বাড়ীতে যাচ্ছি, আমিই জানতে পাইনি—আপনি কি ক'রে জানবেন? অনেক কারণে আমার সন্দেহ হওয়ায়, বিশেষ সন্ধান ক'রে তবে ধরতে পেরেছি।

হর। হরিশ বাবু! আপনি এই সংবাদ দিয়ে বিশেষ উপকার

করেছেন, আর যদি বামাল গ্রেপ্তার করতে পারি, তবে যে কতদূর সুখী হ'ব তা আর ব'লতে পারি না।

হরিশ। বামাল গ্রেপ্তার হবে তাতে আপনি কিছুমাত্র সন্দেহ ক'রবেন না। আর একটী কথা বিনয় বাবুর বাড়ীতে চুরি ক'রতে, বিনোদ বাবু সাহায্য করেছে,—বিনোদলাল এর মধ্যে জড়িত আছে।

হর। তা আমি পূর্ব্বেই বুঝতে পেরেছি। বিনোদলাল বড় সাংঘাতিক লোক, বিনয় বাবুকে সর্ব্বস্ব হ'তে বঞ্চিত করেছে। তাকে পথের ফকির ক'রে দিয়েছিল। বিনয়বাবু আমার বিশেষ বন্ধুলোক। আমি অনেক দিন থেকে বিনোদলালকে জব্দ ক'রতে চেষ্টা ক'রছি, কিন্তু কোন সুবিধা ক'রতে পারি নি। এই কেস যদি বামাল গ্রেপ্তার ক'রতে পারি, আর বিনোদলালের নাম একটু প্রকাশ পায়, তবে বিনোদ লালকে একবার দে'খব। আমি বিনয় বাবুর গহনা চুরির ডাইরী রীতিমত ক'রে রেখেছি।

হরিশ। আমিও সব জানি। এরূপ লোকের বিশেষ শাস্তি হওয়া দরকার। প্রতিফল ভোগ হ'তে আরম্ভ হয়েছে। মানীর বাড়ীতে হঠাৎ ইনকয়ারীতে গেলে সুবিধা হবে না, জিনিস তার ঘরে থাকে না বলেছে। তবে আজ হ'ক আর কাল হ'ক, ঘরে নিশ্চয় আনবে। কখন আনবে তার সন্ধান নিতে হবে।

হর। আপনি এসব জানতে পেরেছেন, মানদা কি তা টের পেয়েছে?

হরিশ। না, আমি যে তাদের গোপন কথাবার্ত্তা শুনেছি, তারা তা জানতে পারে নাই।

হর। তবে আর কিছুদিন থাক, যখন এতদিন গিয়েছে তখন

বিশেষ জেনে শুনে তবে কায ক'রতে হবে। আপনার আরও কিছুদিন মানির বাড়ীতে যেতে হবে, কেবল কায উদ্ধারের জন্য।

হরিশ। আমার সঙ্গে চটাচটী হ'য়ে গেছে। আমি আর বেশ্যা-বাড়ী যাব না।

হর। কায উদ্ধারের জন্যে যাবেন।

হরিশ। আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি, বেশ্যালয়ে যাওয়ার পরিণাম ফলও বুঝ্‌তে পেরেছি। তবে আপনি যখন ব'লছেন তখন আমি মানীর বাড়ীতে না গিয়ে অন্য বাড়ীতে গিয়ে, যাতে বামাল গ্রেপ্তার ক'রে মানদাকে জব্দ ক'রতে পারি, তার বিশেষ চেষ্টা ক'রব।

হর। দেখবেন হরিশ বাবু! কাযটী যেন পণ্ড না হয়।

হরিশ। আচ্ছা, সে সম্বন্ধে চিন্তা কর্‌বেন না। আমি এখন আসি।

[উভয়ের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—শ্যামনগর বিনয়কৃষ্ণের নূতন বাটীর দরদালান।

কাল—প্রাহ্ণ।

(বাঞ্ছারাম)।

বাঞ্ছা। যেমন বাড়ীছিল, আবার ঠিক তেম্নি বাড়ী হ'য়েছে। ঈশ্বর যার উপর সদয় থাকেন, মানুষে তার কি ক'রতে পারে? পাপিষ্ঠরা বড়বাবুকে বড়মাকে, যেমন কষ্ট দিয়েছিল, তার তেম্নি ফল পেয়েছে। ফাঁকি দিয়ে যেমন বিষয়সম্পত্তি নিতে গিয়েছিল, তেম্নি নিজেরা ফাকিতে পড়েছে। ভগবান আছেন, কারো কি অধর্ম্ম ক'রে বেঁচে যাবার উপায় আছে?

(নবকুমারের প্রবেশ)

আসুন নবকুমার বাবু।

নব। তোমার সঙ্গে কয়েকটী কথার জন্য এসেছি।

বাঞ্ছা। আমার মত লোকের সঙ্গে আপনার কি কথা থাকতে পারে?

নব। তুমি আমার সঙ্গে মোকদ্দমা ছেড়ে দাও।

বাঞ্ছা। আপনি মোকদ্দমার খরচা দিন, আর সম্পত্তি ছেড়ে দিন, মোকদ্দমা ছেড়ে দিচ্ছি। নতুবা আপনি যে এতদিন সম্পত্তি ভোগ ক'রেছেন তার খেসারাৎ সমেত আপনার নামে ডিক্রী ক'রব।

নব। মোকদ্দমা ছেড়ে দিলে তোমার বাবু তাতে মারা প'ড়বে না,

তুমি আমার কাছথেকে কিছু টাকা নেও। তোমার বাবুত কিছু দেখ্বে না, তুমি যা ইচ্ছা ক'রতে পার—শেষকালটা সুখে কাটাতে পারবে।

বাঞ্ছা। সে অনুরোধ ক'রবেন না। বরং আপনি বড়বাবুকে বলে তাঁর সঙ্গে একটা নিষ্পত্তি ক'রে ফেলুন।

নব। দেখ বাঞ্ছারাম! তুমি যা কর, তাই ক'রতে পার। আমি তোমাকে হাজার টাকা দেব, তুমি মোকদ্দমা ছেড়ে দেও।

বাঞ্ছা। শুনুন, নবকুমার বাবু! আমি দরিদ্র বলে মনে ক'রবেন না যে টাকার লোভে নেমক হারামী ক'রব। আপনি লক্ষ টাকা দিলেও তা হবে না। আর ওসব কথা ব'লবেন না।

নব। ভাল ক'রে বুঝে দেখ বাঞ্ছারাম।

বাঞ্ছা। বার বার ও সব কথা ব'লবেন না।

[নবকুমারের প্রস্থান]

থাক নবকুমার বাবু! আমি তোমাকে জব্দ না ক'রে ছাড়ছিনি।

(বিলাসীর প্রবেশ)

বিলাসী। বাঞ্ছারাম! বড় বাবু বড় মাকে না দেখলে আমার বড় কষ্ট হয়, আমি একবার জলপাইগুড়ী যাব তুমি বাড়ী থাক।

বাঞ্ছা। শীগ্‌গির তাঁদের বাড়ী আস্‌বার কথা আছে, যদি না আসেন তবে যেও।

(পিওনের প্রবেশ)

পিওন তোমার একখানি চিঠি আছে।

বাঞ্ছা। আমাকে পড়ে শুনাও।

পিওন। জলপাইগুড়ী থেকে এসেছে। এতে লিখেছেন "বাঞ্ছারাম, আমরা আগামী পরশ্ব বাটী আসিব, তুমি ষ্টেশনে পাল্কী রাখিও। বিনয় কৃষ্ণ রায় লিখেছেন।

বাঞ্ছা। তা হ'লে ত কালই আসবেন?

পিওন। হাঁ তারিখ দেখে তাই বোঝা যায়।

[পত্র প্রদান করিয়া প্রস্থান।

বাঞ্ছা। তা হ'লে আজ পাল্কী ঠিক ক'রে রাখতে হবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

স্থান—মানদার বাটী।

কাল—প্রভাত।

(মানদা, বিনোদলাল, রূপলাল, ত্রিপুরা)

বিনোদ। মানদা! এত টাকার গহনা তোমার ঘরে তুলে দিলুম; তুমি এখন আমাকে একেবারেই ফাঁকি দিতে চাও?

মানদা। কেন বিনোদ বাবু! আজ চার পাঁচ বচ্ছর হ'তে গেল, আপনি যে ভাগ চান তাত কোন দিন বলেন নি? গহনাগুলি অনেক দিন বিক্রয় ক'রে ফেলা হ'য়েছে, সে সব টাকা খরচপত্র হয়ে গেছে; আপনাকে এখন কি দেব?

বিনোদ। আমরা বিপদকে উপেক্ষা ক'রে, গহনাগুলি হাত

করেছিলুম, তুমি একা কেন ভোগ ক'রবে? কবে আমি তোমাকে বলেছি যে, আমি কিছু চাই না?

মানদা। আপনিত শুধু বিনয় বাবুকে জব্দ করবার জন্য করেছিলেন্।

বিনোদ। ওসব বাজে কথা শুন্‌তে চাই না, তুমি আমাকে কিছু দেবে কি না তাই বল? আমি এখন অভাবে পড়ে এসেছি।

মানদা। সে গহনা ত আর নাই। আপনার চলেনা ব'লছেন, আপনি দুএক টাকা নিয়ে যান।

বিনোদ। আমি তোমাদের কাছে দুএক টাকা ভিক্ষে নিতে আসি নাই। গহনা তোমার ঘরেই আছে, আমাকে যদি কিছু না দেও, তা হ'লে ভাল হ'বেনা।

ত্রিপুরা। কেন মিছে ব'কছেন? আমাদের ঘরে কিছু নেই।

রূপ। আর গণ্ডগোল ক'রে কিছু লাভ নাই। চুরির মাল বেচতে গেলে, অনেক কম টাকায় বেচতে হয়, যা থাকে ওকে দুএকখানা গহনা দিয়ে দেও। নগদ টাকা দিতে চাচ্ছ, তার চেয়ে গহনা দেওয়াই ভাল।

মানদা। তুমি যখন ব'লছ তখন আর কি করি! শুধু দুগাছা বালা আছে, তাই দিয়ে দিচ্ছি।

(মানদার প্রস্থান ও দুগাছা বালা লইয়া পুনঃপ্রবেশ করিয়া বিনোদলালের হস্তে প্রদান)

(হরলাল, হরিশ্চন্দ্র ও পাহারাওয়ালাগণের প্রবেশ)

হর। (ক্ষিপ্র হস্তে বালা সহিত বিনোদলালের হস্ত ধরিয়া) একি বিনোদ বাবু?

বিনোদ। কই কি? আপনি কেন আমাকে ধ'রছেন?

হর। (সজোরে বালা দুইগাছি কাড়িয়া লইয়া) এই যে, এতে এনগ্রেভে "সুশীলা" নাম লেখা রয়েছে, এযে বিনয় বাবুর স্ত্রীর গহনা, এই গহনা চুরি গিয়েছিল, এর জন্য ডাইরী করা হ'য়েছিল।

বিনোদ। এ—চুরির—গহনা কে বলে আমি চুরি করেছি?

হর। আমি ব'লছি। শোন বিনোদ বাবু! আমি অনেক দিন থেকে ধরবার চেষ্টা ক'রছি, অনেকদিনের চেষ্টার ফলে আজ হাতে হাতে ধরেছি। (পাহারাওয়ালাগণের প্রতি) এদের দুজনকে বেঁধে ফেল। (মানদার প্রতি) তোমাদের চাবিগুলি আমাকে দেও। তোমাদের ঘরে খানাতলাসী ক'রতে হবে।

মানদা। কেন খানাতল্লাসী ক'রবেন? আমাদের ঘরে কিছু নাই।

ত্রিপুরা। চাবি হারিয়ে গেছে।

হর। (পাহারাওয়ালাগণের প্রতি) ওর আঁচল থেকে চাবি খুলে নেও।

জনৈক পাহারাওয়ালা। (মানদার মাতার অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া লইয়া হরলালের হস্তে প্রদান) লেলিয়ে বাবু।

হর। আগে এদের দুজনকে বেঁধে ফেল।

(পাহারাওয়ালাগণ কর্তৃক বিনোদলাল ও রূপলালের হস্ত বন্ধন।)

রূপ। আমি কিছুই জানি না, আমাকে কেন বাঁধ্‌ছেন।

হর। জান কিনা তা পরে বোঝা যাবে। (মানদার প্রতি)

ঘরের মধ্যে চল, চোরাই মালগুলি কোথায় রেখেছ দেখিয়ে দিতে হবে।

মানদা। আমাদের ঘরে চুরির কোন মাল নাই।

হর। আচ্ছা ঘরের মধ্যে চল দেখা যাবে, এ বালা বেরুলো কোথেকে? সহজে না যাও বেঁধে ফেলব।

(সকলের গৃহমধ্যে প্রবেশ এবং কিয়ৎক্ষণ পরে চুরির মালগুলি লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

হরিশ। আগে নোটের নম্বরগুলি মিলিয়ে দেখুন দেখি।

হর। এই ত সব বেরিয়ে পড়ল, এতদিন পরে আজ ধরা পড়লে, নোটের নম্বর ঠিক মিলে গেছে।

মানদা। আমরা নোট চুরি করি নাই।

হর। এই নোটের জন্য আগে একবার তোমাদের বাড়ীতে খানা-তল্লাসী হয়, তখন বলেছিলে আমাদের কাছে নোট নেই, এখন কোথেকে বেরুলো? বিনয় বাবুর নামে এর জন্য দুশ এগার ধারা করেছিলে নয়? এখন তার জন্য শাস্তি হবে জান? এ নাগাত যত চুরি হ'য়েছে, সব চুরির গহনা বেরিয়ে পড়েছে। এই যে বিনয় বাবুর সমস্ত গহনাগুলিতে এনগ্রেভে তার স্ত্রীর নাম লেখা রয়েছে।

রূপ। (স্বগতঃ) এইবার বুঝি শিংয়ে দড়ি দিলে দেখছি। (প্রকাশ্যে) আমায় কেন বাঁধছেন? আমি কিছুই জানি না।

হরিশ। এই বেটাই পাকা চোর, দেখো যেন কোন রকমে না পালায়।

হর। মানদা! তুই কিসের অভাবে এসব করেছিস? তোর ত

কিছুরই অভাব ছিল না। বিনয় বাবুর হরিশ বাবুর সমস্ত সম্পত্তি তোর ঘরে, তোদের কি কিছুতেই আশা মিটে না? (পাহারাওয়ালা গণের প্রতি) এ ছুই মাগীকেও বাঁধ।

(পাহারাওয়ালাগণ কর্ত্তৃক মানদা ও মানদার মাতার বন্ধন)

মানদা। কেন আমাদের বাঁধছেন? আমরা এর কিছুই জানি না, এসব আমাদের নিজেদের গহনা। এই হরিশ বাবুর আমাদের উপর রাগ আছে, তাই যড়যন্ত্র ক'রে আমাদের এই বিপদে ফেলেছেন।

হর। নিজেরা চুরি ক'রে পরের দোষ দিয়ে বাঁচতে চাও?

হরিশ। কি বললি মানদা! আমি যড়যন্ত্র ক'রে তোদের বিপদে ফেলেছি? তুই নিশ্চয় জানিস যে, পাপ ক'রলে তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ ক'রতে হয়।

হর। দেখ বিনোদ বাবু! তোমার ন্যায় মহাপাপী আর দুটি নাই। তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়। বিনয় বাবুকে যত দুঃখ দিয়েছ, যে সকল মহাপাপের কায করেছ, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত ভোগ ক'রতে হবে। কিন্তু ইহকাল ছাড়া পরকালের জন্যও তোমার প্রায়শ্চিত্তের নূতন ব্যবস্থা হবে। তোমার ন্যায় নরাধম আর দুটি নাই।

বিনোদ। দেখুন সবইনেস্পেক্টর বাবু! আমরা এখন দুঃসময়ের মধ্যে পড়েছি তাই আপনি আমাকে চোর ব'লে নিলেন। আপনি কি মনে ক'রেছেন যে আমি গহনা চুরি করেছি? আমাদের ভাই ভাইতে অবনা হ'তে পারে, সব ঘরেই হ'য়ে থাকে, তাই বলে আপনি মনে ক'রবেন না যে, আমি চুরি করেছি।

হর। ওসব বাজে কথা বলে কোন লাভ নাই, হাতে হাতেই ধরা পড়েছ? চুরিত সামান্য কথা, তুমি যা করেছ তা মানবের অসাধ্য।

হরিশ। আমি রূপলালকে নিজ মুখে ব'লতে শুনেছি, রূপলাল ও আপনি দুজনে মিলে বিনয়বাবুর ঘরে চুরি করেছেন।

বিনোদ। মানদার উপর আপনার রাগ আছে, তাই আপনি মিথ্যা কথা ব'লছেন।

হরিশ। আমি মিথ্যা ব'লছি আর আপনি সত্য ব'লছেন?

হর। ছেড়ে দিন হরিশ বাবু! বাজে-কথার আবশ্যক নাই। দেখ্ মানদা! তোর কাছে এসব গহনা কি ক'রে এলো সত্য কথা বল নতুবা নিশ্চয় জানিস যে, তোদের কোন মতে নিস্তার নাই।

মানদা। ও সব আমাদের গহনা।

হর। তোমাদের গহনা? ওতে কার নাম লেখা আছে জানিস? যদি সত্য কথা না বলিস্, তবে এখনই রুলের আঘাত মারবে, মারত মাগীকে ঘা কয়েক।

(জনৈক পাহারাওয়ালা কর্তৃক মানদাকে আঘাত)

মানদা। ওগো মলুম গো! গেলুম। আর মের না, আমি সত্য কথা ব'লছি।

হর। বল্।

মানদা। ঐ রূপলাল আমার কাছে এনে রেখেছে, আমি এর কিছুই জানি না।

রূপ। কবে আমি তোর কাছে এনে রেখিছিলুম? শেষকালে মিথ্যা কথা ব'লে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিচ্ছিস?

মানদা। কিসে আমি মিথ্যা কথা বল্লুম ? তুই আমার কাছে চুরি ক'রে এনে রাখিস্ নি ? আমি এর কিছুই জানিনি আমাকে শেষে এই বিপদে ফেললি ?

রূপ। কি বল্লি মানদা ! আমি চুরি ক'রে এনে তোর কাছে রেখেছি ? বিনয় বাবুর হাজার টাকা কি আমি চুরি ক'রে এনে তোর কাছে রেখেছি ? আমি যা করি তা তোর জন্যই করি, তুই আমাকে চোর ব'ললি ? আমি সত্য কথা বলতে ভয় পাব না। বিনোদলাল আর তুই পরামর্শ ক'রে বিনয়কৃষ্ণের গহনা চুরি ক'রতে ব'লেছিলি নয় ? দেখুন সবইনস্পেক্টর বাবু ! মানদা আর বিনয়বাবুর ভাই ঐ বিনোদ বাবু, আমাকে বিনয় বাবুর ঘরে চুরি ক'রতে বাধ্য করে। বিনোদ বাবু সঙ্গে না থাকলে, আমি বিনয় বাবুর ঘরে চুরি ক'রতে পারতুম না।

হর। এই সকল কথাই আমি জানতে চাই। আপনি কি বলেন বিনোদ বাবু !

বিনোদ। আর কি ব'লব। এসব ভগবানের কৌশল। এখন হ'তে আত্মকৃত পাপের প্রতিফল ফ'লতে আরম্ভ হ'ল। পূর্ব্বে কখনও ধর্ম্মাধর্ম্ম মানি নাই—ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করি নাই—পাপ ক'রলে যে তার প্রতিফল ভোগ করতে হয়, মুহূর্ত্তের জন্যও সে ভাবনাকে হৃদয়ে স্থান দিই নাই। এখন বুঝতে পারলুম্ পাপ ক'রলে তার প্রতিফল আছে—ভগবান আছেন—ধর্ম্মও আছে।

হর। (পাহারাওয়ালাগণের প্রতি) এদের সকলকে নিয়ে চল।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—শ্যামনগর বিনয়কৃষ্ণের নূতন বাটী।

কাল—অপরাহ্ণ।

(বিনয়কৃষ্ণ, সুশীলা, বিলাসী ও বাঞ্ছারাম)

সুশীলা। আমরা অকূল সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছিলুম, তোমরাই আমাদের রক্ষা করেছ। তোমরা বিপদ হ'তে উদ্ধার না ক'রলে, আমাদের উদ্ধার ক'রবার আর কেউ ছিল না!

বিনয়। তোমরা যে আমাদের এত উপকার করেছ, আমরা তার কোন প্রত্যুপকার ক'রতে পারলুম না। আমাদের সকল বিপদ হ'তে উদ্ধার ক'রে, পূর্ব্বে যেরূপ অবস্থায় ছিলুম আবার সেইরূপ অবস্থায় দাঁড় ক'রেছ, এখন আমার ইচ্ছা যে শেষ জীবনে যদি তোমাদের কোন বাসনা থাকে, আমার নিকট ব্যক্ত করলে, আমি সাধ্যমত তা পূর্ণ ক'রতে চেষ্টা ক'রব। যদি তোমরা কোন তীর্থস্থানে গিয়ে বাস ক'রতে চাও—বল, আমি তার খরচ দিব, তোমাদের সুখী ক'রতে আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত আছি।

বিলাসী। ভগবান আপনাদের যে সকল গুরুতর বিপদ্ হ'তে উদ্ধার ক'রে, আবার সুখী করেছেন, তাই দেখে যেরূপ সুখী হ'য়েছি, আপনাদের কাছে থেকে যেরূপ সুখ ভোগ ক'রছি, এত সুখ আর কিসে হবে? আপনাদের ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছা করে না।

সুশীলা। তোমরা আমাদের ত্যাগ ক'রে গেলে, তাতে আমরাও বড় দুঃখ পাব, কিন্তু তোমরা যদি ধর্ম্ম উপার্জ্জন ক'রতে পার, তাতে আমাদের বাধা দেওয়া উচিত নয়।

বাঞ্ছা। এখনও আমার কর্ত্তব্য শেষ হয় নাই। আমরা মোক-দ্দমায় জয় লাভ ক'রেছি, এখন নবকুমার বাবুর কাছথেকে বিষয়গুলি আপনার হাতে এলেই যা হয় ক'রব —সাবেক বাড়ীখানি উদ্ধার হ'য়ে নিজের দখলে এলে আমার কার্য্য শেষ হবে।

বিলাসী। আমারও কথা তাই। যারা আপনাদের দুঃখের একশেষ ক'রেছে তাদের দুরবস্থা দেখেছি, এখন নবকুমারের দুর্দ্দশা দেখতে পারলেই হয়।

[বিলাসী ও বাঞ্ছারামের প্রস্থান]

বিনয়। সুশীলা! বহুকাল পরে দেশে এসে, আবার পূর্ব্বের দুঃখে কথা মনে হ'য়েছে। আমরা যখন দুর্দ্দিনে পড়েছিলুম, তখন মনে করি নাই যে আবার ঘরসংসার ক'রতে পারব, কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আবার আমরা সংসারী হয়েছি। আমার জীবন থাকতে পূর্ব্বের দুঃখের কথা কখনও ভুলতে পারব না। আমার নিজের দুঃখের কথা ভাবিনা, আমার দোষেই তুমি আজীবন কষ্ট পেয়েছ, সেই দুঃখই আমার প্রাণে বড় বাজে।

সুশীলা। কেন, তুমিও কি সামান্য কষ্ট পেয়েছ ? তোমাকে জেলে দিয়ে কি সামান্য কষ্ট দিয়েছে ? ও সব কথায় আর কায নেই আমরা আমাদের অদৃষ্টক্রমে অনেক দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, সে সব আর মনে ক'র না। আমাদের এখন কোনরূপে দিন কেটে যাচ্ছে, কিন্তু যাঁরা আমাদের আপন জন, তাঁরা এখন বড় দুঃখে প'ড়েছেন। তাতে আমার প্রাণে বড় ব্যাথা লেগেছে। যাতে ঠাকুর পো জেল থেকে মুক্তি পায়, তুমি তার বিশেষ চেষ্টা কর। সে যতই অপরাধ করুক্, তোমার খুড়তুত ভাই ত ?

বিনয়। কি বল্‌লে সুশীলা? যে আমাদের এত দুঃখ দিয়েছে সে আমার ভাই!

সুশীলা। সহস্র দোষ ক'রলেও তোমার ভাই! সে এখন জেলে থাকায় তোমার বৃদ্ধ কাকা ও কাকীমার মনে কি কষ্ট হচ্ছে, একবার ভেবে দেখ দেখি। তাঁরা বৃদ্ধ বয়সে কষ্ট পেলে আমাদের দুর্নাম—অকল্যাণ হবে। প্রধান কথা সুধা আমার অনেক হিত ক'রেছে, তার প্রাণে কোন ব্যথা লাগলে, সে ব্যাথা আমার বুকে বাজে। আমি প্রাণ থাকতে তা সহ্য ক'রতে পা'রব না।

বিনয়। সুশীলা! তোমার এত সরল অন্তঃকরণ না হ'লে, এত সৎপ্রবৃত্তি না হ'লে, কিছুতেই আমাদের দুরবস্থা ঘুচত না। তুমি সতীলক্ষ্মী তাই সকল বিপদ হ'তে উদ্ধার হ'য়ে আমার ন্যায় পাষণ্ড স্বামীকেও ভক্তি করছ। বিনোদের মুক্তির জন্য আমি যথেষ্ট চেষ্টা ক'রছি, আমি যোগাড় যন্ত্র ক'রে মোকদ্দমা অনেক হালকা ক'রে দিয়েছি। কাল মোকদ্দমার দিন আছে, আমার বিশ্বাস সে মুক্তি পাবে, তুমি মনে ক'রনা যে তাদের দুঃখে আমার প্রাণ কাঁদে না। আমি তোমার মন বুঝবার জন্য ওরূপ বল্লুম্। শুন্‌লুম বউ মা এখন মৃত্যুশয্যায় শায়ীতা। তুমি কালই গিয়ে তাদের বাড়ীতে নিয়ে এস।

সুশীলা। আচ্ছা কালই গিয়ে তাঁদের নিয়ে আসব।

(বাঞ্ছারামের প্রবেশ)

বাঞ্ছা। নবকুমার বাবু আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে এসেছেন।

বিনয়। এখানে আসতে বল।

[একদিক দিয়া বাঞ্ছারাম ও অপর দিক দিয়া সুশীলার প্রস্থান।

নবকুমার এখন দায়ে পড়ে এসেছে।

(নবকুমারের প্রবেশ)

আসুন নবকুমারবাবু! কি মনে ক'রে ?

নব। আপনার সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে এসেছি। আমি অন্যায় কায ক'রেছিলুম তার প্রতিফল পেয়েছি, আপনার সঙ্গে মোকদ্দমা ক'রতে গিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েছি। আপনি মোকদ্দমা জিতেছেন, আমার নামে ডিক্রী হ'য়েছে—সে টাকা দিতে হ'লে আমার কিছুই থাকবে না—আমায় পথের ফকির হ'তে হবে।

বিনয়। দেখুন নবকুমার বাবু! আপনি আমার বাড়ীতে এসেছেন আমার আপনাকে বেশী কিছু বলা উচিত হয় না, আপনি যেমন কায করেছেন তাতে আপনার পথের ফকির হওয়াই সঙ্গত।

নব। আমি যা ক'রে ফেলেছি তার জন্য আর আমাকে তিরস্কার ক'রলে কোন ফল নাই। এখন আপনি দয়া ক'রে আমাকে রক্ষা না ক'রলে, আমার গতি নাই।

বিনয়। আমি আর অধিক কিছু ব'লতে চাই না, আপনি কোন্ প্রাণ ধরে আপনার ভগ্নীকে তাড়িয়ে দিয়ে, বাড়ীখানি দখল ক'রে নিয়েছিলেন ? তিনি পরের আশ্রয়ে থেকে রোগে ভুগ্ছেন, আপনি কি তাকে বাড়ীতে নিয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন না ? তাকে সংসারে রেখে একমুঠো খেতে দিতে পারেন না ?

নব। আমি সুধাকে বাড়ীতে রাখবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছি সে কিছুতেই আমার বাড়ীতে থাকে না। এখন আপনার শরণাগত হয় আমাকে ভিটেয় রাখবেন, না হয় যদি পথের কাঙ্গাল ক'রে দিলে আপনি সুখী হন, তাই দিবেন।

বিনয়। আপনি আত্মীয়, আমি আপনাকে দুরবস্থায় ফেল্‌তে চাই না, আমাদের সম্পত্তি আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে, আপনার নিজের সম্পত্তি ভোগ করুন গিয়ে। আমি ডিক্রীর টাকা চাই না। উকিলের বাড়ীতে গিয়ে একটা লেখা পড়া ক'রে নিষ্পত্ত্য করা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

স্থান—নন্দলালের গৃহ।

(রঘুনাথ, বিমলা ও রুগ্ন শয্যায় শায়ীতা সুধা)

বিমলা। আর দেখছ কি! এ সময় একবার ডাক্তারকে এনে দেখান দরকার। কোন উপায় ক'র্‌লে না? মাকে শেষে বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেল্‌বে?

রঘু। কি করি, যে গহনাগুলি ছিল তা বিক্রয় ক'রে আজ তিন চার বছর সংসার চলেছে, আর এমন জিনিস পত্র নাই যে তাই বেচে একটি পয়সা হয়। আমার প্রাচীন শরীর, আর চ'লবার ক্ষমতা নাই, বিনোদের জেল হওয়া অবধি, সংসার এখন আমার ঘাড়ে প'ড়েছে। তাতে আমরা নিঃসম্বল এই জীর্ণ শরীরে দুদিন উপোস যাচ্ছে, আমাকে আর কি ক'রতে বল? আমি অনেক চেষ্টা করেছি কারো কাছে একটী পয়সাও ধার পেলুম না, এখন কি উপায় করি! সব গেছে—সব গেছে—শেষটা বউমাও বুঝি ফাঁকি দিয়ে চ'লে যাবে।

বিমলা। আর চোকের উপর এসব দেখতে পারি না। কাল থেকে পথ্য পর্য্যন্ত দিতে পারিনি, আজ দুদিনের মধ্যে এক পয়সার বার্লি পর্য্যন্ত আন্‌তে পা'রলে না। আমাদের এখন মরণ হওয়াই ভাল।

রঘু। আমাদের সময় মন্দ ব'লে, কেউ আমাদের সঙ্গে ভাল ক'রে কথা পর্য্যন্ত বলে না। আমাকে দেখলে মনে করে, কিছু চাইতে এসেছে। আমরাও ধার ক'রতে কারো কাছে বাকি রাখিনি, লোকে আর কেন আমাদের ধার দিবে? নন্দলালের উপর আজ তিন চার বচ্ছর অত্যাচার ক'রছি, তার অনেক ধার করেছি, শোধ দিতে পারি না—তিন চার বচ্ছর আমাদের একখানি ঘর ছেড়ে দিয়েছে, তার কাছে আর চাইবার মুখ নাই।

বিমলা। যে কোন রকমে পার এক পয়সার বার্লি নিয়ে এস, বউমাকে একটু পথ্য দিবার চেষ্টা কর, মা আমার ব্যারামে অজ্ঞান হ'য়ে আছে, তার উপর এখন আবার একটু তন্দ্রা এসেছে, জাগলেই পথ্য ক'রতে চাইবে।

রঘু। আমি দোকানে গিয়েছিলুম, সে আমাকে এক পয়সার বার্লি পর্য্যন্ত ধার দিল না, তার অনেক পাওনা আছে।

বিমলা। হায়! হায়! একে ক্ষিদের জ্বালায় শরীর জ্বলে যাচ্ছে, বিনোদ জেলে যাওয়ায় অহরহ তার জন্য প্রাণ কাঁদছে—এখন বউমাও আমাদের ফাঁকি দিতে বসেছে, আমাদের কি মরণ হয় না?

রঘু। অনেক বাকি—অনেক বাকি—আমাদের পাপের প্রতিফল অতি ভয়ানক। এত শীঘ্র মরণ হ'লে আর প্রায়শ্চিত্ত ভোগ কি ক'রে হবে?

সুধা। (কাতরস্বরে) মা! আমাকে কিছু খেতে দেও। আমার

বড় ক্ষিদে পেয়েছে—প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে—আমার শরীর কেমন ক'রছে।

বিমলা। বার্লি আন্‌তে যাচ্ছেন এলে তোমাকে পথ্য দেব, একটু অপেক্ষা কর।

সুধা। তবে একটু জল দেও।

বিমলা। এই নেও মা। (জল প্রদান) এখন উপায় কি?

রঘু। আর উপায় কি! আমাদের ন্যায় মহাপাপীর আবার উপায় হবে!

বিমলা। আবার একবার চেষ্টা ক'রে দেখ। যে কোন রকমে হ'ক, এক পয়সার বার্লি নিয়ে এস।

রঘু। এত দুঃখ কেমন ক'রে সহ্য করি? এ পাপজীবন কোন মতেই বেরোবে না। এক পা চ'লতে হ'লেই চোখে অন্ধকার দেখি, তাতে দুদিন অনাহার, কোথায় যাই? টাকার অভাবে বউ-মার চিকিৎসা পর্য্যন্ত ক'রতে পার্‌লুম্ না, আমরা বর্ত্তমান থাকতে শেষটা পথ্য না দিয়ে মেরে ফেল্লুম? এ দুঃখ আর ত সহ্য ক'রতে পারি না। যাই দেখি যদি কোন উপায় ক'রতে পারি।

(সুশীলার প্রবেশ)

এ কে বড় বউ মা! বড় বউ মা! আমাদের দুর্দ্দশা দেখতে এসেছ! দেখ তোমাদের যত যন্ত্রণা দিয়েছিলুম্, এখন তার কিরূপ প্রতিফল ভোগ ক'রছি। তোমাদের বঞ্চিত ক'রতে গিয়ে নিজেরা বঞ্চিত হয়েছি, পরের আশ্রয়ে বাস ক'রছি—সব গিয়েছে—বিনয়ের জেল হ'য়েছে।

বিমলা। বড় বউ মা! আমি তোমাকে না খেতে দিয়ে উপোস

ক'রিয়েছি—একবস্ত্রে রেখেছি—অনেক দুঃখ কষ্ট দিয়েছি—এখন তার প্রতিফল ভোগ ক'রছি ; উপোস করার যে কি যন্ত্রণা তা বেশ বুঝতে পেরেছি।

সুশীলা। সে সব কথা ভুলে যান, আমরা সব ভুলে গিয়েছি।

বিমলা। সে সব ভুলবার কথা নয় মা! সে সব কেউ ভুল্‌তে পারে না।

সুশীলা। ওসব মনে ক'রে কি হবে মা! যা হ'বার তা হয়ে গেছে। (সুধার পার্শ্বে বসিয়া) এ কি। সোণার শরীর একেবারে কালী হ'য়ে গেছে! 'শরীর এত খারাপ হ'য়েছে যে চিনবার উপায় নাই! সুধা! সুধা!

সুধা। (সুশীলার মুখের দিকে চাহিয়া) কে?—

সুশীলা। তুমি আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না সুধা?

সুধা। (উঠিয়া) অ্যাঁ—কে—কে—দিদি! (সুশীলার বুকে মস্তক রাখিয়া ক্রন্দন)

সুশীলা। একি কাঁদছ কেন বোন্? যা ঘটেছে—ভুলে যাও। মন থেকে সব মুছে ফেল। আমি তোমাদের নিতে এসেছি। বাঞ্ছারাম পাল্কী নিয়ে বাইরে অপেক্ষা ক'রছে। চল—আমার সঙ্গে চল। আমি তোমার চিকিৎসার বন্দোবস্ত ক'রব। আপনারাও চলুন্। তিনি আপনাদের সকলকে নিতে পাঠিয়েছেন। চিরদিন একসঙ্গে ছিলুম, যদি মা কমলা মুখ তুলে চেয়েছেন, আবার আমাকে আপনাদের সেবা শুশ্রূষা ক'রতে দিন, এ পরের বাড়ীতে থাকবার আর দরকার নাই।

বিমলা। বড় বউমা! বড় বউমা! কোন্ মুখে আর আমরা তোমাদের বাড়ী যাব।

সুশীলা। আমাদের বাড়ী কি মা! সে আপনাদেরই বাড়ী ! আমাদের এমন পর কেন ক'রছেন !"

রঘু। বড় বউমা! দুঃখ কষ্ট ও অনুতাপে আমাদের আর বুদ্ধি বিবেচনা কিছুই নাই—যা জান কর মা।

সুধা। দিদি! কি ব'লছ? এ জীবনের সকল সাধ শেষ হ'য়েছে; তোমাদের কাছে আমরা বড়ই অপরাধী—আমাদের ক্ষমা কর। এ অন্তিম সময় তোমাকে একবার দেখবার বড় সাধ ছিল, সে সাধ এখন মিটেছে—এখন মৃত্যু হ'লেই সব জ্বালা জুড়ায়।

সুশীলা। বালাই—ওকি কথা বোন! তোমার অসুখ কিছুই নয়, কেবল দুর্ভাবনায় অমন হ'য়েছে, উপযুক্ত চিকিৎসা হ'লে দুদিনেই সেরে যাবে। আর এক সুখবর—ঠাকুর পো জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন। তিনি এখানে এসে শুন্‌বা মাত্র ভাল উকিল দিয়ে, মোকদ্দমার তদ্বির ক'রে, তাকে উদ্ধার করেছেন।

সুধা। (সাগ্রহে প্রফুল্ল মুখে) দিদি—

বিমলা। কি—কি—আমার বিনোদ। (আনন্দ উচ্ছ্বাসে স্বর রুদ্ধ।

রঘু। (সানন্দে) বড় বউমা! বড় বউমা! একি সত্য?

সুশীলা। আপনাদের কাছে ত কোন দিন মিথ্যা বলিনি।

(বিনয়কৃষ্ণ ও বিনোদলালের প্রবেশ)

বিনয়। হাঁ কাকা, সত্য। এই দেখুন বিনোদ এসেছে।

রঘু। বিনোদ! বিনোদ! বাবা! (কাঁদিতে কাঁদিতে আলিঙ্গন।

বিমলা। বাবা! বাবা! (ক্রন্দন)

বিনোদ। আপনারা আমার মায়া মমতা ত্যাগ করুন, আমি আর সংসারে বাস ক'রব না—এ কালামুখ আর লোকের কাছে

দেখাব না। কারো দিকে মুখ তুলে চাইতে পার্‌ছি না। যে সকল মহাপাপ ক'রেছি, একে একে সব মনে হচ্ছে—হৃদয়ে শত বৃশ্চিকে দংশন ক'র্‌ছে। উঃ—এ জ্বালা আর সহ্য ক'রতে পারিনা। দিদি! দাদা! বউদিদি! বউদিদি! আমাকে ক্ষমা কর, আমি সংসারে থেকে আর যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে পারব না। আমি নরকের কীট, আমার নরকে যাওয়াই ভাল—

বিনয়। ভাই বিনোদ! যা হবার হ'য়ে গেছে, তার জন্য অনুতাপ করা বৃথা। আমরা সব ভুলে গেছি। আপনারা চলুন। আর দেরী ক'রবেন না! (সুনীলার প্রতি) বড় বউ! বউ মা ব্যারামী মানুষ, তুমি ওকে কোলে ক'রে নিয়ে পাল্কীতে তুলে দেও।

রঘু। বিনয়! বিনয়! আমরা তোমাদের যেরূপ নির্য্যাতন ক'রেছি—যেরূপ দুঃখ কষ্ট দিয়েছি—মানুষে এমন ভাবে তা হৃদয় হ'তে মুছে ফেল্‌তে পারে না—তোমরা কেমন ক'রে সে সব ভুলে গেলে! তোমরা এ পৃথিবীর মানুষ নও—স্বর্গের দেবদেবী! আমরা নরকের কীট! তুমি ধর্ম্মের অবতার—তোমার দেবদুর্লভ চরিত্র। আর বড় বউমা! তোমার গুণের কথা বলে শেষ করা যায় না। তুমি সরলতার পবিত্রচিত্র—দয়ার প্রতিমূর্ত্তি—সকল গুণের আদর্শ-প্রতিমা—এ সংসারে তুমিই সাক্ষাৎ—"**সতী-লক্ষ্মী**"!

যবনিকা পতন